কুরুরাজ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
কমলা বুক ডিপো লিঃ
সাহিত্য-মন্দির
এইচ্, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং

ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে

মূল্য এক টাকা।

পরিচায়িকা

এই পুস্তকখানি কিশোর ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই পুস্তকখানি পড়িলে তাহাদের বিশ্লেষণ-বুদ্ধি ও বিচার-বুদ্ধি যেমন মার্জ্জিত হইবে রসবোধেরও তেমনি উন্মেষ হইবে বলিয়া মনে হয়। কাশীরামের মহাভারতে দুর্য্যোধনের চরিত্র আদ্যোপান্ত মসীময়—মূল মহাভারতে তাহা নয়। লেখক মূল মহাভারত অবলম্বনে দুর্য্যোধন-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার ফলে দুর্য্যোধন একেবারে দানব হইয়া উঠে নাই—দোষে-গুণে মানব হইয়াই উঠিয়াছে, তাহার চরিত্রে যে মনুষ্যত্বও ছিল লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। মনুষ্যত্বও ছিল বলিয়াই—মহাভারত কাব্য হিসাবে এত চমৎকার হইয়াছে। পাষণ্ড দানবের পতনে আমাদের ন্যায়-বুদ্ধিই (Sense of justice) পরিতৃপ্তি লাভ করে—রসবোধের পরিতৃপ্তি হয় না। দুর্য্যোধন দোষগুণে একটা বিরাট পুরুষ বলিয়াই তাহার পতনে আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই দীর্ঘশ্বাসের সহিতই রসের সম্পর্ক। মেঘনাদ-বধের মেঘনাদ ও রাবণের পতনেও এইরূপ রসোন্মেষ ঘটে। ব্যাসদেবের দুর্য্যোধন দানব ছিল না বলিয়াই তাহার পক্ষে আমরা ভীষ্ম, দ্রোণের মত মহামানবদিগকে দেখিতে পাইতেছি এবং তাহার দণ্ডবিধান করিতে ধর্ম্মরাজকে নিঃশেষ করিয়া রুধির মূল্য দিতে হইয়াছে—সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে—অশ্রুসাগরে ভাসিতে হইয়াছে।

এসকল কথা এই পুস্তকে অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে—দুর্য্যোধন-চরিত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং সেই-সঙ্গে মহাভারতের সকল প্রধান প্রধান চরিত্রের ও মহাভারতীয় যুগের বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। সে যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, রাজপ্রথা, ধর্ম্মের আদর্শ ইত্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক দেখাইয়াছেন—কুরুক্ষেত্র সমরের জন্য দায়ী একা দুর্য্যোধন নয়। সেকালের রাজন্যগণ, সেকালের প্রথাপদ্ধতি, গতি-প্রকৃতি ও যুগধর্ম্মই মূলতঃ দায়ী। দুর্য্যোধন উপলক্ষ মাত্র। মূল মহাভারত হইতে অনেক নূতন তথ্য, নূতন বার্ত্তা প্রসঙ্গক্রমে লেখক অবতারিত করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে কিশোর-গণের মহাভারতীয় উপাখ্যান পাঠ সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে।

পুস্তকখানিতে চরিত্র-বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণ আছে বলিয়া ইহা সমালোচনার গ্রন্থ নয়—ইহা সম্পূর্ণ সাহিত্য, উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক—কাব্যের মত রসগর্ভ। লেখক ইহাতে কাব্য, নাট্য ও উপন্যাসের সম্মিলন ঘটাইয়াছেন—পুস্তকের অনেক অংশ নাট্যাঙ্কের ভঙ্গীতে রচিত—বহু অংশ কাব্যাত্মক এবং সমগ্র পুস্তকখানি পড়িলে ১ম শ্রেণীর উপন্যাস পাঠের ফল হয়। কবি রসঘন চিত্রপরম্পরার দ্বারা দুর্য্যোধন-চরিত্রটিকে রূপ দান করিয়াছেন। কবির লেখনীস্পর্শে 'মন্যুময় মহাদ্রুম' অভিনব পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

ভাগলপুর
আশ্বিন, ১৩৪২

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত
অধ্যাপক, ভাগলপুর টি, এন্‌, জুবিলি কলেজ।

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর কর্ম্মসহায়

শ্রীযুক্ত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সুহৃদ্বরেষু—

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

পর্ণপুট ১ম	রসচক্র
পর্ণপুট ২য়	লঙ্কেশ্বর
হৈমন্তী	গীতালহরী
আহরণী	কথামালিকা
ব্রজবেণু	সাহিত্যপ্রসঙ্গ ১ম
রসকদম্ব	সাহিত্যপ্রসঙ্গ ২য়
ঋতুমঙ্গল	মহাভারত
বল্লরী	আবৃত্তিকা

কমলা বুক ডিপো লিঃ
১৫ কলেজ স্কোয়ার।
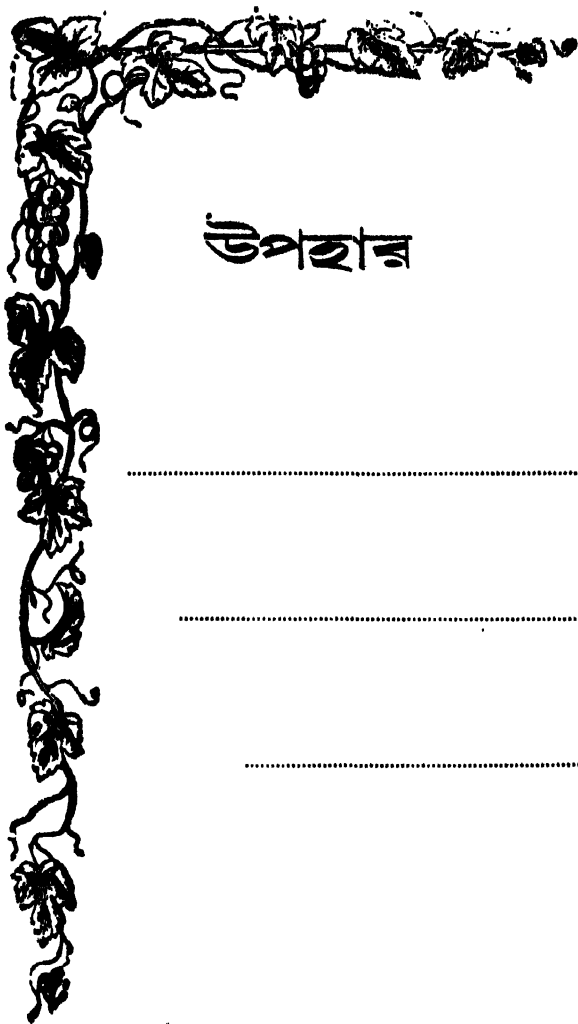
প্রথম পরিচ্ছেদ

ভরত, কুরু, পুরু প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের বংশে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে—গান্ধার-রাজকন্যার গর্ভে দুর্য্যোধনের জন্ম।

ব্যাসদেব একবার ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে অতিথি হ'ন। সেই সময়ে মহারাণী গান্ধারী তাঁহার যথেষ্ট সেবা করেন। পরিতুষ্ট হইয়া ব্যাসদেব গান্ধারীকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। গান্ধারী চাহেন—স্বামীর মত গুণবান্ একশত পুত্র। ব্যাসদেব 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করেন। সতীর নিকট, পতি যেমনই হউন—আদর্শ গুণবান্ পুরুষ। পতির মতন গুণবান্ পুত্র প্রার্থনা করিয়া সতী এখানে সুমতির পরিচয় দেন নাই।

কিছুকাল পরে গান্ধারীর সন্তান-সম্ভাবনা হইল। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল—সন্তান-প্রসব হইল না। অথচ শোনা গেল, দেবরবধূ কুন্তীর কোলে এক পরম সুন্দর পুত্রের জন্ম হইয়াছে। গান্ধারীর অন্তর হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। ফলে অকালেই দুর্য্যোধনের জন্ম হইল। দুর্য্যোধনের জন্ম ঈর্ষ্যায়।

অকালের কোন ফলই ভাল হয় না—এ ফলটিও ভাল হয় নাই।

দুর্য্যোধনের যখন জন্ম হইল, তখন চারিদিকে দেখা গেল দুর্লক্ষণ। ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাইলেন। বিদুর বলিলেন—"দাদা, এই ছেলেটি হ'তে কুরুকুলের ভীষণ অনর্থ হবে—এখনো একে ত্যাগ করুন। একে ত্যাগ কর্‌লে শুধু ভারতকুলের নয়—ভারতবর্ষেরও ইষ্ট সাধন করা হ'বে। শাস্ত্রে আছে,—একজনকে ত্যাগ ক'রে যদি কুল রক্ষা হয়—তবে তাই করতে হবে। কুলত্যাগ কর্‌লে যদি গ্রাম রক্ষা হয় তবে তাই কর্‌বে—গ্রাম ত্যাগ কর্‌লে যদি দেশ-রক্ষা হয়—তবে তাই কর্ত্তব্য। আর এই পৃথিবী ত্যাগ কর্‌লেও যদি আত্মার কল্যাণ হয়—তবে পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করাই উচিত।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"বিদুর, তুমি ক্ষেপেছ? কবে এই পুত্রের দ্বারা কি অনিষ্ট হ'তে পারে, এই ভয়ে পুত্রকে—জ্যেষ্ঠ পুত্রকে—ত্যাগ কর্‌ব—এটা কি কখনও সম্ভব? বাপ হ'য়ে তা আমি পার্‌ব না।"

ধৃতরাষ্ট্র শুধু দেহে অন্ধ নহেন—স্নেহেও অন্ধ। স্নেহান্ধতার ফল সকল মাতাপিতাকেই ভুগিতে হয়।

দুর্য্যোধনের সঙ্গে আরও ৯৯টি পুত্র ও একটি কন্যারও জন্ম হইল। দুর্য্যোধন যেদিন ভূমিষ্ঠ হইল সেই দিনই ভীমসেনেরও জন্ম।

রোগ ও ঔষধ,—পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের এক সময়েই উৎপত্তি।

কিছুদিন পরে মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইল। ধৃতরাষ্ট্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিন্তু অন্ধ, সেজন্য পাণ্ডুই হস্তিনার মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর যখন মৃত্যু হইল—তখন উভয়ের পুত্রগণ শিশু। কাজেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের স্কন্ধেই রাজ্যভার ফিরিয়া আসিল। জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম ও ভ্রাতা বিদুরই ধৃতরাষ্ট্রের নামে রাষ্ট্র চালাইতে লাগিলেন।

রাষ্ট্রভার ধারণ না করিয়াই ধৃতরাষ্ট্র হইলেন ধৃত-রাষ্ট্র।

পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছিল বিদেশে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পত্নী মাদ্রী নকুল-সহদেব নামে দুই যমজ পুত্রকে সপত্নী কুন্তীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া সহমরণে গেলেন। কুন্তী পাঁচটি পুত্র অঙ্কে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডুর মাতৃদ্বয় ও পিতামহী সত্যবতী শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

একশত পাঁচ ভাই একত্রে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সকলের মধ্যে ভীমসেনই ছিলেন অতিরিক্ত বলিষ্ঠ। ক্রীড়াকৌতুকে, মল্ল-বিদ্যায়, দ্রুতগমনে—এমন কি বিদ্যার্জ্জনে কেহই ভীমকে অতিক্রম করিতে পারিত না। ভীমসেন সুযোগ পাইলেই গান্ধারীর পুত্র-গুলিকে নানাভাবে পীড়ন করিত। ভীমসেনের শক্তি যত বাড়িতে

লাগিল—তাহাদের হিংসাও তত্ই জ্বলিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের মনের হিংসা কখনও জ্বলিয়া আপনা হইতে নির্ব্বাণ পাইত না—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। একটি অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি না করিয়া ছাড়িত না। সে হিংসাবৃত্তিকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একবার সকলে জলক্রীড়ার জন্য গঙ্গাতীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। দুর্য্যোধন সেই সময় মিষ্টান্নে গরল মিশাইয়া সরলচিত্ত ভীমকে খাওয়াইয়া দিল। ভীম অচেতন হইয়া পড়িলে—তাহাকে টানিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ নিশ্চিন্তচিত্তে মহানন্দে গৃহে ফিরিল।

ভীম ফিরিল না দেখিয়া কুন্তী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—বিদুর সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। দুই দিন পরে ভীম ফিরিয়া আসিলেন। ভিতরকার কথা চাপা রহিল না। এরূপ ক্ষেত্রে কুন্তীর পুত্রগণসহ স্থানত্যাগ করিবার কথা। কিন্তু স্থানত্যাগের কথাই উঠিল না। বিদুর কুন্তীকে বলিলেন—"ব্যাপার সবই বুঝ্‌লাম। এ নিয়ে গোলযোগ ক'রো না—তা'হলে দুর্য্যোধন আরও নূতন কোন অহিত ক'রে বস্‌বে। ছেলেদের সম্বন্ধে খুব সতর্ক হয়ে থেক। ছেলেদেরও বলে দিও—তারা যেন সাবধানে থাকে। সকলকে ভোজরাজ্যে পাঠাতে পারতাম,—কিন্তু তা কর্‌ব না। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পাওয়ার কথা। রাজপুরী হ'তে চ'লে গেলে রাজ্য পাওয়া কঠিন হবে—ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবৃদ্ধগণের স্নেহ হ'তেও ক্রমে বঞ্চিত হ'বে, তুমি কিছু ভেবো না—পিতা বলেছেন তোমার পুত্রগণ দীর্ঘায়ু হবে।"

কুমারগণ সযত্নে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন—কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকুমারের শুধু শাস্ত্রপাঠ করিলেই চলিবে না—শস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন। ভীষ্ম কুমারগণের রণবিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

ভীষ্মের পিতা শান্তনু মৃগয়া করিতে গিয়া একবার দুইটি শিশু কুড়াইয়া পান—একটি পুত্র, একটি কন্যা। ইঁহাদিগকে কৃপা করিয়া পালন করিয়া যথাক্রমে কৃপ ও কৃপী নাম দেন। ইঁহারা এক ঋষির সন্ততি। এই কৃপ ভীষ্মের সংসর্গে একজন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠেন। ঋষিপুত্রের শাস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া যতি হইবারই কথা। কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজার গৃহে কৃপ শস্ত্রবিদ্যাই শিখিয়া হইলেন রথী। কুমারগণের রণবিদ্যা শিক্ষার ভার এই কৃপের হস্তেই অর্পিত হইল।

কৃপীর বিবাহ হইয়াছিল ভরদ্বাজঋষির সন্তান দ্রোণের সহিত। এক সময় অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে দ্রোণ শ্যালকের নিকট আসিলেন। কৃপ ভীষ্মের সহিত দ্রোণের পরিচয় সাধন করিয়া দিলেন। দ্রোণ ছিলেন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর—রণবিদ্যায় মহাপণ্ডিত। ভীষ্ম দ্রোণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কুমারগণের আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্রোণ ও কৃপ রাজকুমারগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলে নানা দেশ হইতে রাজকুমারগণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হস্তিনাপুর শস্ত্রবিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইল।

কুমারগণের মধ্যে ধনুর্ব্বিদ্যায় কুন্তীর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী হইয়া উঠিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধনের ক্ষোভের অবধি থাকিল না। একা ভীম ছিল বৈরী অর্থাৎ হিংসার পাত্র, এখন অর্জ্জুনও বৈরী হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন ছিলেন দ্রোণের অতিরিক্ত প্রিয়পাত্র—অর্জ্জুন একবার দ্রোণকে এক কুমীরের মুখ হইতে বাঁচাইয়া দেন। দ্রোণ তাহাতে প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে দিব্যাস্ত্র দান করেন। দুর্য্যোধন গুরুর পক্ষপাতিতার জন্য অর্জ্জুনের উপরই বিরূপ হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন ধনুর্ব্বিদ্যায় তেমন দক্ষ না হইলেও নিজে গদাযুদ্ধে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল।

কুমারগণের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কুরুগুরুগণের সমক্ষে তাহাদের কৃতিত্বের পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল। সকলের পরীক্ষা হইয়া গেলে সব শেষে অর্জ্জুন নিজ বিদ্যার পরীক্ষা দিলেন—তাহাতে সকলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল। দ্রোণ, ভীষ্ম, কুন্তী, বিদুর—ইহারা গৌরবে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের চোখ দিয়া অগ্নিক্ষরণ হইতে লাগিল। কুরুবৃদ্ধগণের নয়নে অশ্রু-জল—দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতাদের চক্ষুতে বজ্রাগ্নি,

ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনের কৃতিত্ব ইন্দ্রধনুর মত সমুজ্জ্বল, এমন সময় মূর্ত্তিমান্ শরৎকালের মত কর্ণ জ্যা আকর্ষণ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বলিল—"অর্জ্জুন যে যে বিদ্যার কৌশল দেখিয়ে গেল—তার সবই আমি দেখাতে পারি।" অর্জ্জুন অদ্ভুত একটা কিছু করে নাই, শুনিয়া দুর্য্যোধন আশ্বস্ত হইল। দ্রোণের অনুজ্ঞা পাইয়া কর্ণ আপনার কৃতিত্ব দেখাইল। তখন দুর্য্যোধন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"আজ হ'তে তুমি আমার পরমবন্ধু—আমার সঙ্গে তুমি রাজ্যভোগ কর।"

কর্ণ বলিল—"আপনাকে বন্ধুরূপে লাভ ক'রে আমি ধন্য—আমি অর্জ্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই।"

দুর্য্যোধন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্রোণকে আদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করিল। দ্রোণ কুপিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—"এই দাম্ভিকটাকে সমুচিত শিক্ষা দাও।"

রঙ্গভূমি দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া গেল। দুর্য্যোধন, তাহার ভ্রাতৃগণ ও অনুচর-সহচরগণ কর্ণপক্ষে থাকিয়া কর্ণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ ও পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনপক্ষে থাকিয়া অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কুন্তী আপনার দুই পুত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কৃপ দেখিলেন, বাণ লইয়া খেলা করিতে গিয়া এযে প্রাণ লইয়া খেলা আরম্ভ হইল। তিনি একটি বুদ্ধি আঁটিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"অর্জ্জুন রাজপুত্র, সে তার সমকক্ষ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে পারে, আগন্তুক আপনার পরিচয় দিন, বৃদ্ধগণ বিচার করুন—ইনি অর্জ্জুনের সমকক্ষ কিনা।"

দুর্যোধন কর্ণের মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিল।

একথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। কর্ণের কুণ্ডল-মণ্ডিত কর্ণ রক্তপদ্মের শ্রী ধারণ করিল।

দুর্য্যোধন বলিলেন—"একি অন্যায় কথা আচার্য্য—বীরমাত্রেই বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে। একজন বীর অন্য বীরকে রণে আহ্বান করেছে। এই যথেষ্ট। আর যদি রাজা বা রাজপুত্র না হ'লে কর্ণ প্রতিযোদ্ধা হ'বার যোগ্যতা লাভ না করেন—এক্ষণি তাকে আমি আমার অঙ্গরাজ্য দান করছি। কর্ণ রাজা হলেন—এখন তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চল্‌বে ত ?"

দুর্য্যোধনের যেমন কথা, তেমনি কাজ। তৎক্ষণাৎ কর্ণকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দুর্য্যোধন কর্ণের রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করিল। দুর্য্যোধন রাজ্যদানের অধিকার কোথা হইতে পাইল—তাহা বুঝা কঠিন।

কর্ণের রাজ্যাভিষেক হইল শুনিয়া রথচালক অধিরথ ছুটিয়া আসিল। কর্ণ পিতাকে সভায় উপস্থিত দেখিয়া আসন ত্যাগ করিয়া তাহার চরণে প্রণত হইল। কর্ণের নৈতিক সাহসের প্রশংসা করিতে হয়।

ভীম তখন কর্ণকে উপহাস করিয়া বলিল—"আরে, তুই তবে সূতপুত্র ? তোর ত ধনুক ধরার কথাই নয়—রথের লাগাম ধরবার কথা। তুই আবার রাজা! যজ্ঞের ঘি কি কুকুরের জন্য ? অঙ্গ-রাজ্য কি তোর সাজে ? অঙ্গরাজ্যের সারথির কাজ কর্ গে যা।" ভীমের এই বাক্য অত্যন্ত রূঢ়। কর্ণের ঠোঁট রাগে থর থর করিয়া

কাঁপিতে লাগিল—আর ঘন ঘন সূর্য্যের পানে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। কর্ণ কোন উত্তর দিল না—ক্রোধে তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ইহার উত্তর সময় পাইলে দিবে—ইহাই বোধ হয় কর্ণ মনে মনে ভাবিতেছিল।

উত্তর দিল দুর্য্যোধন—"যে প্রকৃত বীর, সে অন্য বীরের শৌর্য্যেরই পরিচয় নেয়—তার কাছে জন্ম-পরিচয়টা কিছুই নয়। মানুষ নিজের পুরুষকারেই বা নিজের সাধনাতেই বড়—রক্তের জোরে বড় নয়। মৃগীর গর্ভে কি বাঘ জন্মায়?—এই অক্ষয় কবচ কুণ্ডলধারী দেবতুল্য মূর্ত্তি সামান্য ব্যক্তি হ'তে জন্মে নি। কর্ণ আজ অঙ্গরাজ্যের রাজা—সে বাহুবলে একদিন সমস্ত পৃথিবীর রাজা হবে। তোরা কাপুরুষ—তাই এত বড় বীরের অপমান কর্‌লি। তোরা যদি বীর হতিস্—তবে—তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারতিস্ না।"

এই বলিয়া দুর্য্যোধন কর্ণের হাত ধরিয়া রঙ্গস্থল হইতে সদর্পে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

এই চিত্রটি মহাভারতের একটি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য চিত্র। দুর্য্যোধনের সহিত কর্ণের মিলন অগ্নির সহিত বায়ুর সংযোগ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এইখানেই সূত্রপাত। কুক্ষণেই ভীমের মুখে কঠোর উপহাসপূর্ণ বাক্যগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল। কর্ণ এই অপমান কখনও ভুলিতে পারে নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[দুর্য্যোধন ভীমের কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছিল—তাহার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে—জন্মটা বড় নহে, সাধনাটাই বড়। এই সত্য যেখানেই উপেক্ষিত হইয়াছে, সেখানেই কুরুক্ষেত্রের মত একটা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কুন্তীর মনোভাব মহাকবি বিশ্লেষণ করেন নাই—তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিয়াই রাখিয়াছেন। কুন্তীর চিত্তে যে কুরুক্ষেত্র অভিনীত হইতেছিল তাহা অবর্ণিতই থাকিয়া গেল। কুন্তী একদিন যে সত্যের মর্য্যাদা রাখেন নাই এবং আজ যে সত্যকে গোপন করিয়া গেলেন—তাহার দণ্ড তাঁহাকে ভুগিতেই হইবে। সত্য একদিন প্রতিহিংসা লইবেই।

মহাকবির নিজের জন্মগৌরব ছিল না, তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন—জন্মগৌরবের মূল্য যৎসামান্য, মহাভারতে বারবারই তিনি এ সত্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মাতার সমক্ষে সহোদর ভ্রাতার মুখে আপন ভ্রাতারই জন্মনিন্দা আরোপিত করিয়া কৌশলে জন্মাহঙ্কারেরই তুচ্ছতা প্রমাণ করিয়াছেন।]

শিষ্যগণের রণবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হইলে দ্রোণ বলিলেন, "বৎসগণ, এইবার গুরুদক্ষিণা চাই। আমি কি দক্ষিণা চাই বলি শোন! পঞ্চালরাজ দ্রুপদ আমার সতীর্থ ও বাল্যবন্ধু। একবার অর্থকষ্ট হ'লে তার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম। ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাক সে আমাকে চিনতেও পারে নি। সেখান হ'তে অপমানিত হয়ে আমি হস্তিনায় আসি। ঐ অপমানের প্রতিশোধ চাই। তোমরা দ্রুপদকে বেঁধে নিয়ে এস।"

দ্রোণের আদেশ পাইয়া শিষ্যগণ পঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ দ্রুপদকে পরাজিত করিতে পারিল না—ভীমার্জ্জুন দ্রুপদকে ধরিয়া আনিয়া দিল। ইহাতে দুর্য্যোধনের হিংসানল দ্বিগুণবলে জ্বলিয়া উঠিল। এইখানেই শেষ নহে, দ্রোণ কৌরব সভায় বক্তৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে তাহার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ ব্রহ্মশিরা নামক দিব্যাস্ত্র দান করিলেন।

সৌবীর নামে এক যবনরাজ কুরুশাসন মানিত না—তাহাকে বিচিত্রবীর্য্য বা পাণ্ডু কেহই বশীভূত করিতে পারেন নাই—অর্জ্জুন তাহাকে শাসন করিলেন। ভীমার্জ্জুন নিজ বাহুবলে কৌরব-রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিলেন।

ইহাতে কেবল দুর্য্যোধন নয়, ধৃতরাষ্ট্রও মহা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন—পাণ্ডবগণ যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল, তাহাতে দুর্য্যোধনের রাজ্যপ্রাপ্তির কোন আশা নাই।

এই সময় পুরবাসিগণের মুখপাত্রগণ কৌরবসভায় মুক্তকণ্ঠে পাণ্ডবগণের সুখ্যাতি করিতে লাগিল—হস্তিনার রাজপুরী পাণ্ডবগণের জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই বলিতে লাগিল—এইবার যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হউক। দুর্য্যোধনের চিত্তে এই সকল কথা শেলাঘাত করিত। দুর্য্যোধন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সঙ্গে পাণ্ডবনাশের ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল—একদিন ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কথাটা পাড়িয়াই বসিল।

দুর্যোধন বলিল, "বাবা, আমার কি দশা হইবে ?"

দুর্য্যোধন বলিল—"বাবা, আমার কি দশা হবে? শুনছি যুধিষ্ঠির রাজা হবে, তা হলে আমি কি তার অধীনে একজন ভৃত্য বা সামন্ত হ'য়ে থাকব? অন্ধতার জন্য আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন নি, তাই পিতৃব্য রাজা হইয়াছিলেন—পিতৃব্যের মৃত্যু হয়েছে আমিও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছি। সে রাজ্য এখন আমি পাব না কেন? পিতৃব্যের রাজ্য ত আপনাতে ফিরে এসেছে—এখন আপনি আমাকে দিলেই ত এ রাজ্য পাই।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"কি উপায় আছে? জ্যেষ্ঠতাতের ইচ্ছা যুধিষ্ঠির রাজ্য পান। বিদুর তার সহায়। আমি কি করি, বাছা!"

দুর্য্যোধন বলিল—"সোজাসুজি কি আর হবে? কৌশলে কাজ সারতে হবে। ওদের এখান হতে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আমি রাজ্যভার হাতে নিই। কি বলেন?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"পাণ্ডু রাজা ছিল—কিন্তু একদিনের জন্যও জানতে দেয় নি যে আমি রাজা নই। পাণ্ডু যেন ছিল রাজ্যের সেনাপতি। সে আমাকে এমনি ভক্তি করত যে আমার আদেশ ছাড়া সে দিনের অন্নও গ্রহণ করত না। তার পুত্র যুধিষ্ঠির গুণবান, জ্ঞানবান, মহাধার্ম্মিক—তাকে প্রজারা দেবতার মত ভক্তি করে। পিতার রাজ্যে সে সম্পূর্ণ অধিকারী। প্রজাগণ তার বশীভূত; সৈন্যগণ পাণ্ডুর বশীভূত ছিল, পাণ্ডুকে পিতার মত শ্রদ্ধা করত—আজ যদি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য হ'তে বঞ্চিত করি—তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট ত হ'বই, প্রজাগণ ও সৈন্যগণ সকলে মিলে আমাদের ধ্বংস ক'রে ফেলবে।

আর পাণ্ডবেরাও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাক্‌বে না। এ সব কথা ভেবেছ, বাবাজী? না, রাজা হবার সখ হয়েছে—অমনি রাজা হ'য়ে বসতে চাও?"

দুর্য্যোধন বলিল—"ভেবেছি বাবা, কিন্তু ধনে কি না হয়? রাজ্যের সমস্ত ধন ত আমাদের হাতে। পদ পদবী ও অর্থ দিয়ে আর আদর ক'রে সৈন্যদের বশীভূত করব। প্রজাহিতকর কাজ ক'রে প্রজাগণকে বশীভূত করব। জনসাধারণকে বশীভূত করবার জন্য রাজভাণ্ডার নিঃশেষ করে ফেল্‌ব। আর পাণ্ডবদের নির্ব্বাসনে রেখে দেব, তারা গোল কর্‌তে পাবে না। রাজ্য সম্পূর্ণ হস্তগত হ'লে তারা ফিরে আসে আসুক।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"আচ্ছা বুঝলাম। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ইত্যাদি রয়েছেন। এঁরা এ প্রবঞ্চনা সহ্য করবেন কেন?"

দুর্য্যোধন বলিল—"ভীষ্মের কাছে কৌরব-পাণ্ডব দুই-ই সমান। যেই রাজত্ব করুক তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। যিনি যখন রাজা থাক্‌বেন—পিতামহ তখন তাঁরই সহায়তা করবেন। দ্রোণ ও কৃপকে ভয় আছে সত্য। কিন্তু অশ্বত্থামা আমার পরম বন্ধু, অর্জ্জুনকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। দ্রোণ অশ্বত্থামাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। অশ্বত্থামাকে পিতা দ্রোণ ও মাতুল কৃপ কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পারবেন না। বাকি থাক্‌ল বিদুর। বিদুর পাণ্ডবগণেরই পক্ষপাতী, তিনি অন্যায় সহ্য করতেও পারেন না।

তিনি রাজকোষ হ'তে বেতন পান। সে বেতন তিনি ভোগ করেন না—দরিদ্রদিগকে দান করেন। তাঁর বৃত্তি বাড়িয়ে দিলে তাঁর দানধর্ম্ম বেড়েই যাবে। কিন্তু তবু তাঁকে বশীভূত করা যাবে না। তা না যাক্—তিনি ত মন্ত্রিমাত্র। তাঁর ত অসিবল বা পেশীবল নাই, তিনি আর কি কর্‌তে পারেন? আমি সব দিক্ ভেবেই কথা বল্‌ছি। আপনাকে একটা ব্যবস্থা অচিরেই কর্‌তে হ'বে। পাণ্ডবদের জন্য আমার আহারনিদ্রা বন্ধ হ'য়ে গেছে, আমার কিছুতে রুচি নেই—সারাদিন হু হু ক'রে বুকে আগুন জ্বল্‌ছে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"দেখি কি কর্‌তে পারি।"

পাণ্ডবগণকে বারণাবত নামক নগরে নির্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। দুর্য্যোধন পুরোচন নামক মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মন্ত্রী,—এ রাজ্য যেমন আমার, তোমারও তেম্‌নি জান্‌বে। তুমি গালা, শন, পাট, ধুনা, তেল ইত্যাদি জিনিস দিয়ে বারণাবতে একটি পুরী নির্ম্মাণ কর—সেই পুরীতে পাণ্ডবরা বাস কর্‌বে। এক-দিন রাত্রে আগুন লাগিয়ে আপদের শান্তি কর।"

পুরোচন কথামত কাজ করিল—কিন্তু ফল হইল না। বিদুর গোপনে অগ্নিপুরী হইতে পাণ্ডবদের পলাইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। পাণ্ডবরা নিজেই জতুগৃহে আগুন দিয়া বিদুর-

প্রেরিত লোকের সাহায্যে বনে চলিয়া গেল। জতুগৃহে অনেকগুলি লোক পুড়িয়া মরিয়া গেল। বারণাবতের লোকে হস্তিনায় আসিয়া বলিল—"পাণ্ডবগণ পুড়ে ম'রে গেছে।"

দুর্য্যোধন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুসীই হইল, কিন্তু শোকের ভান করিল।

দুর্য্যোধন রাজ্য পাইল,—প্রজাগণকে নানা ভাবে বশীভূত করিয়া সে সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিল।
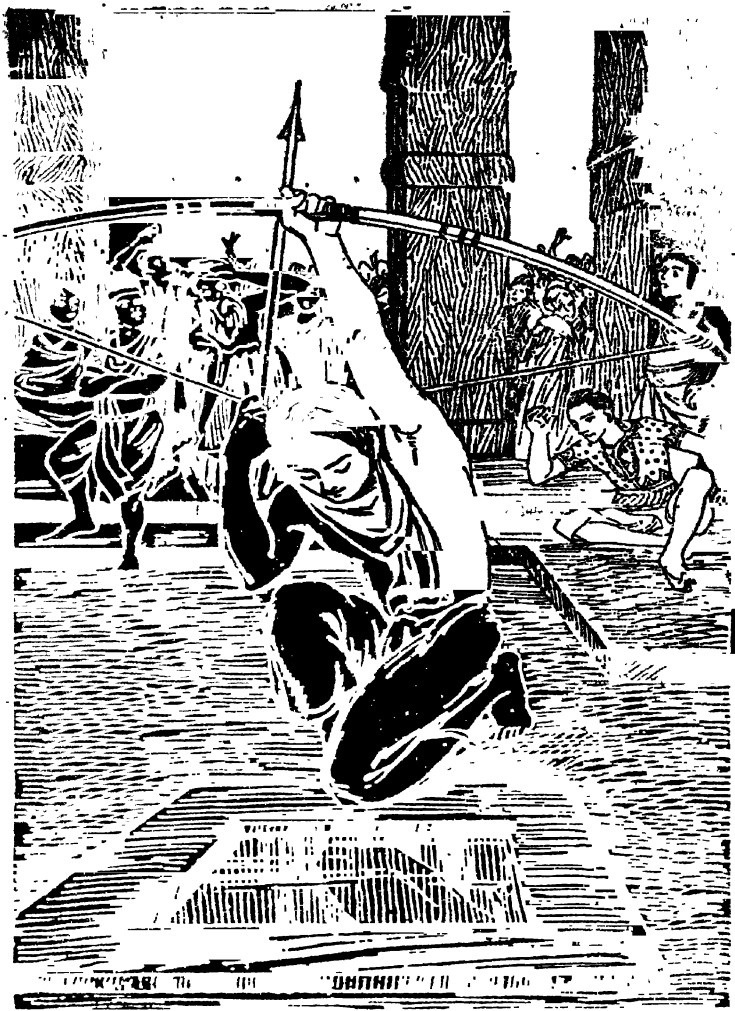
ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন সহজেই লক্ষ্যভেদ করিয়া কৃষ্ণাকে লাভ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারপর আমরা দুর্য্যোধনের সাক্ষাৎ পাই—পঞ্চালদেশে কৃষ্ণা বা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায়। দুর্য্যোধন ও [illegible] মিত্রগণ সকলেই লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ—[illegible] অর্জ্জুন সহজেই লক্ষ্যভেদ করিয়া কৃষ্ণাকে লাভ করিলেন। লক্ষ্যভেদ করিতে না পারিয়া—পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দুর্য্যোধন ঝঞ্ঝাহত পোতের মত হস্তিনায় ফিরিয়া আসিল। এক্ষেত্রে পরাভবটাই খুব ক্লেশকর নহে—পাণ্ডবরা যে বারণাবতে দগ্ধ হয় নাই ইহা জানিতে পারিয়া তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

আবার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধন কাঁদাকাটি করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন বলিল—

"বাবা, এখন কি করা যায়? পাণ্ডবরা ত মরে নি। শুধু মরে নি নয় দ্রুপদের কন্যাকে বিবাহ ক'রে ওরা ত ভীষণ বলশালী হয়ে উঠ্‌ল। এখন কি কর্ত্তব্য? আমি বলি কতকগুলি চতুর ব্রাহ্মণকে পঞ্চালদেশে পাঠাই—তারা ভায়ে ভায়ে মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিক্। নয় ত—প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে দ্রুপদ রাজাকেই বশীভূত করা যাক্। তাও যদি সম্ভব না হয়—দ্রৌপদীর মন বিষাক্ত করার জন্য কতকগুলো স্ত্রীলোকই পাঠাই। আর এক উপায়

আছে—কর্ণকে ওদের আন্‌তে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্—কর্ণ কৌশলে পথে ভীমটাকে মেরে ফেলুক। ভীমকে কোন প্রকারে গুপ্তহত্যা কর্‌তে পারলে আর গোল নেই। একটা যা হয় কিছু সত্বরই কর্‌তে হবে।

কর্ণ বলিল—"বন্ধু, ও সব চাতুরী চল্‌বে না। যত বার চাতুরী কর্‌তে গিয়েছ তত বারই ঠকেছ। বিক্রম ছাড়া অন্য উপায়ে ওদের জব্দ করা যাবে না। এস আমাদের সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে যুদ্ধে ওদের বধ ক'রে আসি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"না, এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার।"

ভীষ্ম ও দ্রোণ একবাক্যে বলিলেন—"পাণ্ডবদের ডেকে এনে এক্ষণি রাজ্যার্দ্ধ দান কর। এ বিষয়ে আর ইতস্ততঃ কেন?"

কর্ণ প্রতিবাদ করিল। তখন বিদুর বলিলেন—

"মহারাজ! আপনার মন্ত্রী পুরোচন যে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মার্‌তে চেয়েছিল—রাজ্যের সমস্ত লোকই তা আজ জান্‌তে পেরেছে। পাণ্ডবরা জীবিত আছে শুনে আহ্লাদে নৃত্য কর্‌ছে—তাদের দেখ্‌বার জন্য উৎসুক হ'য়ে আছে। প্রজাগণের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে—তারা আপনার উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়েছে। এখন যদি পাণ্ডবদের রাজ্যার্দ্ধ না দেন—তবে প্রজাবিদ্রোহ হবে, কিছুতেই সর্ব্বস্ব দিয়েও রাজ্য রক্ষা কর্‌তে পারবেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র সব কথা বুঝিলেন এবং অনেক চিন্তা করিয়া রাজ্যার্দ্ধ দিতে সম্মত হইলেন।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে রাজধানী করিয়া রাজ্যার্দ্ধ ভোগ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মাতুলপুত্র। কিন্তু দ্রৌপদী-স্বয়ংবরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত পাণ্ডবদের কোন প্রকার ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয় না। পঞ্চালরাজ্যে লক্ষ্যভেদের সভায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কৃতিত্বের প্রথম পরিচয় লাভ করিলেন। অর্জ্জুনের রৈবতক গমনের সময় হইতেই তাঁহার সহিত পাণ্ডবদের ঘনিষ্ঠতা আরব্ধ হইল। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহের পর হইতে ঘনিষ্ঠতা বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

পাণ্ডবগণ বড়ই লাঞ্ছিত হইয়াছেন, বনে বনে পথে পথে দেশে দেশে জননীর সঙ্গে বড় দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। পাণ্ডবদের মনের ক্ষোভ দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি অর্থাৎ রাজচক্রবর্ত্তীর পদে অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যজ্ঞে ভারতের সমস্ত নৃপতি উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সার্ব্বভৌম নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিবে। তাহা হইলে পাণ্ডবদের ক্ষোভও দূর হইবে—পাণ্ডবদিগকে যাহারা লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহাদিগকেও রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদিত হইল—যাদব ও পাণ্ডবগণের মহাশত্রু জরাসন্ধ ও শিশুপাল নিহত হইল—ভারতের ছোটবড় সকল রাজাই

স্ফটিক-নির্ম্মিত গৃহতল ভাবিয়া দুর্য্যোধন চৌবাচ্চার জলে পড়িয়া গেল।

যুধিষ্ঠিরকে রাজস্ব দান করিলেন। এই যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃসম্বন্ধে দুর্য্যোধন কোন কোন ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিলেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে সকলেই চলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধন কিছুদিন থাকিয়া গেলেন। এই থাকিয়া যাওয়াই কাল হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও বন্ধুবল দেখিয়া দুর্য্যোধনের প্রসুপ্ত হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল—রাজসূয়ের অনল নিভিল, কিন্তু রাজ-অসূয়ার অনল জ্বলিল। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মর্ম্মকোষে কিছু কিছু বিষ-সঞ্চার হইতে লাগিল।

রাজপুরী পরিদর্শন-কালে দৃষ্টিভ্রমে দুর্য্যোধন দুই-একবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন। দুর্য্যোধন কোথাও স্ফটিকের গৃহতলে জল-ভ্রমে কাপড় তুলিল, আবার কোথাও স্ফটিক-নির্ম্মিত গৃহতল ভাবিয়া সত্যসত্যই চৌবাচ্চায় পড়িয়া গেল। তাহাতে ভীমসেন ও রাজ-কিঙ্করগণ উপহাসের হাসি হাসিয়াছিল। দুর্য্যোধনের বিষাক্ত চিত্ত ফণা তুলিয়া গর্জ্জিতে লাগিল—তাহার দর্প সর্প হইয়া উঠিল।

দুর্য্যোধন হস্তিনায় ফিরিবার সময় পথেই শকুনিকে বলিল—"মামা, আর হস্তিনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না—পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য ইত্যাদি যা দেখ্‌লাম—তাতে জীবনে ধিক্কার জন্মে গেছে—আমি হয় বিষপান কর্‌ব—না হয় অগ্নি-প্রবেশ কর্‌ব। এ জীবন আর রাখ্‌ব না।"

শকুনি বলিল—"সে কি কথা বাবাজী? ওরা নিজের বাহুবলে

সকল রাজাকে পরাজিত করেছে, নিজের সদ্‌গুণে ও মহত্ত্বে প্রজাগণকে বশীভূত করেছে—ওরা নিজের পুরুষকার ও সাধনার দ্বারা আজ দুর্জ্জয় হ'য়ে উঠেছে। ওরা তোমার পর নয়—তোমার ওরা মস্ত সহায় ও রক্ষক। ওরা কখনও তোমার অনিষ্ট কর্‌বে না। বরং তুমিই নিশ্চিন্ত হ'য়ে রাজ্য ভোগ করতে পার। ওরা থাকৃতে তোমার সঙ্গে অন্য কেউ শত্রুতা করতে সাহস করবে না। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি যখন লক্ষ্মীলাভ করে, তখন হিংসা কর্‌তে নেই।"

দুর্য্যোধন বলিল—"মাতুল, ওদের সঙ্গে আমি যে শত্রুতা করেছি—ওদের যে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলাম, ওরা কি তা ভুল্‌তে পেরেছে? কিছুদিন বাদে ওরা আমার রাজ্য নিশ্চয়ই কেড়ে নেবে।"

দুরাত্মারা মনে করে সকলেই তাহাদের শত্রু—মনে পাপ থাকিলে সর্ব্বদাই মনে হয় অপরে তাহাকে দ্বেষ করিতেছে। শুনিয়াছি সর্প আপনার প্রাণভয়েই অপরকে দংশন করে। আততায়ী সর্ব্বদাই মনে করে—তাহারই চিন্তা ছাড়া লাঞ্ছিত ব্যক্তির বোধ হয় আর কোন চিন্তাই নাই। নিজে যে কখনও ক্ষমা করিতে পারে না, সে অপরকেও ক্ষমাশীল কল্পনা করিতেও পারে না। হিংসক প্রতিহিংসার ভয়ে আবার নূতন করিয়া হিংসা করে।

শকুনি বলিল—"বেশ, তাই যদি হয় তবে যুদ্ধ ক'রে ওদের সব জয় ক'রে লও।"

দুর্য্যোধন বলিল—"তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল? যুদ্ধে ওদের জয় করা আর চল্‌বে না। যাদব ও পাঞ্চালগণ ওদের সহায়—সকল

রাজাই ওদের বশীভূত—অর্জ্জুন অনেক দিব্যাস্ত্রলাভ করেছে। জরাসন্ধ ও শিশুপালকে ওরা বধ করেছে—যুদ্ধে ওদের সঙ্গে পারা যাবে না। মামা, অন্য কৌশল অবলম্বন করুন। নতুবা আমি আত্মহত্যা করব।"

শকুনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"তাইত, তুমি বড়ই ব্যথা পেয়েছ দেখ্‌ছি। তবে ওদের পাশাখেলায় আহ্বান করি। পাশা খেলায় আমাকে হারায় পৃথিবীতে কেউ নেই। রণে আহ্বান ও পণে আহ্বান দুই-ই ক্ষত্রিয় রাজার কাছে সমান। কিছুতেই এড়াতে পারবে না। অবশ্য এতে বিপদ্ ঢের আছে। সম্ভবতঃ আমার প্রাণটি যাবে—আমাকে ওরা বধ করবেই। তা যা হয় হবে—তুমি যখন প্রাণ ত্যাগ করতেই চাচ্ছ, তখন পাশা-খেলাই যাক্।"

দুর্য্যোধন আনন্দে লাফ দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কথাটা পাড়িল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন—"দুর্য্যোধন, ছিঃ অমন কাজ করতে নাই। ওরা তোমার ভাই। ওদের সর্ব্বস্ব হরণ করা কিছুতেই উচিত নয়। তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।"

দুর্য্যোধন কিছুতেই শুনিবে না, কাঁদাকাটা করিতে লাগিল, আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া বলিল—

"ওরা আমার অপমান করেছে তার শোধ দেবই।"

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে বিগলিত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা দেখি, বিদুরকে জিজ্ঞাসা করি সে কি বলে?"

দুর্য্যোধন বলিল—"না—না বাবা ঐ কাজটি কর্‌বেন না। বিদুর কখনও আপনাকে সৎপরামর্শ দেবেন না। তিনি পাণ্ডবদের ভালবাসেন।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিল—"তা কি হয়? বিদুরকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমি মত দিতে পারি না।"

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কাছে প্রস্তাব করিবা মাত্র বিদুর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দাদা, পাশাখেলা মহাপাপ, ওতে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। কিছুতেই ওতে মত দেবেন না। পণ রেখে পাশা খেলা হ'তে কত রাজ্য গেছে—কত রাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পাণ্ডবদের সর্ব্বস্বহরণের প্রবৃত্তি আপনাকে কে দিল? ওরা পরম ধার্ম্মিক, শান্ত, অনুগত, পুত্রবৎ।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিল—"দুর্য্যোধন ঝোঁক ধরেছে—বন্ধুভাবেই পাশা খেল্‌বে। আমরা সকলে উপস্থিত থাক্‌ব—যাতে বেশী দূর না গড়ায় সে দিকে দৃষ্টি রাখব। তুমি পাণ্ডবদের নিয়ে এস।"

বিদুর বহুবার নিবারণ করিলেন—দুর্য্যোধন কিছুতেই শুনিল না। শেষে বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া সপরিবারে যুধিষ্ঠিরকে লইয়া আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুধিষ্ঠির পাশাখেলাকে মহাপাপ বলিয়াই জানিতেন—কিন্তু রাজপ্রথা অনুসারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। কথা ছিল—বন্ধুভাবেই ক্রীড়া হইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুভাব থাকিল না। দুর্য্যোধন বলিল—"আমার প্রতিনিধি হ'য়ে আমার মাতুল পাশা খেলবে—খেলায় যত হা'র হবে সব আমি দেব।"

শকুনি পণ রাখিয়াই পাশা খেলা আরম্ভ করিয়া দিল—যুধিষ্ঠিরকেও পণ রাখিতে হইল। যুধিষ্ঠির যত পণ রাখিলেন, শকুনি সব জিতিয়া লইতে লাগিল। বিদুর দেখিলেন—বন্ধুভাবে খেলা হইতেছে না—দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব জিনিয়া লওয়া।

তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"এখনো পাপিষ্ঠকে বারণ করুন, সর্ব্বনাশ হবে। ও পাপিষ্ঠ যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখনই [illegible] ওকে ত্যাগ করুন। তখন শুন্‌লেন না, এখন ওর সঙ্গে আপনার সব যাবে—নির্ব্বংশ হবেন, এখনো ওকে নিবারণ করুন।"

ভীষ্ম, বাহ্লীক, সোমদত্ত, দ্রোণ, কৃপ ইত্যাদি সভাস্থ বৃদ্ধগণকে আহ্বান করিয়া বিদুর বলিলেন—"আপনারা যদি কুরুকুলের কল্যাণ চান, [illegible] এই পাপ পাশা খেলা বন্ধ ক'রে দিন। শকুনি শঠ, [illegible] সে শঠতা ক'রে জিতেছে। ওকে এক্ষণি বিদায় দিন—পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনকে বেঁধে রাখুন। পাণ্ডবদের ধনসম্পত্তি নিয়ে

পরিপাক করতে পারবেন না। স্নেহে ও বাৎসল্যে পাণ্ডবদের জয় করে নিন, তার চেয়ে বড় ধনসম্পত্তি আর কিছু নেই।”

কুরুবৃদ্ধগণ কেহই বিদুরের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর দিল দুর্যোধন,—বলিল—“তুমি আমাদের অন্ন খাও আর আমাদের নিন্দা কর—শত্রুদের গুণগান কর, তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তুমি কপটাচারী। দুধকলা দিয়ে আমরা সাপ পুষছি। তোমার মত আত্মীয় বা মন্ত্রী আমরা চাই না। তোমার যেখানে ইচ্ছা যায় চলে যাও।”

এই কথায় বিদুর সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহী। তিনি চলিয়া গেলেন না—ভাবিলেন—চলিয়া গেলে দুর্যোধনের সুবিধাই হইবে। পাণ্ডবপক্ষে একটি কথা বলিবার কেহ থাকিল না—সভায় থাকিয়া অনবরত বাধা দিয়া প্রতিবাদ করিয়া যদি ফল হয়, যদি কুরুবৃদ্ধগণের চিত্ত বিচলিত করা যায়—যদি যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের চৈতন্য হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। তাই অপমানিত হইয়াও তিনি থাকিয়া গেলেন। শুধু থাকিলেন না, অনবরতই প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

বিদুরের চীৎকার অরণ্যে রোদন হইল—বিদুরকে কেহই সহায়তা করিল না। যুধিষ্ঠির পণ রাখিতে রাখিতে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন—প্রত্যেক বারই মনে করেন, এইবার জিতিয়া হৃত রাজ্যধন ফিরিয়া পাইব। প্রত্যেক বারই হারেন—অনন্তকাল ধরিয়া খেলিলেও হারিতেন। যেখানে খেলার মধ্যে কপটতা নাই, সেখানে

অপটু ক্রীড়কের হাতেও দৈবাৎ দুইচারি দানও এমন পড়ে যাহাতে জিতিবার আশা থাকে। আর যেখানে আগাগোড়া কপটতা সেখানে প্রত্যেক দানেই বিপক্ষ জিতিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? শকুনির কপটতা কেহই ধরিলেন না—বিদুর বৃথাই চীৎকার করিতে লাগিলেন। ভীষ্মাদি কুরুবৃদ্ধেরা পুত্তলিকার মত বসিয়া রহিলেন।

যুধিষ্ঠির ক্রমে ভ্রাতৃগণকে, আপনাকে, এমন কি দ্রৌপদীকেও পণে রাখিয়া হারিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরকেই সকলে ধিক্কার দিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন—তাঁহাদের গাত্র হইতে অবিরলধারায় ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর শোকে মুহ্যমান হইয়া ভূতলে পড়িয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন—তাঁহার চৈতন্যবিলোপের উপক্রম হইল।

ধৃতরাষ্ট্র আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার ভাবভঙ্গিতে হর্ষই প্রকাশিত হইল। কর্ণ ও দুঃশাসন প্রকাশ্যেই উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন তখন বিদ্রূপ করিয়া বিদুরকে বলিল—"দ্রৌপদীকে এইবার নিয়ে এস—সেত এখন দাসী, আমাদের দাসীর কাজ করুক।"

বিদুর গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"হতভাগ্য,—তোমার মরণকাল আসন্ন হয়েছে। কাপুরুষ, এই কি বীরের ধর্ম্ম? তুমি আমাকে বলছ—আমাদের কুলবধূকে রাজসভায় নিয়ে আস্‌তে? আমাকে বধ ক'রে ফেল্‌লেও নয়। কৃষ্ণা তোমার দাসী? যুধিষ্ঠির তাঁকে পণে রাখেন কোন্ অধিকারে? যুধিষ্ঠির একা কি কৃষ্ণার স্বামী? এ পণ অসিদ্ধ।"

দুর্য্যোধন তখন প্রতিকামীকে আদেশ করিলেন। প্রতিকামী দ্রৌপদীকে আনিতে গেল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ দিল। দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে রাজসভায় লইয়া আসিল। শত শত বীরপুরুষের মধ্যে অসহায়া ভারতেশ্বরী দ্রৌপদী করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, দুঃশাসনকে ভৎর্সনা করিতে ও স্বামিগণকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং কুরুবৃদ্ধগণের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন।

কেহই বিচার করিলেন না, কেবল ভীষ্ম বলিলেন—"যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মজ্ঞ কেউ নেই—তিনি ইচ্ছা ক'রেই পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—তিনি নিজে বলেছেন—তিনি পরাজিত হয়েছেন এবং যখন নীরব রয়েছেন তখন আমি আর কি বল্‌ব?"

ভীমসেন কুপিত হইয়া বলিল—"যে হাতে যুধিষ্ঠির পাশা খেলেছেন—সে হাত আজ পুড়িয়ে দেব, সহদেব, আগুন নিয়ে এস।"

অর্জ্জুন বলিলেন—"দাদা, ছি ছি, এ কথা বল্‌তে নাই, শত্রুরা ত তাই চায়, আমাদের মধ্যে বিবাদ বাধাতে পারলেই ত ওদের জিত।"

দুর্য্যোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ এইরূপ নারীপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—সভাস্থ কুরুবৃদ্ধগণকে দ্রৌপদীর আবেদনের বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া কটু বাক্য বলিতে লাগিলেন।

কেহই বিকর্ণের বাক্যে কর্ণপাত করিল না। কর্ণ কুপিত হইয়া বিকর্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং দ্রৌপদীর অধিকতর পীড়নের জন্য দুঃশাসনকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

বিদুর চীৎকার করিয়া বলিলেন—"হে সভাস্থ বৃদ্ধগণ, আপনারা বিচার করুন নতুবা আপনাদের সব তপ-জপ, ধ্যান-ধারণা সঞ্চিত পুণ্য সব নষ্ট হবে, আপনারা নরকস্থ হবেন। যে অন্যায় করে সে যেমন পাপী, যে নিবারণ করবার ক্ষমতা থাকতেও অন্যায় সহ্য করে, সেও তেমনি পাপী। আপনারা যদি বিচার না করেন, তবে দুঃশাসনও যেমন পাপী, আপনারাও তেমনি পাপী।"

বিচার কেহই করিলেন না, স্বয়ং ধর্ম্ম অলৌকিক উপায়ে দ্রৌপদীর নারী-মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

ভীমসেন বলিলেন "ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আছি তাই চুপ ক'রে আছি। দাদা যদি মুহূর্ত্তের জন্য ইঙ্গিত করেন তবে কুরুকুল ধ্বংস করতে পারি।"

ভীমসেন শপথ করিয়া দুঃশাসনের বুক চিরিয়া রক্তপানের ও দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভীমের গর্জ্জনে ধৃতরাষ্ট্রের বুক কাঁপিয়া উঠিল, এই সময় চারিদিকে যত দুর্লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইল। অশুভশংসি নানা প্রকার শব্দ কর্ণগোচর হইল।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"মহারাজ, ঐ শুনুন ভীমের প্রতিজ্ঞা, আর ঐ শুনুন গৃহপালিত জীবজন্তুর অশুভশংসি চীৎকার, বুঝ্‌তে পারছেন আপনার পরিণাম ?"

ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাইয়া তখন বলিলেন—"ওরে হতভাগা দুর্য্যোধন তুই উৎসন্ন গেলি। পাশা খেলা ক'রে রাজ্য জয় করেছিস্, করেছিস্! সভামধ্যে কুরুকুলবধূর অপমান করলি, তোর আর নিস্তার নেই।" তিনি দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"বৎসে, তুমি আমার সকল বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা—তোমার উপর আমি প্রসন্ন হয়েছি, পাপিষ্ঠগণের দ্বারা তোমার বড় লাঞ্ছনা হয়েছে—আমি অন্ধ, আমার কোন প্রভুত্ব নেই। আমি কোন প্রতিকার করতে পারি নি। তুমি আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।"

দ্রৌপদী স্বামিগণের দাসত্ব-মোচনের বর চাহিয়া লইলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যও ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুর্য্যোধন যখন হস্তিনার রাজা সে সময়ের [illegible] ও রাজধর্ম্ম বিষয়ক দুই চারিটি কথা এখানে বলা উচিত বিবেচনা করি।

পণ রাখিয়া পাশা খেলা তখনকার দিনে রাজকীয় প্রথা। ক্ষত্রিয় রাজা যুদ্ধে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না—পণে আহ্বানকেও রণে আহ্বানের মতই গণ্য করিতেন। পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া প্রথা হইতে পারে—তাহা ধর্ম্মের পদবীতে কি করিয়া উঠে বুঝা কঠিন। দ্যূতে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা অধর্ম্ম! ইহার চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে? একজন রাজা যদি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষও হ'ন, দিগ্বিজয়ী আদর্শ সম্রাটও হ'ন, কিন্তু তিনি যদি অক্ষক্রীড়ায় দক্ষ না হ'ন, তবে তিনি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন না। কারণ, যে কেহ তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া সর্ব্বস্ব জিনিয়া লইতে পারে। এস্থলে একটি কথা হইতে পারে, দ্যূতে আহ্বান করিলে পণ রাখিয়া খেলিতে হইবে ইহা রাজপ্রথা, কিন্তু রাজ্য পর্য্যন্ত পণ রাখিতে হইবে এমন কি কথা আছে? যুধিষ্ঠির খেলিতে খেলিতে মধ্য পথে থামিলেই পারিতেন। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, জ্ঞানী, মহাপুরুষও কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার আগে থামিতে পারেন নাই, তাহা অন্য কেহই পারিতেন না বলিয়া মনে হয়। কেহই পারে না, যুধিষ্ঠিরও পারিবে না, এই ভরসাতেই দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির নিজে স্বীকার করিয়াছেন—পণ রাখিয়া পাশা খেলা অধর্ম্ম ও অনর্থকর। তবু তিনি কেন খেলিলেন? যুধিষ্ঠির চিরাচরিত প্রথাপালনকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, তাহাকে নিজের বিবেকধর্ম্মের উপরেও স্থান দিতেন। এক বিদুর ছাড়া সকলেরই এই মত,—মহাভারতের এই অধ্যায় হইতে বুঝা যায়—

সেকালের রাজধর্ম্মের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পাপ ছিল বলিয়াই দুর্য্যোধনের মহাপাপে তাহা সহায় হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির তাঁহার অনুগত ভ্রাতৃগণকে পণে রাখিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ এক একটি শক্তিমান্ বিরাট্ পুরুষ—তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের ক্রীতদাস নহেন। ভ্রাতা অনুগত, বাধ্য ও বশীভূত হইলেই দাস হইয়া উঠে না, জীবন্ত সম্পত্তি হইয়া উঠে না। ভ্রাতৃগণ আপন আপন স্বাতন্ত্র্য যুধিষ্ঠিরে সমর্পণ করিতে পারেন—যুধিষ্ঠির তাহা গ্রহণ করেন কি করিয়া? ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগ সেটা ছিল না। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে পণ রাখিলেন, কুরুবৃদ্ধগণ সে পণকে ন্যায়সিদ্ধ পণ বলিয়া মনে করিলেন—কেহই বলিলেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাধ্য অনুগত হইলেই পণ্য হইয়া উঠে না অর্থাৎ সকলেরই বিশ্বাস ছিল, গৃহপতির অধীন সকলেই গৃহপতির জীবন্ত সম্পত্তি। এই ধারণা কখনও ধর্ম্মসঙ্গত নয়। নয় বলিয়াই মূর্ত্তিমান্ পাপ দুর্য্যোধন ইহার সহায়তা লাভ করিয়াছিল।

ভারতেশ্বরী হইলেও পত্নী যে জীবন্ত সম্পত্তি, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না।—জীবন্ত সম্পত্তি বলিয়াই এক পত্নীর পঞ্চস্বামী

সম্ভব হইয়াছিল।—তাই বলিয়াই তাহাকে পণে রাখা সম্ভব হইয়াছিল। দ্রৌপদীকে যে পণে রাখা চলে, সে বিষয়ে কুরুসভায় কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না—মতদ্বৈধ ছিল যুধিষ্ঠিরের আংশিক অধিকার লইয়া। দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের পত্নী ছিলেন না—তিনি কি করিয়া পত্নীকে পণে রাখেন ?

ভ্রাতৃগণ আপত্তি না করায় এ প্রশ্নের কোন সদুত্তরই মিলে নাই। যুধিষ্ঠিরের সম্পত্তি ভ্রাতৃগণ,—ভ্রাতৃগণের সম্পত্তি দ্রৌপদী। ফলে সর্ব্বস্বান্ত যুধিষ্ঠিরের কিছুই থাকিল না। সামাজিক প্রথার মধ্যে এই পাপ প্রতীক্ষা করিতেছিল, দুর্য্যোধন তাহার সহায়তা পাইল।

দ্রৌপদী যে দাসীত্ব লাভ করিল, তাহা সে-কালের প্রথা অনুসারে সঙ্গত হইল। কিন্তু তাহাকে রাজসভায় আনিয়া নির্লজ্জভাবে লাঞ্ছিত করিতে হইবে—তাহা সামাজিক প্রথার অন্তর্গত নয়, কোন দেশের কোন সমাজের ধর্ম্মের দ্বারা অনুমোদিত নয়। অথচ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজসভায়,—যে সভায় ভারতের আদর্শ বিরাট্ পুরুষগণ উপস্থিত, সেই সভায় তাঁহার চরম লাঞ্ছনা হইল। দ্রৌপদী যে পঞ্চালরাজের কন্যা—যে কন্যাকে লাভ করিবার জন্য ভারতের ক্ষত্রিয়-রাজন্যগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে স্বয়ংবর-সভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া-ছিলেন—দ্রৌপদী যে মহারাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের সহধর্ম্মিণী মহিষী—রাজসূয় যজ্ঞে যে মহিষীর অভিষেকবারি ভারতের রাজন্যগণ স্বর্ণকুম্ভে বহন করিয়াছিল—দ্রৌপদী যে কৌরববংশের কুলবধূ, যাহার গর্ভস্থ সন্তান কৌরববংশের ধুরন্ধরত্ব লাভ করিবে, এ সকল কথা এক মুহূর্ত্তের

মধ্যে কি করিয়া সকলে বিস্মৃত হইল, বুঝা কঠিন। মুখে কয়েকবার "দাসী, দাসী" বলিলেই ভারতেশ্বরীর সমস্ত গৌরব, মর্য্যাদা ও মহিমা বিলোপ পায় কি করিয়া?

এই ভারতপূজ্যা মহীয়সী মহিলার লাঞ্ছনার সহায়তা করিল কে কে? হস্তিনার মহারাজ দুর্য্যোধন, গান্ধারদেশের মহারাজ শকুনি, অঙ্গদেশের মহারাজ কর্ণ। নির্ব্বাক হইয়া দেখিলেন কে কে—কৌরববংশের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ভীষ্ম, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত—দ্রৌপদীর শ্বশুরের পিতামহ বাহ্লীক ও তৎপুত্র সোমদত্ত, শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র ও ভূরিশ্রবা, স্বামীদের গুরু কৃপ ও দ্রোণ—আর অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ। ইঁহারা ধর্ম্মহানির ভয়ে কথা কহিলেন না। ইন্দ্রতুল্য স্বামিগণ বিশ্ববিজয়িনী ক্ষমতা সত্ত্বেও সহ্য করিলেন—তাঁহারা সত্য-পাশে বন্দী। প্রতিকার করিতে না পারিলেও কেবল সহ্য করিলেন না দুইজন—বিদুর ও বিকর্ণ। কে প্রকৃত ধর্ম্ম পালন করিলেন—তাহা বিবেচ্য।

এই সমাজের মধ্যে প্রতিপালিত বলিয়াই দুর্য্যোধন ধর্ম্মদ্রোহী ও পরম দুরাত্মা হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেল। দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিল—কি ভাবে পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশ করা যায়। একটি অভিসন্ধি স্থির করিয়া সকলে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিল। দুর্য্যোধন বলিল—

"বাবা, আপনি কি সর্ব্বনাশই কর্‌লেন। শত্রুকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন। এখন আমরা যে মরি। ভীম যে আমার উরু-ভঙ্গের ও দুঃশাসনের রক্তপানের প্রতিজ্ঞা ক'রে গেল, আপনি কি মনে করেন সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করবে না? ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা বিশেষতঃ ভীমের মত ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার জিনিষ নয়। তা ছাড়া, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা আমরা করেছি, তার শোধ তারা নেবে না? দ্রৌপদী কি সহজে সন্তুষ্ট হবে? ধৃষ্টদ্যুম্ন একবার শুন্‌লে আর রক্ষা আছে? সে ত সৈন্যদল নিয়ে এলো ব'লে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ এখনো শোনে নি—সে শুন্‌লে আর রক্ষা নেই। সাত্যকি ত কৃষ্ণের আদেশে সমস্ত বৃষ্ণিভোজ ও যাদবগণকে নিয়ে এসে আমাদের ধ্বংস কর্‌বে। শুন্‌ছি নাকি—শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু আর জরাসন্ধের পুত্র সহদেব—তারাও পাণ্ডবের অনুগত, এখন উপায় কি?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিল—"তাই ত সুযোধন—তখন ত এত ভাবি নি। তোমরা যে বাড়াবাড়ি কর্‌লে, বাবা। রাজ্য নিয়ে ছেড়ে দিলেই

হ্তো—দ্রৌপদীর অপমান কেন করতে গেলে বাপু? ধর্ম্ম তার নারীমর্য্যাদা রক্ষা করলেন অলৌকিক উপায়ে। তাতেই ত ভয় পেয়ে গেলাম। এখন আর উপায় কি?"

দুর্য্যোধন বলিল—"এখনো উপায় আছে—ওদের নির্ব্বাসন দিতে পারলে আর ভয় থাকে না। ওরা নির্ব্বাসনে থাকলে সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণ বা ধৃষ্টদ্যুম্নও কিছু করবে না। আমরা ভেবে ঠিক করেছি,—ফের ওদের পাশা খেলতে ডাকা যাক। এবার অন্য পণ নয়—এবার পণ থাক্‌বে হারলে বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাস প্রকাশ পেলে পুনরায় বারো বছর বনবাস—তারপর এক বছর অজ্ঞাতবাস। যতবার অজ্ঞাতবাস প্রকাশ পাবে, তত বার বনবাস-দণ্ড ফিরে আস্‌বে। অজ্ঞাতবাস যখন করবে, তখন দেশে দেশে চর পাঠিয়ে ঠিক ধ'রে ফেল্‌ব। পাঁচ ভাই পৃথক্ ত হবে না—আর ওদের চিনে ফেলা ভারি সোজা। এই ভাবে ওদের হাত হ'তে রেহাই পাব—ঠিক করেছি।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিল—"সাধু, সাধু—এ যুক্তি বড়ই উপাদেয়। তাই কর। আবার পাশা খেলবার জন্য ওদের তবে আনাই।"

বিদুর যখন শুনিলেন আবার পাশা খেলিবার যুক্তি চলিতেছে তখন তিনি ইহার পরিণাম কি হইবে গান্ধারীকে বুঝাইয়া দিলেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"মহারাজ! একি সর্ব্বনাশের কথা শুনি—আবার পাশা খেলা! একবার পাশা খেলে দুর্য্যোধন দুঃশাসন যে কাণ্ড করেছে—তাতে লজ্জায় আর আমি মাথা তুল্‌তে পারি না। অমন

কুপুত্রের মুখ দেখ্‌ব না আর। তুমি ঐ কুলাঙ্গারটাকে বেঁধে রাখ—নয়ত ওকে নির্ব্বাসিত কর। সর্ব্বনাশ হবে! সর্ব্বনাশ হবে!"

ভীষ্মদ্রোণাদি সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র শুনিলেন না।

আবার পাশাখেলা হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন "আর পাশা খেলতে ইচ্ছা ছিল না, শুধু ধর্ম্মভয়ে ও লোকলজ্জাভয়ে খেল্‌ছি।" বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠির এবারও হারিয়া গেলেন। তারপর পণানুসারে বনবাসের জন্য যাত্রা করিলেন। যখন পাণ্ডবগণ বিদায় লইলেন, তখন দুর্য্যোধন তাহাদিগকে অতি ইতরশ্রেণীর বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভীম কুপিত হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা ভাল করিয়া শুনাইয়া গেলেন। দুর্য্যোধন বলিল—"যা যা, তোরা ফিরে এলেত প্রতিজ্ঞা রাখ্‌বি।"

পাণ্ডবগণ বনে গেলে দুর্য্যোধন নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। নারদ আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া গেলেন—"আজ হ'তে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে তুমি নির্ব্বংশ হবে।" দুর্য্যোধনের কেবলই ভয় হইতে লাগিল—যদিইবা পাণ্ডবরা সহসা বন হইতে ফিরিয়া আসে। শকুনি বুঝাইল,—"পাণ্ডবরা সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তারা কখনো সত্যভঙ্গ কর্‌বে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

দুর্ব্বুদ্ধি কর্ণ বলিল—"এক কাজ করা যাক্‌ না কেন, এখন তারা বনে অসহায় হ'য়ে আছে। কুরুসৈন্য নিয়ে তাদের মৃগয়া ক'রে আসা যাক্‌।"

কথাটা দুর্য্যোধনের মনে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ সৈন্যসজ্জার আদেশ দিল। এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া উপস্থিত। ব্যাস বলিলেন—"দুর্য্যোধন, অমন কাজ ক'রো না। ঋষিরা পাণ্ডবদের ঘিরে আছেন, সেখানে গেলে সসৈন্যে ভস্ম হ'য়ে যাবে।"

দুর্য্যোধন ভয় পাইয়া নিবৃত্ত হইল। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন—"তুমি এত বড় পাপ কি ক'রে করলে? সমগ্র ঋষিসমাজ তোমাদের উপর কুপিত হয়েছেন। তাঁরা অভিসম্পাত দিয়ে কুরুকুল এতক্ষণ ভস্ম করতেন। কিন্তু পাণ্ডবদের প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে আর যুধিষ্ঠিরের অনুরোধেই নিশ্চেষ্ট আছেন। তোমার বড় দুঃসময় উপস্থিত। যদি ইষ্ট চাও, এখনও তাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ফেল।"

ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাইয়া মিনতির সুরে বলিলেন—"মহাত্মন্, দুর্য্যোধনকে একটু বুঝিয়ে বলুন না। আমি অন্ধ, অসহায়—আমাকে ও মানে না।"

ব্যাস বলিলেন—"আমি সে হতভাগার সঙ্গে কোন কথা কইতে চাই না।—ঋষিগণের পক্ষ হ'তে মহর্ষি মৈত্রেয় আস্‌ছেন। তিনি দুর্য্যোধনকে উপদেশ দেবেন। দুর্য্যোধন শোনে ভালই, নইলে তিনি শাপ দিয়ে যাবেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কয়েক বৎসর পরে শকুনি একদিন দুর্য্যোধনকে বলিল—"দেখ দুর্য্যোধন, তুমি রাজসূয়যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য দেখে কাতর হয়েছিলে। আজ তোমার ধনসম্পত্তি পাণ্ডবদের চেয়ে ঢের বেশি হয়েছে। বড় ক্ষোভের বিষয় তারা দেখ্‌তে পেলে না। এক কাজ করা যাক্—এস আমরা ঘটা ক'রে সপরিবারে সসৈন্যে দ্বৈতবনের নিকট ঘোষপল্লীতে যাই—পাণ্ডবরা ত ঘোষপল্লীর নিকটেই রয়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয় ক'রে মহোৎসব আরম্ভ ক'রে দিই। আমাদের সমস্ত হস্তী অশ্ব রথ সব নিয়ে যাব। আমাদের ঐশ্বর্য্য দেখে পাণ্ডবরা বুক ফেটে মর্‌বে। কেমন? তা হ'লে প্রতিশোধ নেওয়া হ'বে ত?"

প্রস্তাবটা দুর্য্যোধনের মনোমত হইল। অবিলম্বে দুর্য্যোধন সপরিবারে বিপুল ধনসম্পৎ লইয়া ঘোষপল্লীতে উপস্থিত। ঐ ঘোষপল্লীর নিকটে ছিল গন্ধর্ব্বদের বিহারকানন। দুর্য্যোধনের সৈন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে গেল। যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে কৌরব-সেনা পরাজিত হইল। কর্ণ এই বিপদের সময় দুর্য্যোধনকে ফেলিয়া পলাইল। দুর্য্যোধন সপরিবারে [illegible] হাতে পড়িল। গন্ধর্ব্বগণ দুর্য্যোধন ও কুরুবধূদের বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

পাণ্ডবরা সংবাদ পাইলেন। ভীম বলিলেন "বেশ হয়েছে, সহজেই শত্রুর উচ্ছেদ হলো, ভালই হলো।" যুধিষ্ঠির বলিলেন "সেকি কথা? আমাদের কুলবধূদের ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে—আমরা চুপ ক'রে বসে থাক্‌ব? বল কি ভীম—যাও তোমরা এক্ষণি গিয়ে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এস।" কি করেন, ভীমার্জ্জুন গেলেন। গন্ধর্ব্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন—গন্ধর্ব্বগণ পরাজিত হইল। অর্জ্জুন দেখিলেন গন্ধর্ব্বদের নেতা—তাঁহারই বন্ধু চিত্রসেন।

চিত্রসেন বলিল—"বন্ধু, তোমাদের ইষ্টসাধন করতে এসেছিলাম, তোমরাই কর্‌লে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ। একি ব্যাপার! তোমাদের পরম শত্রুকে বাঁচাতে এসেছ? ও যে অনেক দুঃখ দেবে ভাই।"

অর্জ্জুন বলিলেন—"দাদার আদেশ।" তখন সপরিবার দুর্য্যোধনকে লইয়া চিত্রসেন যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলেন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ভাই সুযোধন, বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি গৃহে ফিরে যাও। ভবিষ্যতে কোন দিন এ রকম দুঃসাহসের কাজ আর ক'রো না।"

দুর্য্যোধন একটিও কথা কহিল না, মুখ তুলিয়া চাহিলও না—নতমস্তকে ধীরে ধীরে কুরুবধূদের সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন কর্ণ ফিরিয়া আসিতেছে। কর্ণ বলিলেন—"এই যে মহারাজ, আপনি একাই শত্রু জয় ক'রে ফিরে আস্‌ছেন। ধন্য আপনার বাহুবল।" দুর্য্যোধনের লজ্জার অবধি থাকিল না।

দুর্যোধন সত্য যাহা ঘটিয়াছে তাহাই বলিল। কর্ণ তাহাতে বড় লজ্জিত হইল।

দুর্যোধন তখন বলিল—"বন্ধু, আর আমি হস্তিনায় ফিরব না—এ মুখ আর সেখানে দেখাব না। ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার বাহুবলে—ধিক্ আমার রাজত্বে! জীবনে এত বড় অপমান কখনো হয় নি। আমি অনাহারব্রত অবলম্বন ক'রে এইখানেই প্রাণ ত্যাগ করব। ভাই কর্ণ, তুমি গিয়ে আমার কথা পিতামাতাকে ব'লো। দুঃশাসনকে রাজা ক'রে রাজ্য পালন কর গিয়ে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, পিতামাতা ও কুরুবৃদ্ধগণকে আমার প্রণাম দিও। তাঁদের বলো—পাপাত্মা কুলাঙ্গার দুর্যোধন আর ফিরবে না। মহামতি বিদুরকে ব'লো—যার জন্য জীবনে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না, যাকে ত্যাগ করবার জন্য অনবরত পিতাকে উপদেশ দিতেন, সে হতভাগা আর ফিরবে না।"

এই বলিয়া দুর্যোধন কর্ণ ও দুঃশাসনকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কর্ণ কত বুঝাইল, বলিল—"আমি তোমার জন্য পৃথিবী জয় কর্‌ব—পাণ্ডবদের আমি বধ কর্‌ব, প্রতিজ্ঞা করছি—আমি দিগ্বিজয় ক'রে ভারতের সমস্ত নৃপতিকে বশীভূত করব, তোমাকে দিয়ে রাজসূয় করাব, চল ভাই বাড়ী চল।" কর্ণ নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিল।

দুর্যোধন শুনিল না, দুঃশাসন পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—"দাদা, আমিও তোমার সঙ্গে তবে প্রাণ ত্যাগ কর্‌ব। কুরুবধূগণ

সাধ্যসাধনা করিল, কিছুতেই কিছু হইল না। তখন কর্ণ দুঃশাসন দুই জনেই বলিল, আমরাও এই খানে থাকব, কিছুতেই ফিরব না। আমাদেরও রাজ্যসুখের—এমন কি জীবন-ধারণেরও প্রয়োজন নেই।"

এই ভাবে কয় দিন কাটিল। দানবগণ দেখিল দুর্য্যোধন মরিলে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ আর হয় না, তাহাদের মনস্কামনাও পরিপূর্ণ হয় না। তাহারা অলৌকিক মূর্ত্তি ধরিয়া দুর্য্যোধনের নিকট আসিয়া বলিল "কুরুরাজ, জড়তা ও দৈন্য ত্যাগ কর। তোমার লজ্জা দূর হবে। তুমি জয়লাভ করবে, পাণ্ডবরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তুমি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হয়েই থাকবে। মাভৈঃ! যাও গৃহে ফিরে যাও। তুমি সামান্য মনুষ্য নও—তুমি স্বর্গীয় মহাপুরুষ। ভগদত্ত, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কর্ণ তোমার সমস্ত শত্রু নির্ম্মূল করবে। আত্মহত্যায় নরক হয়, আত্মহত্যা করো না।"

দুর্য্যোধন দানবদের এই স্তোক-বাক্যকে দেবতার প্রত্যাদেশ মনে করিয়া অনশন-ব্রত ত্যাগ করিল।

খুব সম্ভব—দুর্য্যোধন অনশনে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক আত্মকথা চিন্তা করিতে করিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ইহা স্বপ্নই হউক, আর প্রত্যাদেশই হউক, আর মায়াই হউক, ইহাতে তাহার ধ্রুব ধারণা হইয়াছিল—তাহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সম্ভবতঃ এই ভ্রান্ত ধারণার বশেই সে পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি করিতে চাহে নাই। দুর্য্যোধন প্রত্যাদেশের কথা গোপন রাখিল। প্রভাতে কর্ণ আসিয়া অনুরোধ করিবামাত্র দুর্য্যোধন গৃহে ফিরিতে স্বীকৃত হইল।

এই ব্যাপারটিতে দুর্য্যোধনের চরিত্রের অন্য এক দিক ফুটিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুর্য্যোধন একটি হিংসক কাপুরুষ ছাড়া কিছুই নয়। ঘোষযাত্রার অপমানে তাহার মনে যে ধিক্কার জন্মিল এবং আত্মগ্লানিতে যে প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল—তাহাই আত্মাভিমানী কুরুরাজের চরিত্রে নৈতিক শৌর্য্যের সামান্য পরিচয় প্রদান করে। দুর্য্যোধন যে একেবারে নির্লজ্জ কাপুরুষ নয়, তাহারই প্রমাণ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

দুর্য্যোধন ফিরিয়া আসিলে ভীষ্ম বলিলেন—"বৎস সুযোধন, তুমি যখন ঘোষ-যাত্রা কর, তখনি আমি নিষেধ করেছিলাম—তুমি তা শোন' নি। কর্ণের প্ররোচনায় তুমি এই নির্ব্বোধের মত কার্য্যটি করলে। সে পাষণ্ড চিত্রসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পেরে তোমাকে ফেলে পালালো আর তুমি কুরুকুলবধূদের সঙ্গে গন্ধর্ব্বদের হাতে ধরা পড়লে। অর্জ্জুন তোমাকে মুক্ত ক'রে তোমার মান রক্ষা করলেন। ভীম তোমাকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। তুমি তাদের পত্নীকে রাজ-সভার মধ্যে অতি নির্লজ্জ ভাবে লাঞ্ছিত করেছিলে, আর তার প্রতিদানস্বরূপ তারা কি করলে?—তোমাদের বধূগণকে যে তোমার শত্রুর হাত হ'তে রক্ষা করলে! এর পরও আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাও? আর ঐ পাপমতি ক্রূর সূতপুত্রটার সঙ্গে মৈত্রী রাখ্‌তে চাও?—যাও—তোমার কিছুমাত্র লজ্জা থাকে ত—তোমার দেহে মানুষের চামড়া থাকে ত পাণ্ডবদের সঙ্গে এক্ষণি সন্ধি কর।" দুর্য্যোধনের নিকট এই বাক্য প্রীতিকর হইল না।

দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত পরামর্শ করিতে গেল। কর্ণ বলিল—"ঐ বৃদ্ধ ভীষ্ম তোমার পরম শত্রু—ওকে ত্যাগ কর। ভীষ্ম কেবল পাণ্ডবদের সুখ্যাতি করে, আর তোমাকে ঘৃণা করে। আমি ঐ

জরদ্গব বৃদ্ধটাকে দেখাতে চাই, আমি একা কি করতে পারি। পাণ্ডবরা চারজনে দিগ্বিজয় করেছিল, আমি একাই দিগ্বিজয় কর্‌ব এবং রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে তোমাকে সার্ব্বভৌম সম্রাট কর্‌ব। প্রতিজ্ঞা করছি, একাই পাণ্ডবদের নিধন কর্‌ব!"

কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইল।

কিছুকাল পরে সত্য সত্যই দিগ্বিজয় করিয়াই সে ফিরিল—এমন কি দ্রুপদ রাজার নিকট হইতেও রাজস্ব আদায় করিয়া আনিল। দুর্য্যোধন বলিল, "এইবার রাজসূয় যজ্ঞ করা যাক্।" কিন্তু কুল-পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির বেঁচে থাক্‌তে এ কুলে আর রাজসূয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত রয়েছেন, রাজসূয় কি ক'রে হয়? রাজসূয়ের প্রায় সমকক্ষ হচ্ছে বৈষ্ণব যজ্ঞ। আপনি বৈষ্ণব যজ্ঞ করুন। আপনার বশীভূত রাজারা সোণার লাঙ্গল দিয়ে যজ্ঞভূমি কর্ষণ ক'রে দেবে। সেই যজ্ঞভূমিতে এই মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হবে।"

যথাসময়ে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। পাণ্ডবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ভীমসেন দূতের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর সত্য ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যে কৌরবমেধ যজ্ঞ করবেন, সেই যজ্ঞে আমি গদা হস্তে উপস্থিত হ'ব,—দূত তুমি, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনকে এই কথা বল্‌বে।"

দিগ্বিজয় করিয়া কর্ণ ঘোষ-যাত্রার পরাজয়-কলঙ্ক ক্ষালন করিল। বৈষ্ণবযজ্ঞের দ্বারা সে দুর্য্যোধনের আত্মগ্লানি দূর করিল এবং ভীষ্মকৃত

দুর্ব্বাসা বলিল—আচ্ছা, তোমার প্রীতির জন্য তাহাই করিব

অপমানেরও শোধ দিল। দুর্য্যোধন কর্ণের বলবিক্রমের পরিচয় পাইয়া আশ্বস্ত হইল—তাহার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়া গেল, কর্ণ সহায় থাকিলে জয় সুনিশ্চিত। পৃথিবীতে কর্ণের তুল্য বীর নাই। দুর্য্যোধনের এ ধারণা অসঙ্গত নয়।

কিছুদিন পরে একদিন দুর্ব্বাসা সশিষ্যে হস্তিনাপুরীতে অতিথি হইলেন। দুর্য্যোধন প্রবল ব্যক্তিদের উপাসনা করিতে কোন' দিন ত্রুটী করিত না, পরাক্রান্ত রাজাদিগকে তোষামোদ করিয়া তুষ্ট রাখিত—উগ্রতপা ঋষিগণ অতিথি হইলে নিজে ভৃত্যের মত সেবা করিত—তাঁহারা যেন অভিশাপ না দেন, সে-দিকে তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল—বরং তাঁহাদের নিকট একটা কোন বর আদায় করিয়া লইবার উদ্দেশ্যই মনে জাগরূক থাকিত। দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিবার ছলনা খুঁজিতেছিলেন, নানা ভাবে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—কিছুতেই দুর্য্যোধনের সেবার বা আতিথ্যের ত্রুটী ধরিতে পারিলেন না, শেষে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—"দুর্য্যোধন, বল তোমার প্রীতিকর কার্য্য কি কর্‌ব ?"

নির্লজ্জ দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির উপদেশে বলিল—"হে মহাত্মন্! আপনি যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন—তবে আপনাকে একটি কাজ কর্‌তে হবে। এখানে যেমন অতিথি হ'লেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের কুটীরে কাম্যক বনে তেমনি একদিন আপনাকে আতিথ্য গ্রহণ কর্‌তে হবে। রাত্রি দশদণ্ডের পর যখন পাণ্ডবরা ভোজন সমাপনান্তে শায়িত থাক্‌বে—দ্রৌপদীর রন্ধনশালার অগ্নি

নির্ব্বাপিত হবে, তখনই গিয়ে আপনাকে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে এ-ছাড়া আমার অন্য নিবেদন নেই।”

দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া হাস্য করিয়া, “আচ্ছা, তোমার প্রীতির জন্য তাই করব” বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ঋষি চলিয়া গেলে কর্ণ বলিল—“বন্ধু, এইবার দুর্ব্বাসার শাপানলে তোমার শত্রু নির্ম্মূল হবে। কোন ক্লেশ স্বীকার করতে হলো না—ভালই হলো।”

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে দুর্ব্বাসার কোপ হইতে পাণ্ডবরা অব্যাহতি পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সখীর মান আর একবার রাখিলেন।

কিছুকাল পরে জয়দ্রথ (দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি) দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিতে গিয়া ভীমসেনের হস্তে লাঞ্ছিত হইল। এই কার্য্যটি দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে মহাভারত নীরব। তবে শ্যালকের প্রীতির জন্যই হয়ত জয়দ্রথ এই কাজ করিতে গিয়াছিল। জয়দ্রথ লাঞ্ছিত হইয়া তপস্যা দ্বারা শিবের উপাসনা করেন। শিব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বরদান করেন,—“তুমি এক দিনের জন্য অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য পাণ্ডবদের পরাজিত করতে পারবে।” এই বরটিতে দুর্য্যোধনের বড় উপকার হইয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বাদশবর্ষ বনবাসের পর পাণ্ডবগণ বিরাট-নগরে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন চারিদিকে বহু সহস্র গুপ্তচর প্রেরণ করিল। কোন প্রকারে অজ্ঞাতবাস প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে আবার দ্বাদশবর্ষ বনবাস করিতে হইবে। চারিদিক হইতে চরগণ আসিয়া নিবেদন করিল—"মহারাজ, কোথাও পাণ্ডবদের সন্ধান ত পাওয়া গেল না।"

দুর্য্যোধন বলিল—"কি সর্ব্বনাশ! আর বেশি দিন নেই, কোন প্রকারে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ কাটালেই 'রাজ্যার্দ্ধং দেহি' ব'লে ভীমসেন গদা ঘুরিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে, তখন উপায় কি হবে?"

কর্ণ বলিল—"এক লক্ষ চর দেশবিদেশে পাঠানো হোক্, হতাশ হ'বার কারণ নেই। কোথায় লুকাবে? সমস্ত দেশকে তোলপাড় করে ফেলা যাক্।"

দুঃশাসন বলিল—"দাদা, তারা কি আর বেঁচে আছে যে চরেরা খোঁজ ক'রে বার করবে। বেঁচে থাক্‌লে ধরা পড়তই।"

দ্রোণ বলিলেন—"তুমি নির্ব্বোধ কিনা তাই ভাব্‌ছ পাণ্ডবরা মরে গেছে। পাণ্ডব সহজে মর্‌বে না। বিশেষতঃ অর্জ্জুন বেঁচে থাক্‌তে পাণ্ডবদের কোন ভয় নেই। অর্জ্জুনকে প্রায় অমর বল্লেই হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদের ভাল ক'রে চেনে—তাদের দেশে দেশে পাঠাও। অন্য চরের কর্ম্ম নয়। ব্রাহ্মণরাই এ কার্য্যে কুশল।"

ভীষ্ম বলিলেন—“দেখ সুযোধন, পাণ্ডবগণ পরম ধার্ম্মিক, ত্যাগী, ক্রিয়ারত, সত্যনিষ্ঠ ও ব্রতপরায়ণ। তারা যে দেশে বাস কর্‌ছে সে দেশের রাজা রাজর্ষি হ’য়ে উঠেছেন, সে দেশে আর অকালমৃত্যু নেই, সে দেশে নৈসর্গিক বিপৎপাত হচ্ছে না, সে দেশে আর রোগ বালাই নেই—দুর্ভিক্ষ নেই—অনাবৃষ্টি নেই, সে দেশ ধনধান্যে সমৃদ্ধ হ’য়ে উঠেছে—সে দেশের চতুর্ব্বর্ণ স্ব স্ব ক্রিয়ায় অবহিত হয়েছে। পাণ্ডবগণের পুণ্যে তাদের অধ্যুষিত দেশ নিশ্চয়ই আদর্শ জনপদ হয়ে উঠেছে। কোন্ দেশে সহসা এই পরিবর্ত্তন হয়েছে তারই খোঁজ কর তা’হলেই অজ্ঞাতবাস প্রকাশ হয়ে পড়’বে।”

কৃপ বলিলেন—“ভীষ্ম যা বল্লেন আমারও তাই মত। তাদের খোঁজ যদি না-ই পাওয়া যায় তা হলে কি কর্ত্তব্য, তাও ভাব্‌বার বিষয়। সামান্য শত্রুকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। তারা প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হ’লেই যুদ্ধে অগ্রসর হবে। কাজেই আগে হ’তে কোষাগার পরিপূর্ণ কর, সৈন্যবল বৃদ্ধি কর—অর্থ ব্যয় ক’রে সকলকে বশীভূত কর—অন্যান্য নৃপতিদের সহিত মৈত্রী স্থাপন কর। সেবা, চাটুবাদ ও ভেট উপহারাদি দানে প্রবল ব্যক্তিগণকে পরিতুষ্ট কর, নানা প্রলোভনে পাণ্ডবমিত্রগণকে বশীভূত কর। চারিদিকে চরও প্রেরণ কর, আবার ঘরও সামলাও।”

কুরুপাণ্ডবের গুরুশ্রেণীর লোকগুলির এই সকল মন্ত্রণা আলোচনা করিলে দেখা যায়—ইঁহারা পাণ্ডবগণকে মহাধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, ব্রতপরায়ণ আদর্শ পুরুষ বলিয়াই স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের

প্রতি ইঁহাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু দুর্য্যোধন ইঁহাদের স্নেহের পাত্র। সম্ভবতঃ দুর্য্যোধন বহু ধনরত্ন দানে এবং অনবরত তোষামোদ করিয়া ইঁহাদিগকে তুষ্ট রাখিয়াছিল। ইঁহারা এক এক জন বিরাট পুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু মহাপুরুষ নহেন। মহাপুরুষ হইলে কিছুতেই অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনকে প্রশ্রয় দিতেন না। ইঁহারা কুরুরাজবংশের কর্ম্মচারী মাত্র, দুর্য্যোধন ভ্রান্তিবশে ও হিংসাবশে যাহাদিগকে শত্রু মনে করিত—ইঁহারাও তাহাদিগকে শত্রুই মনে করিতেছেন। পাণ্ডবের লাঞ্ছনা যাহাতে বাড়ে, যাহাতে তাহারা রাজ্যচ্যুত হইয়া পথে পথে ঘুরে, সেই বিষয়েই ইঁহাদের মন্ত্রণা।

সভায় ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—"চরমুখে শুন্‌লাম বিরাটরাজের প্রধান সহায় কীচক নিহত। কীচকের সহায়তায় বিরাটরাজ আমার রাজ্য কয়েক বার আক্রমণ ক'রে আমাকে হীনবল করেছে। প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এখন এসেছে। আমি প্রস্তাব করি, ত্রিগর্ত্তসেনা ও কুরুসেনা একত্র মিলিয়ে আমরা বিরাটরাজ্য আক্রমণ করি। শুনেছি তার ধন-সম্পত্তি অনন্ত—বিশেষতঃ তার মত গোধন ভারতের কোন রাজার নেই। তার রাজ্য আক্রমণ ক'রে আপনারা বহু ধন-সম্পত্তি ও গোধন পাবেন। তাকে বশীভূত ক'রে তার রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করা যাক্। বিরাট আমার ধন-সম্পত্তি অনেক হরণ করেছে—তারও পুনরুদ্ধার করা যাক্।"

এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। কৌরব ও ত্রিগর্ত্তসেনাকে

দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সকলে বিরাটপুরীর গোধন হরণ করিতে গেলেন। সুশর্ম্মা একদিকে আক্রমণ করিল, বিরাট-রাজকে পরাজিত করিয়া বন্দীও করিল। কিন্তু পাণ্ডবগণ বিরাট-পুরে ছদ্মবেশে বাস করিতেছিলেন। ভীমসেন সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া বিরাটকে বাঁচাইলেন। অপর দিকে কৌরবসেনা সহজেই গোধন হরণ করিয়া পলাইতেছিল। সকলেই সুশর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত। কে আর বাধা দিবে? উত্তরের উপর পুরীরক্ষার ভার ছিল। দ্রৌপদীর উত্তেজনায় বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উত্তরকেই যাইতে হইল। পথেই সন্ত্রস্ত উত্তরের কাছে অর্জ্জুনকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল।

এদিকে দ্রোণ বুঝিতে পারিলেন, অর্জ্জুন যুদ্ধে আসিয়াছেন। দুর্য্যোধন সে কথা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া বলিল—"ভালই হলো, অজ্ঞাতবাস প্রকাশ হ'য়ে পড়ল, এখন বীরপুঙ্গবদের আবার বারো বছর বনবাস কর্‌তে হবে।" তখন কৌরবদলে ভারি একটা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। ভীষ্ম কিন্তু তাহাদের স্বপ্নভঙ্গ করিয়া দিলেন। ভীষ্ম বলিলেন—"পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হয়ে গেছে।"

অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অর্জ্জুন সম্মোহন অস্ত্রে সকলের সংজ্ঞা হরণ করিলেন। তখন অর্জ্জুন অনায়াসে ভীষ্ম ছাড়া সকলের

মস্তকচ্ছেদন করিতে পারিতেন, বিশেষতঃ দুর্য্যোধনকে বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু অর্জ্জুন ত কাপুরুষ, হীনচেতা, নীচাশয় নহেন। তিনি প্রকৃত বীর। তিনি মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে বধ করিলেন না, দুর্য্যোধনকে ক্ষমাই করিলেন।—কেবল উহাদের মস্তকের উষ্ণীষ হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। সেই উষ্ণীষগুলিতে বিরাট-কন্যা উত্তরার পুতুলের সজ্জা হইল।

পাণ্ডবগণ বিরাট রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উত্তরার সহিত অভিমন্যুর পরিণয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্ণিবীরগণ, পুত্র-পৌত্রসহ দ্রুপদ, কাশীরাজ, ধৃষ্টকেতু ইত্যাদি আত্মীয়গণ সকলেই বিরাট রাজ্যের উপপ্লব্যনগরে সমবেত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাধিকারের কথা উঠিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, ভীমসেন ও দ্রৌপদী রণাভিযান করিয়া রাজ্য-জয়ের জন্য যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বাকী সকলে বলিলেন—"রাজ্যার্দ্ধ চাহিয়া দেখা যাক্—না দেয় ত তখন যুদ্ধ করা যাবে।" সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্নাদির অভিমত—''রাজ্যার্দ্ধ পাওয়াটাই বড় কথা নয়—দ্রৌপদীর অপমানের ও ধর্ম্মরাজের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেওয়াটাই বড় কথা—কাজেই রাজ্যার্দ্ধ না চেয়ে একেবারে যুদ্ধযাত্রা করা যাক্।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুধিষ্ঠির শান্তিপ্রিয় ধর্ম্মসর্ব্বস্ব লোক—তিনি রাজ্যার্দ্ধও চাহেন না, প্রতিহিংসাও চাহেন না, শান্তিতে কোথাও গিয়া বাস করিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ বরং বলিলেন—"সে কি কথা? রাজ্যার্দ্ধ ত চাই-ই। আপনি না হয় রাজ্য চান না—আপনার ভাইরা যে বনে বনে এতদিন আপনার সেবা ক'রে ঘুর্‌ল—তাদের ক্ষোভ মিট্‌বে কিসে? রাজ্যার্দ্ধ নিশ্চয়-ই চাই।

শেষে পঞ্চালরাজ্যের কুলপুরোহিতকে হস্তিনায় দূতস্বরূপ প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইল।

পুরোহিত ঠাকুর পাণ্ডবদের পক্ষ হইতে দুর্য্যোধনের নিকট রাজ্যার্দ্ধ প্রার্থনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তদুত্তরে সঞ্জয়কে বিরাটপুরে দূত করিয়া পাঠাইলেন। দৌত্য বিনিময়ে একরূপ স্থিরই হইল, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, পাণ্ডবরা রাজ্যার্দ্ধ পাইবেন। এই মীমাংসা কিন্তু দুর্য্যোধনের রুচিকর হইল না।

দুর্য্যোধন বলিল—"বাবা, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? পাণ্ডবরা যুদ্ধ কর্‌ব না মুখে বল্‌ছে—কিন্তু সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ ক'রে ফেলেছে, কাজেই আমাদিগকেও যুদ্ধ-সজ্জা কর্‌তে হয়েছে। আমি স্বীকার করি,—প্রজাগণ আমার উপর বিরক্ত হবে, অনেক

ভূপতি আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ —এঁরা যখন যুদ্ধে প্রস্তুত আছেন, তখন ভয় কি ? ওরা পাঁচ ভাই, আমরা একশো ভাই। বৈবাহিক সূত্রে এই একশো ভাইয়ের আত্মীয় রাজা ত আমার কম নয়। তারপর এই কয় বছরে প্রভুত অর্থ সংগ্রহ করেছি—এই অর্থের সদ্ব্যয় ক'রে আমি দেশের সকল বীরকেই বশীভূত ক'রে ফেল্‌ব।

"এক ভীমসেনকে আপনি ভয় করেন, কিন্তু আপনি স্নেহবশতঃ জানেন না—আমি ভীমসেনকে বধ কর্‌তে সমর্থ। গদা-যুদ্ধে আমি বলদেবের শিষ্য। তিনি বলেছেন—গদাযুদ্ধে আমার সমকক্ষ পৃথিবীতে কেউ নেই। আমার বড় ইচ্ছা রণস্থলে ভীমকে গদাযুদ্ধে আহ্বান ক'রে বধ করি। পিতামহের ইচ্ছামৃত্যু বর আছে, তা জানেন, অতএব তাঁকে কেউ বধ কর্‌তে পারবে না, আর তাঁর পরাক্রমের কথা আপনার অবিদিত নেই। দ্রোণগুরুর কাছেই অর্জ্জুনের শিক্ষা, অর্জ্জুন দ্রোণকে কিছুতেই পরাস্ত কর্‌তে পারবে না। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের সমকক্ষ। শস্ত্রাঘাতে অশ্বত্থামার মৃত্যু হ'তে পারে না। কৃপও আমাদের গুরু—তাঁর শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হ'তে পারে না, এ-কথা আপনি জানেন। কর্ণ একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপের সমান। সে দিগ্বিজয়ী বীর। তার কথা আর কি বল্‌ব ? তারপর ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, সুশর্ম্মা ইত্যাদি মহা-মহাবীর রয়েছেন। তারপর এর মধ্যেই আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ হ'য়ে গেছে। তবে আর কিসের ভয় ?"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"দেখ দুর্য্যোধন, আমি একাই তোমাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হ'তে বল্‌ছি না—আমি প্রবীণ বীরগণের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছি। বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, বিদুর, সোমদত্ত, শল্য, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি সকল সহায়ই আমার সঙ্গে একমত। সকলেই বল্‌ছেন—পাণ্ডবদের রাজ্যার্দ্ধ দিয়া সন্ধি কর্‌তে। তবে তুমি কার ভরসায় যুদ্ধ কর্‌তে চলেছ ?"

দুর্য্যোধন বলিল—"আমি ভীষ্ম, দ্রোণ বা ভূরিশ্রবার ভরসা ক'রে যুদ্ধ কর্‌তে যাচ্ছি না। কর্ণ আর দুঃশাসন সহায় থাক্‌লেই আমি পাণ্ডবকুল ধ্বংস কর্‌তে পারব। কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ কর্‌বে, আমি ভীমকে—বাকী তিনজনকে দুঃশাসন আর মাতুল অনায়াসেই বধ কর্‌তে পারবে। বাকীর জন্য আমি ভাবি-ই না। আমার প্রতিজ্ঞা, হয় পৃথিবী নিষ্পাণ্ডব হ'বে, নয় নিষ্কৌরব হ'বে। সূচ্যগ্র মেদিনীও আমি পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না।"

ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরের পানে ফিরিয়া বলিলেন—"ভাই বিদুর, আজ আমি এই দুর্য্যোধনকে ত্যাগ কর্‌লাম। এর জন্য আর আমার কোন দুঃখ নেই। দুঃখ এই যে বাকীগুলো এর বুদ্ধিতে ভ্রান্ত হ'য়ে এর অনুগামী হবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি—বীরবর সাত্যকি একাই সমস্ত কৌরব সেনা ধ্বংস করেছে আর দেখ্‌ছি ভীমের গদাঘাতে কৌরবগণ ভূতলশায়ী। যখন ভীমের গদাঘাত বজ্রের মত মাথায় পড়বে—তখন আমার কথা স্মরণ কর্‌বে।"

এই কথার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে আবার পাণ্ডবগণের বলাবলের

কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সঞ্জয় কৃষ্ণার্জ্জুনের কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া আবার দুর্য্যোধনকে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"বাবা সুযোধন, আমার কথাটা বুঝে দেখ, বাবা। জান ত বাপের প্রাণ ছেলের জন্য কত ব্যাকুল হয়। সকল বাপই সমান। নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুঃশাসনের বাপ বলে ত পাষাণ হ'তে পারি না। পাণ্ডবগণ তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি বলশালী। বিশেষতঃ তারা দেবতার সন্তান। আমার মনে হচ্ছে দেবতারাই এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণের পক্ষে যুদ্ধ কর্‌বেন। সাধে আমি যুদ্ধ কর্‌তে চাই না।"

দুর্য্যোধন বলিল—"মিছে ভয় কর্‌ছেন বাবা! দেবতারা কখনো কাম-ক্রোধ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হ'ন না—তাঁরা কুপিত হতে পারেন না। তাঁরা রোষাদির বশীভূত ন'ন বলেই ত তাঁরা দেবতা। নইলে মানুষে দেবতায় কোন তফাৎ থাক্‌ত না। তাঁদের যদি অনুরাগ অথবা রাগ থাক্‌ত তা হ'লে পাণ্ডবগণ ১৩ বৎসর বনে বনে কষ্ট পেত না।

"তারপর আমিও নিত্য হোমাদি ক'রে বৈশ্বানর ও অন্যান্য দেবতা-গণকে তুষ্ট রেখেছি। আমিও অনেক দেবতার প্রসাদ ও অনুগ্রহ লাভ করেছি, তদ্দ্বারা আমিও অনেক অলৌকিক কাণ্ড কর্‌তে পারি। আমার রাজ্যে দেখুন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি দৈব উৎপাত নেই। দেখুন ইন্দ্রদেব সু-সময়ে বারি-বর্ষণ করেন। আদিত্য, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি দেবতারা আমার রাজ্যের কোন অনিষ্টই করেন না—আজ বহু বৎসর ধ'রে আমি পাণ্ডবদের নির্য্যাতন ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু

আমার ভ্রাতাদের বা আমার রাজ্যের কোন অনিষ্টই দেবতারা ত করেন নি। আমার মনে হয় দেবতারা আমার প্রতি প্রসন্ন। আমি অপরের শুভ হোক্ অশুভ হোক্ যে চিন্তাই করি না কেন—আমার কখনো কোন অনিষ্টই হয় না। আমার বাক্য কখনো অন্যথা হয় না। আত্মশ্লাঘা করা আমার অভ্যাস নয়, কেবল আপনাকে আশ্বাসিত কর্‌বার জন্যই এ সকল কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

"আমার বুদ্ধি, তেজ, বীর্য্য, বিদ্যা ও কৌশলজ্ঞান পাণ্ডবদের চেয়ে ঢের বেশি—পিতামহ, গুরুদ্বয়, শল্য ও শল যে সকল অস্ত্রবিদ্যা জানেন আমি তার সবই জানি।"

কর্ণ সাহস পাইয়া উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, আমি ভগবান্ পরশুরামকে তুষ্ট ক'রে ব্রহ্মময় অস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছিলাম, তারপর কোন কারণে তিনি আমাকে অভিশাপ দেন,—'অন্তকালে তোর ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্রাদি মনে থাক্‌বে না।'—এই ভাবে অভিশপ্ত হ'য়ে আমি শুশ্রূষা ও পৌরুষের সাহায্যে তাঁকে প্রসন্ন কর্‌লাম। সেই প্রসাদ নিশ্চয়ই ফলবান্ হয়েছে। আমার সমস্ত মন্ত্রাদিই যখন মনে রয়েছে তখন আমার অন্তকাল উপস্থিত নিশ্চয়ই হয় নি। আমি অর্জ্জুনকে নিশ্চয়ই বিনাশ কর্‌ব, বাকী পাণ্ডবগণের ভারও আমার উপরেই থাকুল।"

ভীষ্ম কর্ণের এই আত্মাহঙ্কারে কুপিত হইয়া বলিলেন—"ওহে মূঢ় দাম্ভিক সূতপুত্র, বাসুদেব ও অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে যখন তোমার সম্মুখীন হবেন, তখন তোমার অন্তকাল উপস্থিত হবে—তখন

তোমার ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্র মনে থাকবে না—এখন হ'তে স্মৃতিভ্রংশ কেন হবে? আর ইন্দ্র তোমাকে যে একাঘ্নী দিয়েছেন—চক্রীর চক্রে তা বিফল হয়ে যাবে। বাসুদেব যে অর্জ্জুনের রক্ষক সে অর্জ্জুনের আবার ভয় কি রে, মূঢ়!"

কর্ণ এই কথায় রুষ্ট হইয়া বলিল—"পিতামহ, আপনার কথা বড় রূঢ়। আমি এই অস্ত্র ত্যাগ করলাম—আপনার মৃত্যু না হ'লে আমি অস্ত্র ধারণ করব না।" কর্ণ এই বলিয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ভীষ্ম বলিলেন—"দেখ দুর্য্যোধন,—যেদিন প্রকাশ হয়ে পড়েছে, ঐ কর্ণ আপনার জন্ম-পরিচয় গোপন ক'রে গুরুর নিকট অস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করেছে, সে দিনই ব্রহ্মশাপে ওর জারিজুরি ভেঙ্গে গেছে। যাক্ ও নরাধম। আমি একাই প্রতিদিন অযুত যোদ্ধা সংহার করব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্য্যোধন বলিল—"পিতামহ, আপনি কেবল অর্জ্জুনের প্রশংসাই করেন। আমি বলি সেও মানুষ—আমরাও মানুষ, কোন বিষয়েই আমরা তাদের চেয়ে হীন নই। আর শ্রীকৃষ্ণও অজেয় ন'ন। জরাসন্ধের ভয়ে তাঁকে মথুরা ছেড়ে পালাতে হয়েছিল,—কতদিন ধ'রে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে লুকিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। শিশুপাল ও শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে বহু কষ্ট দিয়েছে—সহজে একটা কিছু কর্‌বার ক্ষমতা তাঁরও নেই। আমি কারো উপর নির্ভর ক'রে যুদ্ধোদ্যম কর্‌ছি না। কর্ণ আর দুঃশাসন সহায় থাক্‌লেই আমি জয়ী হব—বাসুদেবের গর্ব্বও চূর্ণ কর্‌ব।"

বিদুর অনেক তত্ত্বোপদেশ দিয়া শেষে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"দুর্য্যোধন, কর্ণ-দুঃশাসনের সাহায্য পেলেই পাণ্ডবকুল ধ্বংস কর্‌বে এই কথা বার বার বলছে। শুধু কর্ণ দুঃশাসন কেন অনেক সহায় সঙ্গে ক'রেই ত দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে দেখেছে—সে ত সে-দিনের কথা। সেটা সে কি করে ভুল্‌ল? সে বিরাটের গোধন হরণ কর্‌তে গিয়েছিল। দুর্য্যোধনের সঙ্গে ছিলেন ভীষ্ম দ্রোণাদি বহু বহু বীর। সকলের কি দুর্দ্দশা হয়েছিল জান্‌তে ত বাকী নেই। স্বয়ংবর-সভায় ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে একবার ঐ ত্রিমূর্ত্তির একটা যুদ্ধ বেধেছিল, তার ফল কি হয়েছিল? চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব কর্ণকে পরাজিত

ক'রে দুর্য্যোধনকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। সেই চিত্রসেনকে অর্জ্জুন অক্লেশে পরাজিত ক'রে দুর্য্যোধনকে বাঁচিয়ে দিল। ঐ চিত্রসেন অর্জ্জুনের বন্ধু, সেও ত যুদ্ধে আস্‌বে তখন কি হবে? যাক্‌ ওসব বাজে কথা।

"এখন প্রধান কথা হচ্ছে—যুদ্ধের ফল সাধারণতঃ কি হয়? যে পক্ষ পরাজিত হয় সে পক্ষ ধ্বংস পায়—আর যে পক্ষ জয়ী হয় তার বুঝি কোন ক্ষতি হয় না? দুর্য্যোধন যদি জয়ীও হয়—তবে দুর্য্যোধনের পক্ষের সবাই যাবেন, থাক্‌বেন ঐ একা দুর্য্যোধন আর দুই একজন রথী। এ জয়ে দুর্য্যোধনের কি লাভ হবে—মহারাজেরই বা কি লাভ হবে? পাণ্ডবরা যদি যুদ্ধে মরে—তবে কি বনের পশুর মত মর্‌বে? তারা সকলকে না মেরে কি মর্‌বে? যদি জয় হয় —তবে সে জয়গৌরব ভোগ কর্‌তে কেউ থাক্‌বে না—কেবল দুর্য্যোধনের আত্মশ্লাঘারই তৃপ্তি হবে।

"তারপর নিজেদের কথাই কেবল ভাবা হচ্ছে। রাজার অর্থ কি? রাজার অর্থ একটি দেশের রক্ষক—অসংখ্য প্রজার প্রতি-পালক, সমগ্র জাতির অভিভাবক। এই যুদ্ধটি বাধ্‌লে এই দেশ, জাতি ও প্রজাবৃন্দের কি দুর্দ্দশা হবে তা অভিভাবক ও প্রতিপালক মহাশয়ের মনেই আস্‌ছে না। কেবল মনে আস্‌ছে—নিজের জিদের কথা। লক্ষ লক্ষ প্রজার অদৃষ্ট যে রাজার বুদ্ধিবিবেচনার সঙ্গে জড়িত,—সেটা কারো মাথায় আস্‌ছে না। দুর্য্যোধন ত পাণ্ডবদের বধ ক'রে সর্ব্বস্ব হারিয়ে—আত্মীয়বন্ধু হারিয়ে জয়ী

হবেন। তারপর বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক, কেকয়, চেদি ইত্যাদি রাজবংশ সব চুপ ক'রে থাক্‌বে? সর্ব্বস্বান্ত কুরুরাজ্যকে তারা বুঝি আক্রমণ করবে না? আর যদি সকল রাজাই এ যুদ্ধে যোগ দিয়ে দুর্য্যোধনের জয়যজ্ঞের আহুতি হ'ন—তবে খশ, দরদ, ঝল্ল, মল্ল, পারসীক, যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি সীমান্ত প্রদেশের বা দেশান্তরের দুর্দ্ধর্ষ জাতিগণ এসে এই ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ নিঃক্ষত্রিয় হ'য়ে যাবে—চিরদিনের মত দুর্ব্বল হ'য়ে যাবে—আর কখনো ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন হবে না—ভারত চিরদিনের জন্য পরপদানত হবে। একা দুর্য্যোধনের জন্য সমগ্র দেশটা চিরকালের মত ডুব্‌বে। একটা মানুষকে আপনারা শাসন করতে পারেন না? এত বড় বড় বীর, এত বড় বড় দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ একটা বদ্ধ পাগলকে বেঁধে রাখ্‌তে পারছেন না? আপনারা যদি প্রতিনিবৃত্ত না করেন ত বুঝ্‌ব আপনাদেরও উদ্দেশ্য, কুরুপাণ্ডবকুলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশটা উৎসন্ন যাক্‌। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি—কুরুরাজ্য শ্মশান হ'য়ে যাবে—শৃগাল কুকুর শকুনির মহামহোৎসব চল্‌বে।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"দুর্য্যোধন, শুন্‌লে বিদুরের বাক্য। তুমি অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও।"

দুর্য্যোধন সগর্ব্বে উত্তর দিল—"প্রাণ থাকৃতে নয়।"

এই সময় গান্ধারী সভায় আসিলেন—ধৃতরাষ্ট্র মহিষীকে বলিলেন—"দেবি, তোমার এই হিংস্র ক্রুর পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত কর—ও নরকে যাবে।"

গান্ধারী বলিলেন—"ওরে দুরাশয়! তুই পিতার কথা শুন্‌ছিস্‌ না—তোর মৃত্যু অনিবার্য্য। ভীমের গদার আঘাত পেয়ে পিতামাতার কথা মনে কর্‌বি, এখন শুন্‌বি কেন?"

গান্ধারী নারীমাত্র, তাঁহার ক্ষমতা অতি সামান্য। দুর্য্যোধন যদি মাতৃভক্ত হইত তাহা হইলেও কথা ছিল। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ও বৃদ্ধ, তাঁহার কথাও দুর্য্যোধন উপেক্ষা করিল। গোড়া হইতে দুর্য্যোধনের কুকার্য্যে সহায়তা করিয়া ও সম্মতি দিয়া আজ ভয়াতুর হইয়া তিনি যে উপদেশ দিতেছেন—তাহা দুর্য্যোধন শুনিবেই বা কেন?

কর্ণের পাণ্ডববিদ্বেষ দুর্য্যোধন অপেক্ষা কম নয়—তাহার নিজের পরাক্রমের সম্বন্ধে মাত্রাতীত ধারণা। দুর্য্যোধনকে অবলম্বন করিয়া সে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চায়। তাহার বলেই দুর্য্যোধনের বল, সে-ই একমাত্র দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত করিতে পারিত।

ভীষ্মও দুর্য্যোধনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতেন—তিনি চেষ্টাই করিলেন না—বরং কর্ণ রাগ করিয়া চলিয়া গেলে সদম্ভে বলিলেন—'মাভৈঃ, আমি প্রতিদিন অযুত সৈনিক ধ্বংস কর্‌ব।' কর্ণের কথাতেই তিনি জ্বলিয়া উঠিতেন—দুর্য্যোধনের সদম্ভ রূঢ় উক্তির তিনি কোন উত্তরই দিতেন না। কর্ণের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল—এই বিদ্বেষের দুইটি কারণ থাকিতে পারে—এক কারণ কর্ণের কুমন্ত্রণাতেই কুরুকুল ধ্বংস পাইতে চলিল। আর এক কারণ এই হইতে পারে—কর্ণের উদ্ধত শৌর্য্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এই কর্ণবিদ্বেষে পাণ্ডবদের লাভ হয় নাই—দুর্য্যোধনেরই লাভ হইয়াছিল। ভীষ্মের

প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য কি ছিল জানি না—তবে তিনি যে ভারতযুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্দেহ করিলে তাঁহাকে নিতান্ত ছোট করা হয়—তাঁহাকে দুর্য্যোধনের বেতনভুক্ ভৃত্যের পদবীতে টানিয়া নামানো হয়।

দ্রোণ একটি কথাও বলিলেন না। দ্রোণের যুদ্ধ করার অনিচ্ছা ছিল বলিয়া মনে হয় না—দ্রোণও চেষ্টা করিলে দুর্য্যোধনকে হয় ত নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু—অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্রোণ অতিরিক্ত পুত্রবৎসল। অশ্বত্থামার টানে দ্রোণ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী। তারপর পাঞ্চালকুলের প্রতি দ্রোণের দারুণ বিদ্বেষ। দ্রোণ দ্রুপদের অপমান ভুলিতে পারেন নাই। পাঞ্চালগণের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধে বাধুক তাহাতে তাঁহার অনিচ্ছা না থাকিবারই কথা। কৃপের সম্বন্ধে পৃথক্ কিছু বলিবার নাই।

বিদুর আর কি করিতে পারেন? যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—তাহা কুরুসভা কানেই তুলিল না। বিদুর ছাড়া সকলেই মোহমূঢ় অবস্থায় ছিলেন। বিদুরের অরণ্যে রোদনই হইল। বিদুর স্বয়ং ধর্ম্ম, সত্যাগ্রহী মহাপুরুষ। তাঁহার কথাগুলি ব্যর্থ হয় নাই—পাপ দুর্য্যোধন শোনে নাই—কুরুসভা শোনে নাই—কিন্তু সে অমর বাণী এই ভারতবর্ষ যুগে যুগে কোটি কোটি কর্ণে শুনিতেছে—সমস্ত জগৎও একদিন শুনিবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধির প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে ভুলাইয়া আত্মপক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আবাহনের জন্য এমনি ঘটা সমারোহ ও আড়ম্বর করিলেন যে রাজসূয়যজ্ঞেও তাহা হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট প্রস্তাব করিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে কি কি উপহার দেব ঠিক করেছি—তা তোমাকে বলি—সোণার তৈরী ষোলখানি রথ, আটটি হাতী, দশজন দাসী, দশজন দাস, আঠার হাজার মেষ, হাজারটি চীনদেশের ঘোড়া, অত্যুজ্জ্বল রত্নসকল—আরো অনেক জিনিস। আমার শতপুত্র তাঁর ভৃত্যের কাজ কর্‌বে। এ রাজপুরীর মধ্যে দুঃশাসনের গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—সেই গৃহে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করা গেছে, আর—"

বিদুর বলিলেন—"মহারাজ, বড় ভুল কর্‌ছেন। এ ত আপনার কৃষ্ণপ্রীতির পরিচয় নয়। শ্রীকৃষ্ণের অভাব কি আছে? কপটতার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে কেউ কখনো ভুলাতে পারে নি—আপনিও পার্‌বেন না। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির বশ। পাণ্ডবদের তিনি পরম মিত্র। তিনি কিছুতেই পাণ্ডবদের ত্যাগ কর্‌বেন না। এ সকল আয়োজন কিছুই কর্‌তে হবে না—কেবল পাণ্ডবদের রাজ্য ছেড়ে দিলেই তিনি পরম প্রীত

হবেন, চিরদিনের জন্য আপনার কেনা হয়ে থাক্‌বেন। পাণ্ডবরা পিতৃহীন—আপনি তাঁদের পিতা। পুত্রের প্রতি পিতার যে কর্ত্তব্য তাই করুন।”

দুর্য্যোধন বলিল—“বিদুর যা বল্‌লেন—তা ঠিক। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি বড়ই অনুরক্ত—তাঁকে ধনরত্নে ভুলানো যাবে না। বরং এ সকল জিনিস উপহার দিলে তিনি ভাব্‌বেন—আমরা ভয় পেয়ে গেছি। তা ছাড়া তাঁকে এভাবে উপাসনা কর্‌লে আমাদের অপমানই হবে।”

ভীষ্ম বলিলেন—“তাঁর উপাসনা কর আর নাই কর, তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না—তিনি যা অনুরোধ কর্‌বেন তা যদি রাখ—তবেই তিনি প্রীত হবেন।”

দুর্য্যোধন বলিল—“পিতামহ, আমি কি ঠিক করেছি—তা আপনাকে বলি—শ্রীকৃষ্ণ এখানে এলে তাকে আমি নিজের বাড়ীতে বন্দী করে ফেল্‌ব। আপনারা শুধু দেখ্‌বেন—যাতে আমার কেউ অনিষ্ট না কর্‌তে পারে।”

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—“ছিঃ বাবা, ওকথা বল্‌তে নেই। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আত্মীয়—দূত হয়ে আস্‌ছেন—তিনি কখনও তোমার অনিষ্ট করেন নি—তাঁকে বন্দী করা অসঙ্গত।” ভীষ্ম এইবার সত্যসত্যই কুপিত হইলেন—তিনি বলিলেন “দেখ ধৃতরাষ্ট্র,—তোমার এই পুত্র অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি। তুমিও এই পাপাত্মা যা বলে তাই শোন। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধে তোমার বংশই ধ্বংস পাবে। আমি এর আর

কোন কথা শুন্‌তে চাই না।" এই বলিয়া ভীষ্ম সভাত্যাগ করিয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন।

ভীষ্মের এই প্রকারের ক্রোধ পূর্ব্বে দেখা যায় নাই—এ ক্রোধের কোন মূল্যও নাই। কারণ এ ক্রোধ স্থায়ী হয় নাই। তাহা হইলে ভাবনা কি ছিল?

শ্রীকৃষ্ণ আসিলে মহাসমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা হইল—তিনি কুরুসভায় প্রবেশ করিলেন। সকলকে সাদর আপ্যায়ন করিয়া বিদুরের গৃহে পিতৃষ্বসা কুন্তীর নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তারপর সময়মত আবার কুরুসভায় আসিলেন। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। দুর্য্যোধন বলিলেন—"একি কথা বাসুদেব,—আমি আপনার আত্মীয়—আমি আমন্ত্রণ কর্‌ছি—আপনি গ্রহণ কর্‌বেন না—ইহা শিষ্টাচার-সঙ্গতও ত নয়।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি আত্মীয় হ'লেও দূত। কার্য্য সমাধার আগে দূত অন্ন গ্রহণ কর্‌তে পারে না। তা ছাড়া অন্য কথাও আছে। পরের অন্ন দুই ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়। আপদন্ন—অর্থাৎ বিপন্ন হ'য়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পরান্ন গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি ত অন্নের অভাবে বিপন্ন হইনি—আর আপনি ত প্রীতিবশে এ অন্ন দান কর্‌ছেন না। আমি পাণ্ডবদের মিত্র ব'লে আমার প্রতি আপনার প্রীতি নেই। আমারও আপনার প্রতি প্রীতি নেই। পাণ্ডবগণ ও আমি অভিন্ন। বিনা কারণে পাণ্ডবগণকে যিনি ক্লেশ দিয়েছেন, তিনি

আমাকেও ক্লেশ দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে—কোন দুরভিসন্ধি ক'রেই আমাকে আপনি নিমন্ত্রণ করছেন। আমি বিদুরের গৃহ ছাড়া এখানে কোথাও অন্ন গ্রহণ করতে পারি না।"

শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে ফিরিয়া কুন্তীদেবীর হাতের অন্ন গ্রহণ করিলেন।

বিদুর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আপনি কেন কষ্ট ক'রে এসেছেন। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন আপনার অনুরোধ রক্ষা করবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ইত্যাদি সকলেই দুর্য্যোধনের বৃত্তিভোগী। এঁরাও দুর্য্যোধনের মতেই শেষ পর্য্যন্ত মত দেবে।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মহাত্মন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ হ'তে শেষ কর্ত্তব্য যা আছে তা ত করতেই হবে। না শোনে নাই শুনবে।"

শ্রীকৃষ্ণ কুরুসভায় আসিলেন—এই সময় ঋষিরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনি ইচ্ছা করলেই এই মহাযুদ্ধটি নিবারণ করতে পারেন। এই যুদ্ধে কেবল দুইকুল ধ্বংস পাবে না, সমগ্র পৃথিবীরই অনিষ্ট হবে, সমস্ত ভারতভূমি শ্মশান হ'য়ে যাবে। আপনি পাণ্ডবদের কোলে তুলে নিন্। তারা আপনার জন্য সমগ্র পৃথিবী জয় ক'রে দেবে—আপনি কৌরব-পাণ্ডব উভয় কুলের পিতা হয়ে সমগ্র জগৎ শাসন করবেন—সকল ভূপতিই আপনার

দাসত্ব করবে। যুধিষ্ঠিরকে ত এতদিন ধ'রে দেখলেন—তার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সে তার পিতৃরাজ্য ছাড়া আর কিছুই অধিকার করতে যাবে না। যে সকল রাজন্য যুদ্ধের জন্য সমাগত হয়েছেন—তাঁরা একবার রণতাণ্ডবে মাতলে এ দেশের কি গতি হবে, একবার ভেবে দেখুন। আপনার প্রজাগণের কি দুর্দ্দশা হবে একবার ভেবে দেখুন। একটি পুত্রের জিদের জন্য কোটি কোটি প্রজা ধ্বংস করার পাপ কত ভীষণ! এর জন্য কোটি কোটি বৎসর নরক ভোগ করতে হবে। আমি প্রজাগণের কল্যাণের জন্যই আপনার নিকট সন্ধি-প্রার্থী।

"জতুগৃহে পাণ্ডবগণের জীবনহানির চেষ্টা করেছেন। রাজার ছেলে তারা—মহারাণী কুন্তীকে সঙ্গে ক'রে প্রাণের দায়ে বিনা দোষে বনে বনে ঘুরতে বাধ্য হয়েছে। মহারাজ শূরের দৌহিত্রগণ—মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রগণ ভিখারী ব্রাহ্মণের বেশে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা মেগে বেড়ালো। যদি বা তারা রাজ্য ফিরে পেল, কপট দ্যূতে তাদের সর্ব্বস্ব হরণ ক'রে নিলেন। তারা বারো বছর বনে বনে দারুণ দুঃখ সহ্য ক'রে বেড়ালো—এক বছর আত্মগোপন ক'রে হীন ভৃত্যের কাজ করল। এ সব কার জন্য? যাক্—তাতেও তারা আপনার প্রতি বিরূপ নয়। আবার আপনি স্নেহভরে ডাকলেই তারা আপনার চরণতলে হাজির হবে।

"পাণ্ডবগণ যুদ্ধেও প্রস্তুত আছে—কিন্তু যুদ্ধ যাতে না করতে হয় তার ব্যবস্থা করুন।"

ঋষি জামদগ্ন্য বলিলেন—"বাসুদেব যা বল্‌লেন—তাই আমাদেরও মত। প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য আমাদের নিবেদন, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করুন। আর্য্যবুদ্ধি ত্যাগ করবেন না।"

ভগবান্ কণ্ব বলিলেন—"হিতৈষী আত্মীয়ের বাক্য শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য। ক্রোধ অভিমান ত্যাগ ক'রে পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি করুন।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"ঋষিগণ যা বল্‌ছেন—বাসুদেব যা বল্‌লেন সবই সঙ্গত। আমি তার সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। হে বাসুদেব,—তুমি ক্রূরবুদ্ধি পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্ত কর।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে মিনতির সুরে বলিলেন—"ভাই দুর্য্যোধন, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ত্যাগ কর। পিতামাতার কথা শোন। তুমি সন্ধি করতে প্রস্তুত হ'লে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিংশতি ও বিদুর প্রভৃতি সকল আত্মীয়-বন্ধুই সুখী হবেন। এঁদের সকলের জীবন তোমার হাতে, লক্ষ লক্ষ প্রজার জীবন তোমার হাতে—সমগ্র দেশের শান্তি-স্বস্তি তোমার হাতে—সমগ্র ভারতভূমির অদৃষ্ট তোমার হাতে। তুমি ভাল ক'রে বোঝ। পরের ইষ্ট না বোঝ, নিজের ইষ্টের জন্যও সন্ধি কর। তুমি যে সকল মিত্রের উপর নির্ভর ক'রে যুদ্ধের সঙ্কল্প করেছ—তুমি কি মনে কর তাঁরা চিরদিনই ধর্ম্মভ্রষ্ট থাক্‌বেন। কিছুদিন পরে তাঁদেরও চৈতন্য হবে, তখন তোমার কি দশা হবে? পাণ্ডবগণকে সহায়রূপে লাভ করলে তুমি মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হ'য়ে থাক্‌বে। এক কর্ণ ছাড়া তোমার সকল সহায়ই বৃদ্ধ, বৃদ্ধদের উপর অত নির্ভর

করো না। তা ছাড়া, এই বৃদ্ধগণ কেউ পাণ্ডবদ্বেষী নন—তাঁরা পাণ্ডবগণকে ভালই বাসেন।

"অর্জ্জুন ও ভীমের বিক্রমের কথা ভুল' না। ভীম একাই তোমাদের শত শত ভ্রাতাকে বধ করতে সমর্থ। কর্ণ যত বড় বীরই হোক্ সে অর্জ্জুনের কাছে একাধিকবার পরাস্ত হয়েছে। তা ছাড়া, কর্ণের গুরুর অভিশাপ আছে। সে কিছুতেই তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমার শেষ কথা—তোমার সুমতি হ'লে গোটা দেশ বেঁচে যায়, প্রজাকুল বেঁচে যায়, দেশের ক্ষত্রিয়কুল বেঁচে যায়। এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস পেলে দেশের কি দশা হবে বল দেখি। বলশালী অনার্য্য ও ম্লেচ্ছগণ এ দেশ আক্রমণ করবে—দেশ চিরপরাধীন হ'য়ে পড়বে—সনাতন ধর্ম্ম ধ্বংস পাবে—ভারতবাসীর দুর্গতির সীমা থাকবে না। তুমিই একা এ দেশ বাঁচাতে পারো।"

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শেষ হইলে ভীষ্ম বলিলেন—"দেখ দুর্য্যোধন, তোমার পরম ভাগ্য, যে স্বয়ং বাসুদেব আজ তোমার কাছে সন্ধিপ্রার্থী এবং তোমাকে সদুপদেশ দিচ্ছেন। তুমি তাঁর কথা শোন—দেশের কি দশা হবে ভেবে দেখ—প্রজাগণকে বাঁচাও—আর্য্যসভ্যতা, আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য-সমাজকে রক্ষা কর। তুমি কাপুরুষ, দুর্ব্বুদ্ধি, কুপথগামী ও কুলমূষল, তাই তুমি জাতি কুল ধর্ম্ম সমাজ ও দেশের বিনিময়ে আত্মাভিমান তৃপ্তি করতে চাচ্ছ।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন অজগর সর্পের মত ক্রোধে তপ্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

দ্রোণ বলিলেন—"দুর্য্যোধন, বাসুদেব ও ভীষ্ম যা বল্‌লেন বিনা বাক্যে তা পালন কর—তোমার মঙ্গল হবে। তা যদি না কর তবে উৎসন্ন যাবে।"

বিদুর বলিলেন—"দুর্য্যোধন, তোমার প্রবৃত্তি জঘন্য। কুল-মুষল, পাপাত্মা—তোমার জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। যারা তোমার অনুগামী হবে তাদের জন্যও আমার কোন দুঃখ নাই। তোমার পিতামাতার কথা ভেবেই আমি শোকাকুল হচ্ছি।"

তখন দুর্য্যোধন বলিল—"হে বাসুদেব! তোমরা আমার যথেষ্ট নিন্দা কর্‌লে। কিন্তু আমি আমার কোন দোষই দেখ্‌ছি না। বরং তোমরাই আমার প্রতি অযথা বিদ্বেষের পরিচয় দিলে। পাণ্ডবরা পাশাখেলায় হেরে গিয়ে সর্ব্বস্ব হারিয়েছে—জোর ক'রে রাজ্য কেড়ে নেওয়া হয় নি। তাতে আমার দোষ কি? তারপর সেই রাজ্য আমি শাসন কর্‌ছি—প্রজার যথেষ্ট কল্যাণ সাধন কর্‌ছি—রাজ্য নিজ বাহুবলে বাড়িয়েছি—নিজ চেষ্টায় রাজকোষে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছি। প্রজাগণ আমার শাসনে পরিতুষ্ট, আত্মীয়-স্বজন, সামন্তনৃপতিরা, সৈন্যগণ সকলেই আমার অনুরক্ত। রাজ্যে

প্রজাবিদ্রোহ নেই, দুর্ভিক্ষ নেই, মড়ক নেই, অনাবৃষ্টি নেই, রাষ্ট্রবিপ্লব নেই, কোন অমঙ্গল নেই। এ রাজ্যের প্রতি আমার যথেষ্ট মমতা জন্মে গেছে। পিতা ভুল ক'রে পাণ্ডবদের রাজ্যার্দ্ধ দিয়েছিলেন – সে রাজ্য সৌভাগ্যক্রমে আবার ফিরে পাওয়া গেছে। পিতা পিতামহের জ্যেষ্ঠ পুত্র—তাঁরই রাজ্য পাওয়ার কথা—তিনি অন্ধ ব'লে একজন প্রতিনিধির প্রয়োজন হয়েছিল। আমি উপযুক্ত হয়েছি—এখন আর প্রতিনিধির ত প্রয়োজন নেই। প্রতিনিধির পুত্র রাজ্য পাবে—এ কোন্ শাস্ত্রে বলে? পিতা যে ভ্রম করেছিলেন—তা সংশোধিত হয়েছে, আবার কেন সেই ভুল করা?

"আপনারা বল্‌ছেন—যুদ্ধে আমরা ধ্বংস পাব। তা—পাই পাব। সম্মুখসমরে যদি প্রাণ যায়—যাবে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তার চেয়ে কাম্য কি আছে? মতঙ্গমুনির উপদেশটি আমার বেশ মনে আছে—নত হওয়া কখনও উচিত নয়। বরং অসময়ে ভগ্ন হবে, তবু নত হবে না। আমার বিশ্বাস—পাণ্ডবরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পার্‌বে না। রাজ্যার্দ্ধ দূরে থাক্, সূচ্যগ্র মেদিনীও আমি প্রাণ থাক্‌তে দেব না।"

শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া বলিলেন—"কি? তুমি কোন অন্যায়ই কর নি? অযথা তোমাকে দোষ দেওয়া হচ্ছে? দ্যূতক্রীড়ায় কি কপটতা অবলম্বন কর নি? তুমি নিজে পাশা না খেলে শকুনিকে কেন খেল্‌তে দিয়েছিলে? ভ্রাতৃজায়ার অপমান কর নি? পাণ্ডবদের প্রতি অতি নিষ্ঠুর কটু কথা বল নি? নানাভাবে চিরজীবন তুমি পাণ্ডবপীড়ন

কর নি ? সমবেত সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি আপন আত্মীয়ের প্রতি যে ব্যবহার করেছ তা অনার্য্য বন্য বর্ব্বরেরই উপযুক্ত।

"তুমি মহারাজ পাণ্ডুকে প্রতিনিধি মাত্র বল্‌ছ। মহারাজ পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতা। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতার জন্য পাণ্ডু রাজপ্রতিনিধি মাত্র হ'ন নাই—পৈতৃক রাজ্যই লাভ করেছিলেন। যেদিন পাণ্ডু রাজ্য লাভ করেছিলেন—সেই দিনই ধৃতরাষ্ট্রের সকল অধিকার গিয়েছে। সমগ্র রাজ্যই যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য। তোমার অর্দ্ধেক পাবারও অধিকার নেই। যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে দান ক'রে বাকী অর্দ্ধেকের অধিকার চাচ্ছেন। রাজ্যে তোমার কোন অধিকার নেই।"

দুঃশাসন বলিল—"দাদা, যে রকম ব্যাপার দেখ্‌ছি, এঁরা আমাদের বেঁধে রেখে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দেবেন।"

দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন—"হে সভ্যগণ, হে কুরুবৃদ্ধগণ, আপনারা এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গারকে বিধিমত শাসন না ক'রে মহাপাপ কর্‌ছেন। শুধু মুখে ভর্ৎসনা ক'রে এ দুরাত্মাকে শাসন করা চল্‌বে না। আপনারা যদি দেশ, ধর্ম্ম ও কুলের ইষ্ট চান, তবে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির হাত-পা বেঁধে পাণ্ডবদের রাজ্যার্দ্ধ দান করুন। তা না কর্‌লে আমি বুঝ্‌ব মুখে যা-ই বলুন—দুর্য্যোধনের মতেই আপনাদেরও মত।"

ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরকে বলিলেন—"ভাই, এক্ষুণি গিয়ে দেবী গান্ধারীকে সভায় নিয়ে এসো। তিনি একবার বলে দেখুন।" বিদুর

গান্ধারীকে সভায় লইয়া আসিলেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—"রাজন, তুমিই প্রশ্রয় দিয়ে দুর্য্যোধনের ইহপরকাল নষ্ট করেছ। দুর্য্যোধন যখন যে ঝোঁক্ ধরেছে—তাতেই তুমি সায় দিয়েছ। মূর্খের হাতে, মহাপাপীর হাতে, কুপুত্রের হাতে রাজ্য ছেড়ে দিলে এমনি সর্ব্বনাশই হয়। এখনও সময় আছে—ব্যবস্থা কর।"

গান্ধারীর আদেশে দুর্য্যোধন পুনরায় সভায় আসিল।

গান্ধারী বলিলেন—"বাবা সুযোধন, পাণ্ডবদের অনেক কষ্ট দিয়েছ আর কষ্ট দিও না, তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। সকলেরই ইচ্ছা পাণ্ডবগণ রাজ্য ফিরে পায়। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সকলেই রাজ্য ফিরে দিতে বল্ছেন। তুমি যুদ্ধ কর্লে বাধ্য হয়ে তাঁদের যুদ্ধ কর্তে হবে, কিন্তু জেনে রেখ তাঁরা প্রাণ দেবেন তবু ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরের অঙ্গে আঘাত কর্বেন না। পাণ্ডবগণকে সহায় পেলে তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর্বে। তুমি যুদ্ধ কর্তে গেলে সবংশে ধ্বংস পাবে—তোমাদের চেয়ে কেবল তাদের বাহুবলই বেশি নয়—ধর্ম্মবলেও তারা বলী। তারা এত ধর্ম্মশীল শিষ্ট বিনীত ও অনুগত যে তাদের পরাজয় কামনা কর্তে পারছি না। বারবার বল্ছি রাজ্য ফিরে দাও, শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।"

দুর্য্যোধন মাতৃবাক্যে কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। সাত্যকি এই সঙ্কল্পের কথা

শুনিয়া কৃতবর্ম্মাকে অনুচরগণসহ সভাদ্বারে সশস্ত্র হইয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সভাস্থ গুরুগণকে সংবাদ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"বেশত, আজই কৌরবকুল ধ্বংস পাক্।"

ধৃতরাষ্ট্র মহাত্রস্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"মূঢ় দুর্য্যোধন, তুমি ভেবেছ আমি একাকী। একলা পেয়ে তুমি আমাকে বন্দী কর্‌বে। বাতুল—এই দেখ আমি একাকী নই।" এই বলিয়া উচ্চ হাস্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন সকলে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কেহ স্তব করিতে লাগিল—কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—কেহ নির্ব্বাক্ হইয়া গেল—কেহ "সম্বর—সম্বর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন সভা ত্যাগ করিয়া সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার সহিত বিদুরের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এই ব্যাপারে দুর্য্যোধন কি ভাবিল? দুর্য্যোধন ভাবিল শ্রীকৃষ্ণ একটা ইন্দ্রজাল দেখাইয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার আগে একটি কাজ করিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন—কর্ণের বলেই দুর্য্যোধনের বল। কর্ণ যে যুধিষ্ঠিরের সহোদর ভ্রাতা এই কথা কর্ণকে জানাইলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে একান্তে ডাকিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "অবিলম্বে দুর্য্যোধনকে ত্যাগ ক'রে ভাইদের সঙ্গে মিলিত হও।"

কর্ণ বলিল—"বাসুদেব, তুমি সময় অতীত করে এ সংবাদ আমাকে দিলে। ভাইদের প্রতি আচরণের জন্য আমি অনুতপ্ত। কিন্তু দুর্য্যোধনকে আমি ত্যাগ করতে পারব না, সে আমার মান রেখেছে—আমি তার জন্য প্রাণ দেব। আমিই তাকে উত্তেজিত ক'রে পাণ্ডব-পীড়নে ও যুদ্ধের আয়োজনে প্রবর্ত্তিত করেছি।

"এই দুঃসময়ে আমি দুঃসময়ের বন্ধুকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না—তোমার জন্যও নয়, ভাইদের জন্যও নয়—মায়ের জন্যও নয়। তবে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হলো, তুমি আমার বল হরণ করলে। আমি ভ্রাতৃবধ করতে পারব না—আমারই মৃত্যু অনিবার্য্য।"

কর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ দুই জনেই এ কথা গোপনে রাখিলেন।

কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমবেত করিল —পায়ে হাতে ধরিয়া দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক

ইত্যাদি বীরগণকে যুদ্ধে সম্মত করাইল—প্রত্যহ দুই বেলা সর্ব্ব সমক্ষে রাজন্যগণের চরণ-সেবা করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের রূপাসোগায় ও উপাসনায় সকলেই তুষ্ট হইলেন।

দুর্য্যোধন ভীষ্মের চরণতলে প্রণত হইয়া বলিল—"পিতামহ, আপনি তবে সেনাপতি হোন।"

ভীষ্ম বলিলেন—"পাণ্ডবপক্ষে এক অর্জ্জুন ছাড়া আমার সমকক্ষ যোদ্ধা কেউ নেই। আমি সমস্ত সৈন্য ও রথিবৃন্দকে বধ কর্‌তে পারি, কিন্তু পাণ্ডবগণকে বধ করতে পারব না। আমি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলাম, কিন্তু ঐ দাম্ভিক সূত-পুত্র যুদ্ধ কর্‌লে আমি যুদ্ধ করব না। আগে ঠিক কর তিনি প্রথমে যুদ্ধ কর্‌বেন, না আমি যুদ্ধ করব।"

কর্ণ বলিল—"মহারাজ, আমিও প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম ভীষ্মের মৃত্যু না হ'লে আমি অস্ত্র ধারণ করব না।"

দুর্য্যোধন শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভীষ্মকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিল। সেই সময়ে চারিদিকে অশুভমূলক দুর্লক্ষণ দেখা গেল। দুর্য্যোধন ভয় পাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধেনু ও স্বর্ণ দান করিতে লাগিলেন। দান পাইয়া ব্রাহ্মণগণ জয় গান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবপক্ষে মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন আত্মীয়গণ ও গুরুগণকে সম্মুখে দেখিয়া বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি আত্মীয় ও গুরুজনকে বধ করতে পার্‌বনা—আমার রাজ্যে কাজ নেই।" শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ ধরিয়া বহু তত্ত্ব কথা বলিয়া

অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন। ইহাই গীতা। গীতার বাণী শুনিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল। আবার তিনি গাণ্ডীব ধরিলেন।

দুর্য্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উভয় পক্ষের মধ্যে কে কে রথী, মহারথী ও অতিরথ আছেন—তাঁদের নামোল্লেখ করুন।"

ভীষ্ম তাঁহাদের নামোল্লেখকালে কর্ণকে অর্দ্ধরথী বলিয়া বিশেষিত করিলেন। তাহাতে কর্ণ কুপিত হইয়া ভীষ্মকে কটুবাক্য বলিতে লাগিল। দুর্য্যোধন বহু কষ্টে দুই জনের মাঝে পড়িয়া বিবাদের মীমাংসা করিল।

যুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্য্যোধন একটি ভাইকে হারাইল অর্থাৎ ধর্ম্মশীল যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে আপনার সৈন্যসামন্ত লইয়া কুরুপক্ষ ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে চলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বলিল—"যাক্ যুযুৎসু, দেখ যেন আর কেউ এ পক্ষ ত্যাগ না করে। সৈন্যগণকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত কর। আর দেখ যেন শিখণ্ডী ভীষ্মের সম্মুখীন না হয়। ভীষ্ম শিখণ্ডীর গায়ে অস্ত্র ত্যাগ কর্‌বেন না। তুমি সর্ব্বদা ভীষ্মের শরীররক্ষী হ'য়ে থাক আর শিখণ্ডীকে যেমন ক'রে পার বধ কর।"
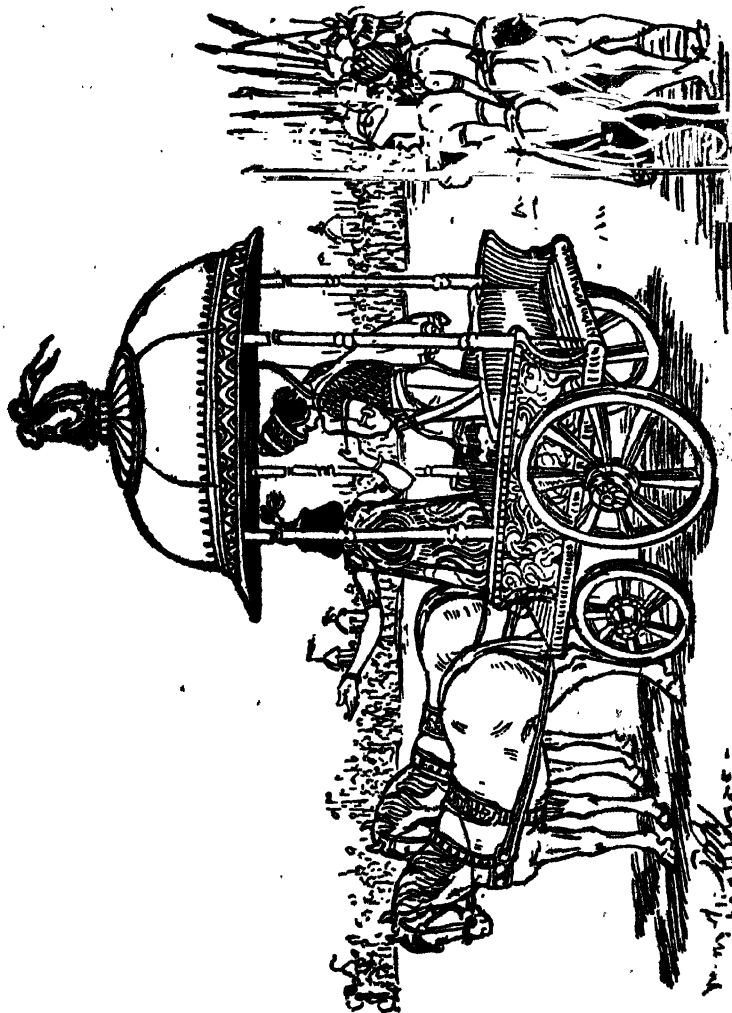
গীতার বাণী শুনিয়া অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্য্যোধন ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম দিন ভীষ্মের রণকৌশল দেখিয়া পাণ্ডবগণ হতাশ হইয়া পড়িল। দুর্য্যোধনের আহ্লাদের আর সীমা নাই। ভীষ্মের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে অর্জ্জুনের হাত কাঁপিতেছিল। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কারে অর্জ্জুন ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন—"পিতামহ, মনে রাখ্‌বেন কর্ণ আপনার জন্য অস্ত্র ত্যাগ করেছে। কর্ণেরই অর্জ্জুন বধ কর্‌বার কথা। আপনি যেমন ক'রে পারেন অর্জ্জুন বধ করুন।"

ভীষ্ম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে ধিক্! হায়, এই কি মানুষের ধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম পালন কর্‌তে হ'লে সন্তান বধ কর্‌তে হয়?"

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে অভিমন্যুর সহিত সমরে দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণের জীবনহানির উপক্রম হইল। দুর্য্যোধন পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল—কিন্তু নিজেই কাতর হইয়া পড়িল। ভীষ্ম পিতাপুত্রকে বাঁচাইতে ছুটিয়া আসিলেন—কিন্তু অর্জ্জুন অভিমন্যুর সহায়তার জন্য আসিল। যুদ্ধ ভীষণ হইয়া উঠিল। ভীষ্ম নিরাশ হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন—"বৎস, কালান্তক যমের সঙ্গে আর কতক্ষণ লড়াই করা যাবে। আজকের মত যুদ্ধ বন্ধ হোক্।"

দুর্য্যোধন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভীষ্মের পিছু-পিছু শিবিরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধে ভীমসেনের জ্বলন্ত শরে বক্ষে আহত হইয়া দুর্য্যোধন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—সারথি রথ লইয়া পলাইল। দুর্য্যোধনকে নিহত মনে করিয়া সৈন্যদল দিগ্বিদিকে পলাইতে লাগিল। পথে দুর্য্যোধনের চৈতন্য হইল—তখন সে চীৎকার করিয়া সৈন্যদলকে ফিরিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। সত্বর ভীষ্মের নিকট আসিয়া বলিল—"পিতামহ, আপনি মন দিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছেন না—আপনার দেখাদেখি গুরুদ্বয় ও গুরুপুত্রও মন দিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছেন না। এ কি কথা? আপনারা থাক্‌তে সেনাদল যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে, আপনারা নিবারণ কর্‌ছেন না। আপনাদের মনে যদি এই ছিল তা পূর্ব্বেই বল্‌তে পারতেন—আমি কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যুদ্ধের অন্য ব্যবস্থা করতাম।"

হায়! পিতামহের কি দুর্দ্দশা। পিতামহ বলিলেন—"আমি ত আগেই বলেছি বাপু, পাণ্ডবগণ অজেয়। তাদের হারানো অসম্ভব। যাই হোক্‌—আমি সাধ্যমত যুদ্ধ ক'রে বিশ্বজগৎকে দেখাব—আমি কি কর্‌তে পারি।"

ভীষ্ম কুপিত হইয়া এমন ভীষণ যুদ্ধ করিলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চক্রহস্তে ভীষ্মবধের জন্য ধাবিত হইলেন। অর্জ্জুন বহু কষ্টে তাঁহাকে ফিরাইলেন এবং যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে পরাজিত করিলেন।

চতুর্থ দিনের যুদ্ধে ঘটোৎকচ ও ভীম দারুণ যুদ্ধ করিলেন।

ভীমের প্রতিজ্ঞা পূরণ আরম্ভ হইয়া গেল। ভীম দুর্য্যোধনের কয়েকটি ভ্রাতাকে বধ করিলেন—দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া শিবিরে প্রস্থান করিল।

রাত্রিকালে দুর্য্যোধন আবার ভীষ্মের নিকট গিয়া বলিল—"পিতামহ, আপনারা থাকৃতে আমাদের পরাজয় কেন হচ্ছে? একজন পাণ্ডবও ত মর্‌ল না—পাণ্ডবপক্ষে একটি রথীরও গায় আঁচড় লাগ্‌ল না—অথচ আমার ভ্রাতাদের মৃত্যু হ'ল। কেন এমন হচ্ছে?"

ভীষ্ম বলিলেন—"দুর্য্যোধন,—ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে কি অধর্ম্ম জয় লাভ করে? যা কখনও সম্ভব নয় তা কি তোমার ভ্রূকুটিতে হবে, বাছা? তুমি লোভ ও দম্ভের দ্বারা পরিচালিত আর পাণ্ডবগণ ধর্ম্মাশ্রিত। এখনও যদি মঙ্গল চাও—পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর—তাদের প্রাপ্য রাজ্য তাদের দিয়ে দাও।"

দুর্য্যোধন কোন উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় শিবিরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম দিনের যুদ্ধে শিখণ্ডী ভীষ্মকে আক্রমণ করিল, কিন্তু দ্রোণ তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে ভীমসেন আরও কয়েকটি কুরুকুমার বধ করিলেন এবং দুর্য্যোধন ভীমের কাছে আহত ও পরাস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"পিতামহ, দেখুন আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝর্‌ছে—ভ্রাতৃগণকে

একে একে হারাচ্ছি। আপনার পায়ে পড়ি, আপনি মন দিয়ে যুদ্ধ করুন। আপনি থাক্‌তে আমার এমন দুর্দ্দশা!"

দুর্য্যোধনের দশা দেখিয়া ভীষ্মের চিত্ত বিগলিত হইল। ভীষ্ম বলিলেন—"বৎস, তুমি কি মনে কর আমি ইচ্ছা ক'রে যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌ছি না? আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই অর্জ্জুনকে পরাস্ত কর্‌তে পারছি না। শৌর্য্যে বা রণদক্ষতায় আমি কারো কাছে হীনতর প্রতিপন্ন হই—তাই কি আমার সাধ হ'তে পারে? যাই হোক্, কাল আমি হয় পাণ্ডবজয় কর্‌ব—না হয় মৃত্যুবরণ কর্‌ব, সঙ্কল্প কর্‌ছি। যাও, তুমি শিবিরে যাও।" এই বলিয়া তিনি বিশল্য-করণী প্রয়োগে দুর্য্যোধনের ক্ষত বেদনা দূর করিলেন।

সপ্তম দিবসের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের বিরাটকুমার শঙ্খ ও কুরুপক্ষের মহারাজ অলম্বুষের পতন হইল।

অষ্টম দিনের যুদ্ধে ভীমসেন দুর্য্যোধনের আরও কয়েকটি ভ্রাতাকে বধ করিলেন। দুর্য্যোধন প্রাণপণ চেষ্টাতেও ভীমকে হটাইতে পারিল না— শেষে ভীষ্মের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল— "পিতামহ, ভীম আপনার চক্ষুর সম্মুখে আপনার পৌত্রগণকে বধ ক'রে ফেল্‌ছে, আপনি কোন্ প্রাণে উপেক্ষা কর্‌ছেন?"

ভীষ্ম বলিলেন—"দুর্য্যোধন, এ কথা আমরা ত সবাই জানি— তুমি যখন ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণ এমন কি গান্ধারীর নিষেধ না শুনে অধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে কর্ণের উপদেশে যুদ্ধে নেমেছ, তখনই জানি কুরুকুলে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না। তখন আমাদের উপদেশ

না শু'নে এখন ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌লে আর কি হবে? দুষ্কৃতির ফলভোগ কর্‌বে না? পাপের যদি দণ্ডই না হয় তবে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। যুদ্ধে যখন নেমেছ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রে যাও।

যাই হোক—ভীষ্ম প্রাণপণ চেষ্টায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের এক রাক্ষস বন্ধু অর্জ্জুন-পুত্র ইরাবানকে বধ করিল। তাহাতে ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধরিল। ঘটোৎকচের হাতে দুর্য্যোধনের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হইলে দ্রোণ ছুটিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে সে-যাত্রা বাঁচাইয়া দিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল, দুর্য্যোধন বলিল—"ভাই কর্ণ, আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহবশতঃ ভীষ্ম মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছেন না। এখন উপায় কি?"

কর্ণ বলিল—"দেখ, তুমি পিতামহকে বলো—আপনি অস্ত্র ত্যাগ করুন, কর্ণ পাণ্ডববধ করবে। আপনি অস্ত্র ত্যাগ না কর্‌লে কর্ণের সাহায্য পাচ্ছি না।"

কর্ণের পরামর্শে দুর্য্যোধন ভীষ্মকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল।—ভীষ্ম বেদনা পাইয়া বলিলেন—"মূঢ়,—কর্ণ অর্জ্জুন বধ কর্‌বে—এই ভরসায় আছ? ঘোষ-যাত্রার কথা মনে পড়ে? তোমাকে যখন গন্ধর্ব্বরা বেঁধে নিয়ে গেল—তখন কর্ণ কোথা ছিল? তোমাকে গন্ধর্ব্বের হাত হ'তে কে বাঁচালে? কর্ণ না অর্জ্জুন? উত্তর গো-গৃহের কথা মনে পড়ে? একা অর্জ্জুন এক দিকে আর এ

পক্ষে সমস্ত রথী। কি দশা হয়েছিল? কর্ণের মাথার পাগড়ির কাপড়ে যে উত্তরার পুতুলের পোষাক হয়েছে। তার কি? যাক্ সূতপুত্রের বৃথা দম্ভের কথা আমার অবিদিত নেই। কাল আমি পাঞ্চালকুল নিধন করব। দেখো যেন শিখণ্ডী সম্মুখে না আসে।"

দুর্য্যোধন হৃষ্ট হইয়া নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিল। ভীষ্ম নবম দিনে ভীষণ যুদ্ধ করিলেন। আর রক্ষা নাই দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার ভীষ্ম বধ করিতে ছুটিলেন—অর্জ্জুন বহু কষ্টে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—"কালই আমি ভীষ্ম বধ করব।"

দশম দিনে শিখণ্ডীকে সহায় করিয়া অর্জ্জুন ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত করিলেন। শরশয্যায় শায়িত হইয়াও ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সন্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন—কিন্তু দুর্য্যোধন কাঁদিয়া বলিল—"পিতামহ, ঐ অনুরোধটি করবেন না—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষাই ধর্ম্ম। সন্ধি করতে পারব না।"

ভীষ্মের পতনের পর দুর্য্যোধন কর্ণের উপদেশে দ্রোণকে সেনাপতি করিলেন। দুর্য্যোধন ভীষ্মকে হারাইয়া ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু কর্ণকে পাইয়া হৃষ্ট হইল। নূতন করিয়া তাহার মনে জয়ের আশা অঙ্কুরিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দ্রোণ সেনাপতি হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া দিবেন। তবে ইহাও বলিলেন—"অর্জ্জুন সহায় থাক্‌লে কিছুতেই যুধিষ্ঠিরকে ধ'রে দিতে পারব না—কোন প্রকারে অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের কাছ হতে দূরে নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে ধ'রে দেব।"

সুশর্ম্মা ইত্যাদি কয়েক জন কুরুমিত্র অর্জ্জুনবধের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জ্জুনকে রণে আহ্বান করিল এবং অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক দূরে লইয়া গেল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য আবির্ভূত হইলেন। পরদিন আবার সুশর্ম্মা প্রভৃতি সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে দূরে লইয়া গেল। সেদিন অর্জ্জুনের ফিরিতে দেরী হইল। দ্রোণ সেদিন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করেন, কিন্তু অন্য কেহই ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। অভিমন্যু একাই ব্যূহমধ্যে যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণ ও অন্যান্য কুরুকুমারগণকে এবং অযোধ্যারাজ বৃহদ্বলকে বধ করেন। তখন দুর্য্যোধনের উপদেশে সপ্তরথী অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া মারিয়া ফেলিল। দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া দিতে পারিল না বটে—কিন্তু অভিমন্যুবধে সাহায্য করিয়া পাণ্ডবগণকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। অভিমন্যুবধে কুপিত হইয়া অর্জ্জুন জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। জয়দ্রথ ব্যূহদ্বারে ছিল—

সে পাণ্ডবপক্ষের কোন বীরকে অভিমন্যুর সহায়তার জন্য প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

• পরদিন জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জ্জুন রণযাত্রা করিলেন। দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে ব্যূহমধ্যে সপ্তরথীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন ব্যূহভেদ করিয়া দ্রোণকে পরাস্ত করিয়া জয়দ্রথ বধের জন্য অগ্রসর হইল। দুর্য্যোধন দ্রোণকে বলিল—"গুরু, আমি দেখ্‌ছি আপনি পাণ্ডব-পক্ষপাতী। মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না। আপনি পাণ্ডবপক্ষকে কেন ব্যূহমধ্যে প্রবেশ কর্‌তে দিলেন। জয়দ্রথকে কি ক'রে বাঁচানো যাবে, তার জন্য আপনি ত ভাব্‌ছেন না?"

দ্রোণ বলিলেন—"বৎস, বৃথা তিরস্কার কর্‌ছ। আমার কাজ যুধিষ্ঠিরকে ধ'রে দেওয়া, আমি সে-দিকেই লক্ষ্য রেখেছি। তুমি নিজেও ত একজন মহাবীর, তুমি অর্জ্জুনের গতিরোধ ক'রে জয়দ্রথকে বাঁচাও না কেন?" দুর্য্যোধন বলিল—"গুরুদেব, যে মহামহাবীরগণকে বধ ক'রে অগ্রসর হচ্ছে—যে পুত্রশোকে কুপিত হ'য়ে দারুণ প্রতিজ্ঞা করেছে—আমি কি ক'রে তার পথ রোধ করব? আমি আপনার দাসানুদাস—আপনি জয়দ্রথকে বাঁচান।" দ্রোণ তখন দুর্য্যোধনের দেহে একটি দুর্ভেদ্য কবচ পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"যাও বৎস, এবার তুমি দুর্জ্জয়—যাও যুদ্ধ কর গিয়ে।"

দুর্য্যোধন নবপরিহিত কবচের ভরসায় অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইল। কিন্তু অর্জ্জুনের শর সে কবচও ভেদ করিল। দুর্য্যোধন যখন

মৃতপ্রায়, তখন অষ্টরথী আসিয়া দুর্য্যোধনকে বাঁচাইয়া দিল। দুর্য্যোধন নিজে বাঁচিল বটে—কিন্তু তাহার কতকগুলি ভ্রাতা ভীমের গদাঘাতে হত হইল। ভীমের হাতে কর্ণের তিনবার পরাভব হইল। ভীম রথ সহ দ্রোণাচার্য্যকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অর্জ্জুনের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়া অর্জ্জুনের নিকটবর্ত্তী হইল। দুর্য্যোধন বহু চেষ্টাতেও জয়দ্রথকে বাঁচাইতে পারিল না।

জয়দ্রথবধে দুর্য্যোধন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। দুর্য্যোধন ভাবিয়াছিল—জয়দ্রথকে বাঁচাইতে পারিলে অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য আত্মহত্যা করিতে হইবে। তাহা হইলে বিনা আয়াসেই জয়লাভ হইবে।

দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকটে যাইয়া বলিল—"গুরুদেব, পিতামহ পাণ্ডবপক্ষপাতী ছিলেন—মুখে যাই বলুন, শেষ পর্য্যন্ত নিজের মৃত্যুর উপায় শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বলে দিলেন! আপনিও পাণ্ডব-পক্ষপাতী। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে আপনি ইচ্ছা করলে জদ্রথকে বাঁচাতে পারতেন না। জয়দ্রথ বাঁচ্‌লে পাছে অর্জ্জুনের প্রাণহানি হয়—সেজন্য আপনি অর্জ্জুন, ভীম ও সাত্যকিকে ব্যূহভেদ কর্‌তে দিলেন। এখন দেখ্‌ছি কর্ণ ছাড়া আমার কোন সহায়ই নেই।"

দ্রোণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দুর্য্যোধন, তুমি এতই নির্ব্বোধ যে অর্জ্জুনের শৌর্য্যের পরিমাণটা আজও বুঝ্‌লে না। আমি না

হয়—জয়দ্রথকে বাঁচাতে পার্‌লাম না—তোমার কর্ণই বা কই পারলেন? তুমি ত কেবলি বল্‌তে—আমাদের উপর নির্ভর ক'রে তুমি যুদ্ধোত্তম করছ না—একা কর্ণের সাহায্যেই তুমি পাণ্ডবকুল ধ্বংস করবে। সেই কর্ণ আজ ভীমের কাছে তিনবার, সাত্যকির কাছে একবার, অর্জ্জুনের কাছে দুইবার পরাস্ত হ'ল। এতেও তোমার চৈতন্য হচ্ছে না। আমি একা পাঞ্চালগণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের গতিরোধ করেছি—আর তোমার পক্ষের সব বীরগুলি যে জয়দ্রথকে বেষ্টন ক'রে ছিল, বাপধন! যে পারগুটা পাশা খেলেছিল—সেই শকুনি এখন বাঁচাতে এলো না কেন? তোমার গুণধর ভাই যিনি সভামধ্যে ভ্রাতৃজায়ার অপমান করেছিল—সে তার ভগিনীপতিকে বাঁচাতে পার্‌লে না? দ্রৌপদীর অপমানের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে না? মহাপাপের দণ্ড হবে না? আজ আমাকে অনুযোগ কর্‌তে এসেছ! পাশা খেলবার সময় আমার কাছে উপদেশ নিয়েছিলে? আমার উপদেশে দ্রৌপদীর অপমান করেছিলে? রাজ্যার্দ্ধ দেবার জন্য এত সাধাসাধি কর্‌লাম—সে কথা শুন্‌লে? লজ্জা হয় না তোমার—আমাদের উপর দোষারোপ কর্‌তে? নিজেকেও ভুবনবিজয়ী মহাবীর ব'লে মনে কর—কই নিজের ভগিনী-পতিকে ত বাঁচাতে পার্‌লে না—আজ ১৩ দিন যুদ্ধ হলো—তুমি নিজে একজনকে পরাস্ত কর্‌তে পেরেছ? একটা অর্দ্ধরথীকেও বধ কর্‌তে পেরেছ? ভাইদের বাঁচাতে পেরেছ? কি কুক্ষণেই তোমাদের অস্ত্রশিক্ষার ভার নিয়ে হস্তিনায় এসেছিলাম—কি

দুর্ব্বুদ্ধিতেই ধৃতরাষ্ট্রের পাপ অন্ন গ্রহণ করেছিলাম! তার ফলভোগ হচ্ছে। আমার দ্বারা কি মহাপাপই না করালে! তুমিও যেমন শিষ্য—যুধিষ্ঠিরও আমার তেমনি শিষ্য। অথচ তোমার হ'য়ে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই ধর্ম্মরাজ মহাপুরুষকে তোমার হাতে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তিন দিন ধ'রে প্রাণপণ চেষ্টা করছি। অর্জ্জুন আমার পুত্র অপেক্ষা প্রিয়—সেই অর্জ্জুনের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করছি—তার পুত্র আমার পৌত্রেরই সমতুল্য—সেই বালকপুত্রকে আরো ছয় জন দানবের সঙ্গে মিলে বধ করতে হলো তোমার জন্য। চিরকলঙ্ক আমি মাথায় ক'রে নিলাম। যতদিন ভারতবর্ষ প্রলয় বন্যায় ডু'বে না যাবে ততদিন ভরদ্বাজের কুলকলঙ্ক দ্রোণের এই অপযশ ঘোষিত হবে। ধিক্ আমার ব্রাহ্মণত্বে—ধিক্ আমার শাস্ত্রজ্ঞানে আর শস্ত্রজ্ঞানে—আজ তোমার মত নারকীর জন্য ভরদ্বাজের পুত্র ব'লে পরিচয় দিতে ঘৃণা হয়।

দুর্য্যোধন, অধর্ম্মের কখনও জয় হয় না। চিরজীবনের পুঞ্জীভূত পাপের দণ্ডের সময় এসেছে। তোমার পরমভাগ্য যে চিরজীবন ধ'রে যে যাতনা তুমি পাণ্ডবদের দিয়েছ ১৫।১৬ দিনেই তার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে যাবে।"

যাই হোক্, তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আজ রাত্রিতেও যুদ্ধ চালাব।"

দুর্য্যোধন কর্ণকে নিভৃতে বলিল—"সখে, দেখলে দ্রোণের পক্ষপাতিত্ব অর্জ্জুনের প্রতি। অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষার জন্যই তিনি তাকে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করতে দিলেন। এ কথা সত্য নয় কি?"

কর্ণ বলিল—"কুরুরাজ, আচার্য্যের উপর এখন আর দোষারোপ করো না। প্রথম যৌবনে দ্রোণ যখন তোমাদের ব্যূহভেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন—তখন অর্জ্জুনই শিখে নিয়েছিল—অন্য কেউ পারে নি। দ্রোণ ত আজ সে শিক্ষা ফিরিয়ে নিতে পারেন না। দ্রোণ আজ চেষ্টা ক'রেও অর্জ্জুনকে যে বাধা দিতে পার্‌লেন না, তার কারণ অর্জ্জুনের অদ্ভুত কৃতিত্ব আর শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য। আচার্য্যের কোন দোষ নেই।"

গভীর রাত্রিতে মশাল জ্বালিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ রথচ্যুত হইল। অর্জ্জুন যখন কর্ণ বধের জন্য উদ্যত, তখন কৃপাচার্য্য কর্ণকে আপন রথে তুলিয়া লইলেন। তখন দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইল। কৃপাচার্য্য দেখিলেন—দুর্য্যোধনের আর রক্ষা নাই, তখন অশ্বত্থামাকে অর্জ্জুনের প্রতিরোধ করিতে পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন তখন পলাইয়া বাঁচিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নিস্তার পাইল না। ভীম ভীমবেগে তাহাকে আক্রমণ করিল। ভীমের পদাঘাতে দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইল—কর্ণ তাহাকে আপন রথে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপমানিত দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকটে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িল। দ্রোণ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। দুর্য্যোধন জটাসুরের পুত্র অলম্বলকে ঘটোৎকচবধের জন্য অনুরোধ করিল। ফলে অলম্বলই ঘটোৎকচের আঘাতে হত হইল। অলায়ুধ নামে আর একটি রাক্ষস ঘটোৎকচের হাতে মারা গেল। ঘটোৎকচকে কিছুতেই যখন প্রতিরোধ করা যায় না—তখন কর্ণ একাঘ্নী নিক্ষেপে তাহার প্রাণ হনন করিল। এই একাঘ্নীই ছিল কর্ণের প্রধান সম্বল। ঐ অস্ত্রের দ্বারা সে অর্জ্জুন বধ করিবে ঠিক করিয়াছিল। ঐ বাণের ভরসাতেই কর্ণের এত দম্ভ।

ঘটোৎকচ বধের পর সেদিনকার যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। পরদিন পাণ্ডবগণ বহু চেষ্টায় কৌশলে দ্রোণ বধ করিল। দুর্য্যোধন তখন কর্ণকে সেনাপতি করিলেন। কর্ণের সেনাপতিত্বে পরদিন যুদ্ধ বাধিল। দুর্য্যোধন আজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধেও দুর্য্যোধন পরাস্ত হইল—অশ্বত্থামা আসিয়া দুর্য্যোধনকে বাঁচাইয়া দিলেন।

কর্ণ দুর্য্যোধনকে বলিল—"সখে, আমি যে আজও কিছু কর্‌তে পার্‌ছি না তার কারণ আমার একজন উপযুক্ত সারথির অভাব।

অর্জ্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ—এ পক্ষে তাঁর সমকক্ষ সারথি আছে, একমাত্র শল্য। শল্য যদি আমার সারথ্য করেন—তা হ'লে আমি অক্লেশে অর্জ্জুন বধ কর্‌তে পারি।"

দুর্য্যোধন তখন শল্যকে কর্ণের সারথ্যের জন্য অনুরোধ করিলে শল্য কুপিত হইয়া বলিল—

"কি কুরুরাজ, তুমি আমাকে ঐ সূতপুত্রের সারথ্য কর্‌তে বল্‌ছ? এত স্পর্দ্ধা তোমার? আমি কুলে, শীলে, মানে, ঐশ্বর্য্যে তোমার চেয়ে ঢের বড়—আমি কর্‌ব সূতপুত্রের সূতের কাজ? এইজন্য আমি আপন ভাগিনেয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌ছি! আমি এক্ষণি অস্ত্র ত্যাগ কর্‌লাম।"

দুর্য্যোধন শল্যের হাতে ধরিয়া কাকুতি করিয়া বলিল—"মাতুল, আপনি, কর্ণ ও আমার চেয়ে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও আপনি শ্রেষ্ঠ। ওপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সারথ্য কর্‌ছেন—অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হলে এপক্ষেরও উপযুক্ত সারথি চাই। মরণাপন্ন হ'য়ে মহারাজ, আমি শরণাপন্ন। আমাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য আপনাকে সারথ্য স্বীকার কর্‌তেই হবে। রণ-জয়ের পর কর্ণ ও আমি প্রকাশ্যে আপনার পদসেবা কর্‌ব। অভাগাকে কৃপা করুন।"

শল্য সারথ্যে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু বলিলেন—"আমি যে সূতপুত্রের অধীন নই—সূতপুত্রই আমার অধীন এটা বুঝাবার জন্য আমি কর্ণকে যথেচ্ছ বাক্য প্রয়োগ কর্‌ব—অনেক কটু কথা

বলব, কর্ণ তাতে আপত্তি করতে পারবে না।" এই সর্ত্তে কর্ণ, দুর্য্যোধন দু'জনেই বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" শল্যের সারথ্যে কর্ণ যুদ্ধ যাত্রা করিল। কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। এদিকে ভীমের সঙ্গে দুঃশাসনের রণ চলিল। ভীম দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করিয়া রক্ত পান করিল। দুর্য্যোধন দুঃশাসনের মৃত্যুতে কাতর হইয়া পড়িল। কর্ণও পুত্রশোকে অবসন্ন। অশ্বত্থামা বলিলেন—"কুরুরাজ, আর কেন, এখনো সময় আছে, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। আমি পাণ্ডবদের বুঝাব।" দুর্য্যোধন বলিল—"গুরুপুত্র, আর সন্ধি ক'রে কি হবে? আমার সব ভাইগুলি যুদ্ধে হত হ'ল—তাদের মৃত্যুর পর এখন সন্ধি ক'রে নিজে রাজ্য ভোগ করতে আর চাই না। হয় ভ্রাতৃবধের প্রতি-হিংসা নেব, নয়—তারা যেখানে গেল সেখানেই যাব। এই ভাইগুলি আমার জন্যই প্রাণ দিল—আর আমি নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে রাজত্ব করব—এত কাপুরুষ আমি নই।"

অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ হত হইল। দুর্য্যোধন এ বার্ত্তা যখন শুনিল—তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চৈতন্য লাভ করিয়া দুর্য্যোধন লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভীষ্ম গেছেন, দ্রোণ গেছেন, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত ইত্যাদি বীরগণ গেছেন, দুঃশাসন হত—ভ্রাতৃগণ হত, তবু দুর্য্যোধন জয়ের আশা ছাড়ে নাই। আজ কর্ণবধে সে সত্য সত্যই জয়ের আশা ত্যাগ করিল। কর্ণ ছাড়া কেহই দুর্য্যোধনকে প্রাণের সহিত ভালবাসে নাই। অন্য সকলেই ছিলেন

পাণ্ডবপক্ষপাতী, মনে মনে সকলেই পাণ্ডবগণকে শ্রদ্ধা করিতেন, কেবল উপজীবিকার জন্যই দুর্য্যোধনের সহকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্য্যোধনকে মনে মনে ঘৃণাই করিতেন। এক কর্ণই দুর্য্যোধনকে দুঃশাসনের মতই ভাল বাসিত।

পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত; সকল ষড়যন্ত্রের মূলেই কর্ণ। দুর্য্যোধন যখনই সাহস হারাইয়াছে, কর্ণ তখনই সাহস দিয়াছে। দুর্য্যোধন যখনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,তখনই সে উত্তেজিত করিয়াছে। কুরুক্ষেত্র নাট্যের সূত্রধারই কর্ণ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ইত্যাদি সকলেই কর্ণকে ঘৃণা করিতেন—কর্ণের প্রতি তাঁহারা, বিশেষতঃ পিতামহ, সর্ব্বদাই অতি রূঢ় ও কটু বাক্য প্রয়োগ করিতেন। কর্ণ দুর্য্যোধনের জন্য অম্লানবদনে সমস্তই সহ্য করিত। নিজে সে রাজ্য পাইয়াছিল, কিন্তু রাজ্যভোগ করিতে যায় নাই, দুর্য্যোধনের দাসত্বেই জীবন কাটাইয়া দিল। কর্ণ দিগ্বিজয় করিয়াছে—কিন্তু তাহা নিজের জন্য নহে, দুর্য্যোধনের জন্য। দুর্য্যোধনের জন্যই কর্ণ ভারতের নৃপবৃন্দকে বশীভূত করিয়াছে, কর্ণ রাশি রাশি ধনসম্পত্তি জয় করিয়াছে, কিন্তু তাহা নিজে ভোগ করে নাই, সমস্তই দুর্য্যোধনের চরণে সমর্পণ করিয়াছে।

যুদ্ধের আগেই কর্ণ জানিতে পারিয়াছে—পাণ্ডবগণ তাহার সহোদর ভাই। মায়ের অনুরোধেও সে ভ্রাতৃপক্ষে যায় নাই। দুর্য্যোধনের জন্য সে সূতবংশীয় ভ্রাতৃগণকে হারাইয়াছে, পুত্রগণকে হারাইয়াছে।

দুর্য্যোধন জানিত—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাদি বীরগণ কেহই তাহার মিত্র নহে এবং কেহই কর্ণের মত বীরও নয়। তাই একবার ভীষ্ম যখন কর্ণকে ত্যাগ করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে আদেশ করেন—দুর্য্যোধন বলিয়াছিল—"আমি আপনাদের ভরসাতে যুদ্ধ কর্‌তে যাচ্ছি না—আমি কর্ণের সাহায্যেই পাণ্ডববিজয়ে সমর্থ হব।" ধৃতরাষ্ট্র যখন বলিয়াছিলেন—যাঁহারা তোমাকে সন্ধি করিতে বলিতেছেন তাঁহারা যদি যুদ্ধ না করেন—তবু তুমি যুদ্ধ করিবে? দুর্য্যোধন বলিয়াছিল—কেবল কর্ণ সহায় থাকিলেই চলিবে—আমি কাহারও সাহায্য চাই না। দুর্য্যোধন ঠিক করিয়াছিল—একাগ্নীর সাহায্যে কর্ণ অর্জ্জুন বধ করিবেই—নিজে সে গদাযুদ্ধে ভীমসেনকে বধ করিবে—বাকী সকলকে তাহারা দুইজন, শকুনি ও দুঃশাসন বিকর্ণ ইত্যাদি ভ্রাতাদের সাহায্যে বধ করিতে পারিবে।

কর্ণ দুই একবার অর্জ্জুনের কাছে—একবার গন্ধর্ব্বদের কাছে পরাজিত হইয়াছিল—এ কথা ভীষ্ম, দ্রোণ মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিতেন—কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত করিত না—দুর্য্যোধন সেটাকে ব্যতিক্রম মাত্র মনে করিত।

যৌবনে অস্ত্রপরীক্ষার রঙ্গক্ষেত্রে যখন কর্ণ প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের পরিজ্ঞাত অস্ত্রকৌশল সমস্তই একে একে দেখাইল—তখনই দুর্য্যোধনের ধারণা হইয়া গেল, কর্ণ অর্জ্জুনের সমকক্ষ। তারপর কর্ণ যখন অর্জ্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল—দ্রোণ অর্জ্জুনকে আদেশ দিলেও যখন কৃপ ও ভীষ্ম কর্ণের জন্মের অছিলায় অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত

করিলেন—তখনই দুর্য্যোধনের ধারণা হইল—কর্ণ অর্জ্জুনের সমকক্ষ মাত্র নহে—অর্জ্জুনের চেয়ে ঢের বড় বীর।

দুর্য্যোধনের বিশ্বাস ছিল—দ্রৌপদী যদি সূতপুত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যান না করিত তাহা হইলে কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে পারিত। কর্ণ যখন পরশুরামের শিষ্য তখন অস্ত্রবিদ্যায় দ্রোণও তাঁহার সমকক্ষ নহেন—এ ধারণাও দুর্য্যোধনের ছিল। কিন্তু কর্ণের যে গুরুদত্ত অভিশাপ ছিল—সেটা দুর্য্যোধনের মনে উদিত হইত না। কেহ সে কথা মনে পড়াইয়া দিলেই কর্ণ একাঘ্নীর প্রসঙ্গ তুলিত। তখন দুর্য্যোধনের মনে সকল ভয়ই দূরীভূত হইত। কর্ণের দিগ্বিজয়ে দুর্য্যোধন তাহার প্রকৃত শৌর্য্যের পরিচয় পাইয়াছিল—তাহার আগে সে কোন বিশিষ্ট পরিচয় পায় নাই। অর্জ্জুনের প্রতি কর্ণ ছাড়া আর সকলেরই একটা স্নেহ ছিল। একমাত্র কর্ণেরই অর্জ্জুনের প্রতি একটা নিদারুণ মজ্জাগত বিদ্বেষ ছিল—এই বিদ্বেষ তাহার সম্পূর্ণ স্বকীয়। এজন্য দুর্য্যোধনের সাহস ভরসা অল্প হয় নাই।

এই কর্ণ আজ যখন ধরাশায়ী হইল—তখন দুর্য্যোধনের আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর আর যেটুকু যুদ্ধ তাহা বিজয় লাভের জন্য নহে—হতাশ্বাস জীবনটাকে ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বিসর্জ্জনের জন্য।

কৃপাচার্য্য সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন—"বৎস আর কেন? এইবার সন্ধি কর। আর জয়ের আশা নেই।"

দুর্য্যোধন বলিল—"গুরুদেব, এখন কি আর সন্ধির প্রস্তাব করা যায়? ভীম তার শেষ প্রতিজ্ঞা কেন রক্ষা করবে না? দ্রৌপদীর

যে অপমান করেছি তার প্রতিশোধ নিতে সামান্যই বাকী আছে। বালক অভিমন্যুকে সেদিন যেভাবে আমরা হত্যা করেছি—তার প্রতিশোধ না নিয়ে কি ওরা ছাড়বে? আর যদি ওরা সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করে—আমি কি ক'রে যুধিষ্ঠিরের অনুগত হ'য়ে দুর্ব্বহ জীবন যাপন কর্‌ব? আমার ভ্রাতৃগণ ও মিত্রগণ আমার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল;—আর তাদের হারিয়ে আমি রাজ্যসুখ কি ক'রে ভোগ কর্‌ব? যাদের জন্য রাজ্য তারা ত চলে গেছে। এখন আর রাজ্য সাম্রাজ্যেও আমার রুচি নেই। জানি এখন মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই—মর্‌বার আগে যদি একজন পাণ্ডবকেও মার্‌তে পারি তবে জীবন সার্থক মনে কর্‌ব।"

অশ্বত্থামার পরামর্শে দুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি-পদে বরণ করিল। শল্য যুধিষ্ঠিরের শরে নিহত হইল। শল্যের পর ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব সেনাপতি হইল—সাত্যকির হস্তে তাহারও মৃত্যু হইল। এদিকে শকুনি সহদেবের হাতে প্রাণ হারাইল। সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া দিগ্বিদিকে পলাইল।—কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দুর্য্যোধন চাহিয়া দেখিল—চারিদিকে কেবল শবদেহ, ভগ্নরথ, ছিন্নধ্বজা। পিছুপানে চাহিয়া দেখিল—কোথায় তাহার একাদশ অক্ষৌহিণী, কোথায় তাহার রথরাজি, হস্তিগণ—কোথায় তাহার পুত্রমিত্রভ্রাতৃগণ—কেবল লক্ষ লক্ষ শবদেহ লইয়া কুকুর, শৃগাল, গৃধ্র শকুনির দল কোলাহল করিতেছে।

পদাটি কক্ষে ধারণ করিয়া তখন দুর্য্যোধন রণক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। পাণ্ডবগণ জয়ধ্বনি তুলিয়া, জয়ধ্বজা উড়াইয়া—ডঙ্কা-দুন্দুভি বাজাইয়া শিবিরে ফিরিল।

রণক্ষেত্র হইতে দুর্য্যোধনের এই যে নিষ্ক্রমণ—ইহা জগতের সাহিত্যে ও ইতিহাসে একটি অপূর্ব্ব চিত্র।

মহাপাপ এমনি করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র হইতে যুগে যুগে বিদায় গ্রহণ করে—দুর্দ্দম হিংসা এমনি করিয়া সর্ব্বত্রই আহত সর্পের মত গর্ত্তে প্রবেশ করে—বিরাট দম্ভ এমনি করিয়া নত মস্তকে দেশে দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে।

গদাটি বক্ষে ধারণ করিয়া তখন দুর্য্যোধন রণক্ষেত্র হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিই হউক আর জাতিই হউক—উৎপীড়ন, অত্যাচার, জিঘাংসা ও আত্মাভিমান তৃপ্তির জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে যে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে—তাহা হইতে তাহার নিক্রমণ এমনি ভাবেই ঘটিয়া থাকে। তাহা যদি না হইত তবে ধর্ম্মরাজের এই সৃষ্টিধারা বহিত না—সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র ও সভ্যতার সকল আড়ম্বর কোন্ রসাতলে তলাইয়া যাইত। জগতের ইতিহাসে এই নাট্যাঙ্কের বহুবার অভিনয় হইয়াছে—আরও কতবার হইবে। মানুষের আদিম পাশবিক বৃত্তি আজিও বিলুপ্ত হয় নাই—সভ্যতার আড়ম্বর কেবল সেইগুলিকে অধিকতর শাণিত ও বিষাক্তই করিয়াছে। যতদিন মানুষের চিত্ত-গহনে হিংস্র পশু বিরাজ করিবে—সে যত সভ্যই হউক—ততদিন দুর্য্যোধনেরও জন্ম হইবে—কুরুক্ষেত্রও অভিনীত হইবে। কুরুক্ষেত্রের সূত্রধারকে এমনিভাবেই—রঙ্গক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইবে। ইহা মহামানবের পক্ষে সান্ত্বনার কথা বটে। কিন্তু এ সান্ত্বনায় বিরাট বেদনার ত উপশম হয় না। হৃতদর্প দুর্য্যোধনের নিক্রমণেও ত অর্জ্জুনের বুকের ক্ষত শুকায় না—দ্রৌপদী, সুভদ্রার চোখের জল ত শুকায় না—ধর্ম্মরাজের মর্ম্মবেদনার মুর্ম্মুর-বহ্নি-ত লুকায় না—লাঞ্ছিতের পুঞ্জীভূত দুঃখের প্রতিকার হয় না—নির্দ্দোষ, নিরপরাধ, নিরীহগণের প্রাণহীন শবদেহে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয় না—

শতাব্দী পরেও বিধ্বস্ত দেশ, বিদলিত সমাজ ও বজ্রদীর্ণ সংসারের সে শ্রী আর ফিরে না!

দুর্যোধনের এই যে নিষ্ক্রমণ ইহাকে ধর্ম্মের জয় বলিতে পারি না—ইহাও অসির জয়, চর্ম্মের জয়, বর্ম্মের জয়। কৌরব অপেক্ষা পাণ্ডব অধিকতর শক্তিশালী, তাই এই জয় হইল—ধর্ম্মের জয় হইলে অভিমন্যু মরিত না—লক্ষ লক্ষ প্রজাকে প্রাণ দিতে হইত না—দেশ শ্মশান হইত না। যে-দিন অত্যাচারী দুর্যোধনের মস্তকে বজ্রাঘাত হইবে—দুঃশাসন রক্তবমন করিবে—শকুনির হস্ত খসিয়া যাইবে—কর্ণ আত্মহত্যা করিবে—অথবা যে-দিন ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ত্যাজ্য-পুত্র করিবে—গান্ধারী সভামধ্যে ছুটিয়া আসিয়া পাঞ্চালীকে বুকে করিয়া ধরিবে—দ্রোণ যে-দিন পাঞ্চালীলাঞ্ছনা-সভায় দুঃশাসনের বাহুচ্ছেদ করিয়া ফেলিবে—ভীষ্ম যে-দিন 'সূতপুত্র' বলিয়া অবজ্ঞা মাত্র না করিয়া কর্ণের কর্ণচ্ছেদ করিবে, যে-দিন শাণিত কৃপাণে দ্যূতসভায় শকুনির পক্ষচ্ছেদ করিবে—সে-দিন ধর্ম্মের আংশিক জয় বলিয়া স্বীকার করিব। ধর্ম্মের পূর্ণ জয় হইবে সেই দিন যে-দিন দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির জন্মই হইবে না—শিশু কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে না। সেই দিনই মানবসভ্যতা তাহার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা ও পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

দুর্যোধন জলস্তম্ভন বিদ্যা জানিত—সে দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ সন্ধান পাইয়া হ্রদের তীরে আসিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। দুর্যোধনের সে আস্ফালন

ধনে গদাযুদ্ধ বাধিয়া গেল।

অসহ্য হইল। সে গদাহস্তে তীরে উঠিয়া বলিল—"কি তোরা ভেবেছিস্ আমি আত্মরক্ষার জন্য ভয়ে পালিয়ে এসেছি? আমি ক্ষণ-কাল বিশ্রাম কর্‌ছি মাত্র। আয়, আমার সঙ্গে কে যুদ্ধ কর্‌বি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"এখনো তুমি যদি যুদ্ধ ক'রে জয় লাভ কর্‌তে পার—তবে সমগ্র রাজ্যই পাবে। আমরা আবার বনে চলে যাব।"

দুর্য্যোধন বলিল—"আমি রাজ্য নিয়ে আর কি কর্‌ব? রাজ্য তোমরা নাও—আমিই বনে যাই।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"একদিন তোমার দয়ার দানই আমরা চেয়েছিলাম—তা তুমি দাও নি। আজ দয়ার দান নেবার দিন নয়। তুমি জীবিত থাক্‌তে রাজ্য আমাদের অধিকারে আস্‌বে না, অতএব যুদ্ধ কর। বনে যাওয়ার আর উপায় নেই।"

দুর্য্যোধন বলিল—"বেশ! এক একজন ক'রে এস—আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধ কর। আমি সকলকেই বধ কর্‌তে পারব। তবে ধর্ম্মযুদ্ধ কর।"

-ধর্ম্মযুদ্ধ তোমার মুখে শোভা পায় না। যাই হোক্, তুমি আমাদের যে-কোন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বধ কর—তা হ'লে তোমার রাজ্য ফিরে পাবে।

দুর্য্যোধন—তবে ভীম আসুক্—সেই গদাযুদ্ধে নিপুণ। তার সঙ্গেই দ্বৈরথ যুদ্ধ হোক্।

শ্রীকৃষ্ণ—ধর্ম্মরাজ, আপনি ও কি বল্‌লেন? যে-কোন পাণ্ডব দুর্য্যোধনের সঙ্গে কেমন ক'রে গদাযুদ্ধ করবে? দুর্য্যোধন যে গদাযুদ্ধে

অদ্বিতীয়! ভীমও তাহার সমকক্ষ নয়। সর্ব্বনাশ করেছিলেন! অভিমানী দুর্য্যোধন আপনার অন্য ভাইদের নগণ্য মনে করে তাই রক্ষা। দুর্য্যোধনের আত্মাভিমানই আপনাদের এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে। সাগর পার হ'য়ে শেষে গোষ্পদে ডুবে মর্‌তে গিয়েছিলেন?

ভীম—বাসুদেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার গদা ভীষণ, এতে কত হাতী মেরে ফেলেছি। আমার গদার একটি ঘা খেলেই দুর্য্যোধন একেবারে স্বর্গে চলে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ—বৃকোদর, তুমি পাপিষ্ঠের উরু ভঙ্গ ক'রে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর।

ভীমদুর্য্যোধনে গদাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে পরাজিত করা বড়ই কঠিন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও ভীম কিছুই করিতে পারিলেন না—তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম দুর্য্যোধনের উরুদেশে গদাঘাত করিলেন। গদাযুদ্ধে কটির নিম্নদেশে আঘাত করা অন্যায়। ভীম আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য উরুতেই আঘাত করিলেন। দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইল। ভীম তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"দুরাচার! অনেক দুঃখ দিয়েছিস্—আজ তার ফল ভোগ কর।" ভীম অনবরত দুর্য্যোধনের মাথায় পদাঘাত করিতেছেন দেখিয়া যুধিষ্ঠির ব্যস্ত হইয়া বারণ করিলেন।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বলিলেন—"ভাই সুযোধন, তুমি আত্ম-দোষেই সব হারালে। তুমি ত বিদায় নিলে;—আমিও মহাপাতকী, তাই শোকসাগরে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাস্‌বার জন্য থেকে গেলাম।"

দুর্য্যোধন—"আমার কোন দুঃখ নাই। আমি সগর্ব্বে রাজ্যসুখ

ভোগ ক'রে সগৌরবে চলে গেলাম। পৃথিবী হ'তে বিদায়ের ক্ষণে আমার কোন ক্ষোভই নেই—পুত্র মিত্র ও ভ্রাতৃগণ যেখানে গেছে—সেখানে যেতে আর দুঃখ কি? তোমরা কণ্টকাসনে ব'সে শ্মশানে রাজত্ব কর।

দূর দিগন্তে সন্ধ্যাসায়রে
কালোয় মিলিছে রক্তরেখা,
নীচে নির্জ্জনে প্রান্তর' পরে
কা'র ও মূর্ত্তি লুটিছে একা?

—কে আমি, জান না? ভুলিনি সে নাম—
রাজা আমি—রাজা দুর্য্যোধন!
কুরুক্ষেত্র শেষ হ'ল নাকি—
কোথা আমি—এ কি দ্বৈপায়ন?

মহিষি, মহিষি—রাণি ভানুমতি,
কোথা গেলে সতি, দুঃসময়?
—রথ, মোর রথ—সারথি, সারথি—
কৈ, কোথা গেল রক্ষিচয়?

উহু—বড় ব্যথা, দারুণ যাতনা—
রাজবৈদ্যেরে কে আনে ডাকি?
রাজার বীর্য্য, বীরের ধৈর্য্য—
সেও আজি হার মানিবে নাকি!

—তবু, তবু আমি করি না শঙ্কা,
একাকী যুঝিব নির্ব্বিকার ;
অধর্ম্মরণে পরাজয় তবু
করিব সবলে অস্বীকার।

—হায় রে ভাগ্য ? তাও যে পারি না,
ভগ্ন এ উরু ধূলায় লুটে,
আশ্রয়হারা বীর্য্য আমার
হাহাকারে শুধু কাঁদিয়া উঠে !

—বৃকোদর, তুই পাণ্ডবগ্লানি,
পাণ্ডুর গালে লেপিলি কালি,
চোরের মতন দহিলি ধর্ম্মে
আপনার হাতে আগুন জ্বালি ;
ক্ষত্রবংশে অক্ষত্রিয়—
বায়ুপুত্রেরই প্রমাণ ঠিক,
কলঙ্কী ঐ পাণ্ডবনামে
ধিক্ ধিক্ তোর শতেক ধিক্ !

—বিশ্বে কি কারো চক্ষু ছিল না—
হায় রে, বিশ্বে কেই বা আছে ?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিগত,
কে লভে শাস্তি কাহার কাছে !

—সবই সেই শঠ কৃষ্ণের কাজ,
ক্রুর চক্রীর কুমন্ত্রণা ;
ধর্ম্মরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য—
মুখে যার বাণী-বিড়ম্বনা !

কৃষ্ণার সাথে দুষ্টের দল
সখা বলি যার দাস্য করে,
যদুবংশের সেই কলঙ্ক
চালায় তাদেরি হাস্যভরে !

কোথা বলরাম উদারবীর্য্য—
শুভ্রোজ্জ্বল রৈবতক ?
কুলপাংশুল এই তার ভ্রাতা—
পক্ষপাতী ও প্রবঞ্চক !

উঁহু—সেই ব্যথা, আবার, আবার !
কে ও ? কাছে এস হে সঞ্জয়,
দুর্জ্জয় তব দুর্য্যোধনের
হের আজি দশা-বিপর্য্যয়।

—কুরুকুল—সে কি নির্ম্মূল তবে—
কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি ?
বলো না মন্ত্রি, নির্ব্বাক কেন ?
বুঝিবার আরও আছে কি বাকী !

ভাবিতেছ মনে, দুর্য্যোধনেরে
শুনাবে না সেই অশুভ কথা,—
হায় তাত! এই মৃত্যুর কূলে
আছে তার কোনো সার্থকতা!

—আজ মনে পড়ে, রাজসভাগৃহে
ক্ষত্তার সেই যুক্তপাণি,
এদিনের কথা সেদিন জানিলে
কহি তারে সেই তিক্ত বাণী!

রাজবংশের সম্ভ্রম চাহি
তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে,
দুর্য্যোধনের মর্য্যাদাবোধ
কে না জানে তার শত্রুজনে?

ধর্ম্ম তাহার কর্ম্ম তাহার
রাজরাজেন্দ্র যোগ্য সবই,—
মানী পেত মান, গুণী আহ্বান,
অর্থী ফিরিত অর্থ লভি।

—ওহো সেই কথা! দ্যূতক্রীড়ার
ক্ষত্রাধিকার বিদিত লোকে,
কে বলিবে পাপ? কোনো অনুতাপ-
-বাষ্প তা লাগি নাহি এ চোখে।

হিংসায় যদি গণ' অপরাধ,

কাপুরুষ তুমি ; সাক্ষ্য তার—

দেবতা-দৈত্যে নিত্য বিরোধ

জ্ঞাতি হ'য়ে, কে বা অন্যে ছার !

হিংসা জীবের সহজ ধর্ম্ম

হিংসা-অন্নে পুষ্ট-প্রাণ,

ধ্বংসে যে বীজ কালের কাম্য,

বংশে তাহাই মূর্ত্তিমান !

—পাঞ্চালীকথা ? ভুলো না মন্ত্রি,

পঞ্চপতি যে ভজনা করে,

যৌতুকসম কৌতুকে তার

চির-অধিকার বিধির বরে !

রাজার ধর্ম্ম—সে যে গুরুতর,

কামের কামনা তাহার নয়,

সারাজীবনের সে একনিষ্ঠা

তুমি জানো তাত, হে সঞ্জয় ।

কুন্তীতনয়—দ্রৌপদীপতি,

কি নির্যাতন কঠিন তার ?

কুরুকুলপতি রাজ্যে তাহার

সমদর্শী সে বজ্রসার ।

—সূচ্যগ্রের ভূমি দিই নাই
পাণ্ডবে, সে কি কৃপণ ব'লে ?
দুর্য্যোধনের দরাজ হস্ত
কে না জানে এই পৃথ্বীতলে ?

—তা নয় মন্ত্রি, ন্যায়ের দাবিতে
অধিকার চাহে শত্রুগণ !
প্রার্থনা হ'লে ? রাজ্য বিলায়ে
বনে চ'লে যেত দুর্য্যোধন ।

শুধু এক কথা পারিনি ভুলিতে,
মন্ত্রি, যা আজও বিঁধিছে মনে,
অভিমন্যুর হীন হত্যা সে—
সপ্তক্লীবের আক্রমণে !

—উহু ! সেই ব্যথা উরু হ'তে উঠি
মস্তকে পশি ভুলায় সব,
অন্ধ নয়ন, ক্ষিপ্ত এ মন,
কর্ণে পশিছে প্রলয়-রব !

—মন্ত্রি, মন্ত্রি, সব ছেড়ে গেছে—
বৈদ্য কেহ কি নাহিক আর ?
সংবাদ দাও, ডাকাও ডাকাও—
এ কণ্ঠহার—পুরস্কার ।

ঊর্দ্ধ আকাশে সন্ধ্যা ঘনায়,
প্রান্তর-শিরে বনের পারে,
দূরে হ্রদজল কালো হয়ে আসে
ঘন ঘনায়িত অন্ধকারে !

কুরু-ক্ষেত্র প্রান্তর ভরি
জ্বলে উঠে শত আলেয়া-আঁখি,
নিশাচর যত হিংস্র শ্বাপদ
হুঙ্কার দিয়া ফিরিছে ডাকি' ;

—সঞ্জয়, তুমি রহ ক্ষণকাল,
হয়ত এ মোর শেষের রাতি,
জয়-পরাজয় প্রশ্ন সে নয়,
জানি তা জীবের জীবনসাথী !

কোনো ক্ষোভ মোর নাহি এ জীবনে,
স্বভাব-রাজা এ দুর্য্যোধন,
নিন্দা-খ্যাতির ঊর্দ্ধে তাহার
সর্ব্বশঙ্কী সিংহাসন !

—শত প্রণিপাত জানাইও শুধু
পিতার চরণে মন্ত্রিবর,
বলো—আমি সেই মহৎ পিতার
মহিমান্বিত বংশধর।

মৃত্যুরে আমি সহজ গর্ব্বে
নিত্যকালের ভৃত্য গণি,
হরে সে জীবন, পারে না হরিতে
কীর্ত্তি তাহার চিরন্তনী !

হউক পিতার নয়ন অন্ধ,
ভাগ্যের হাতে কি বা না হয় ?
পুত্রের 'পরে জানি স্নেহ তাঁর
অপার. তবু সে অন্ধ নয় !

সন্তান লাগি মঙ্গল মাগি
রাজশাসনের নিগড়ে বাঁধি
যুদ্ধের পথে লৌকিক মতে
পারিতেন তিনি হইতে বাদী ;
—মন্ত্রদাতার অভাব ছিল না,
কৃষ্ণ বিদুর ভীষ্মবীর,
পুত্রের 'পরে বিশ্বাসে তবু
শ্রদ্ধানত সে উচ্চশির ।

কাপুরুষতার শান্তি হইতে
সংগ্রামও শ্রেয় নিত্যকাল,
পুত্রস্নেহে সে রাজধর্ম্ম
ভুলেন নি সেই পৃথ্বীপাল ।

মানী পুত্রের মান্য পিতা সে
মনশ্চক্ষে দিব্য জ্যোতি—
চরণে তাঁহার তাই বার বার
দেহ-মনে শেষ জানাই নতি।

—রাত্রি ঘনায়, বন্ধু, বিদায়,
ফিরে' যাও ঘরে প্রণাম লয়ে,
দুর্য্যোধনের দৃপ্ত মহিমা
জাগুক শিয়রে সঙ্গী হ'য়ে!

বেদব্যাসের পূত নামযুত
তুলুক অদূরে দ্বৈপায়ন,
ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা
জ্বলুক আঁধারে দুর্য্যোধন!

[মহাভারতী ; শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচি]

দুর্য্যোধনকে তদবস্থায় ফেলিয়া পাণ্ডবগণ শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। সুবর্ণপালঙ্কে শয়ন করিয়াও যে দুর্য্যোধনের নেত্রে পাণ্ডবদের জন্য হিংসায় নিদ্রা ছিল না—সেই দুর্য্যোধন আজি হ্রদের তীরে ভগ্নোরু হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত, অসহ্য বেদনায় কাতর। কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা বনের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। দুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া তাহার দশা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দুর্য্যোধন বলিল—"আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করেছেন—আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন ক'রে বীরগতি লাভ করতে চল্‌লাম—আপনাদের ঋণ শোধ করতে সময় পেলাম না। আমার জন্য শোক করবেন না। আমি যাবার সময় গুরুপুত্রকে সেনাপতি ক'রে যাই। তিনি আমার হ'য়ে প্রতিহিংসা সাধন করবেন।"

তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামা সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইল। অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিল—"আমি পাণ্ডব নিধন করব।" অশ্বত্থামা গভীর রাত্রে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রুপদের পুত্রগণ ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে হত্যা করিল—কৃপ ও কৃতবর্ম্মা তাহার সাহায্য করিল। জগতের ইতিহাসে এই ঘৃণিত জঘন্য কাপুরুষোচিত নিষ্ঠুরতার তুলনা নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়—এই ঘৃণিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল ভারতের একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা—এবং তাহার সহায়তা করিল আর একজন বৃদ্ধ ঋষিপুত্র।

দুর্য্যোধনের নিকটে অশ্বত্থামা যখন ফিরিয়া আসিল তখন দুর্য্যোধন মুহুর্ম্মুহুঃ রক্তবমন করিতেছে—তাহার মুমূর্ষু দশা। অশ্বত্থামা বলিল, "রাজন্—সৌভাগ্যক্রমে আপনি বেঁচে আছেন। আপনাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি। পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণকে বধ ক'রে এলাম। পাঞ্চালকুল নির্ম্মূল। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করেছি—পাণ্ডবকুলে কেউ থাক্‌ল না। ওরা একেবারে নিঃসন্তান—নির্ব্বংশ। রাজ্য নিয়ে এখন কি করবে করুক।"

আনন্দের আতিশয্যে দুর্যোধন প্রাণ ত্যাগ করিল।

দুর্যোধন মহানন্দে বলিল—"গুরুপুত্র, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ আমাকে যে আনন্দ দিতে পারে নাই—আজ তুমি আমাকে সেই আনন্দ দিলে। আমি এখন পরমানন্দে মৃত্যু আলিঙ্গন করি।"

আনন্দের আতিশয্যে দুর্যোধন প্রাণ ত্যাগ করিল।

হায়! দুর্যোধনের শেষ কয়টী কথার মধ্যেও বিন্দুমাত্র সহৃদয়তা নাই। মহাভারত বলে—দুর্যোধন এই কয়টি কথা বলিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। মৃত্যুকালে যাহারা ভগবানের নাম করে—পাপের জন্য অনুতাপ করে—ভগবানে আত্মসমর্পণ করে তাহারা স্বর্গে যায়—এই কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি। এমন কথা বলিতে বলিতেও এরূপ হিংসা-বিষে ভরা অশুচি মন লইয়াও মানুষ স্বর্গে যায়—একথা শুনিলে সবই রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া রাজ্য পান নাই—আত্মদোষে নয়—বিধিনির্ব্বন্ধে। ধৃতরাষ্ট্রের মনে সেজন্য ক্ষোভ যে ছিল না এ কথা বলা যায় না। গান্ধারী সতী পতিব্রতা সাধ্বী—কিন্তু দুর্য্যোধনের জন্ম হইল হিংসায়। কুন্তী ও গান্ধারীর মধ্যে যাহার সন্তান জ্যেষ্ঠ হইবে—সে-ই রাজ্য পাইবে এইরূপ একটা কথা লইয়া কুরুবৃদ্ধেরা কানাকানি করিতেন। কুন্তীর পুত্র হইল আগে—গান্ধারী হিংসায় জ্বলিয়া যাইতে লাগিলেন—গান্ধারী সসত্ত্বা ছিলেন দীর্ঘকাল ধরিয়া—আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া কৃত্রিম উপায়ে সন্তান প্রসব করিলেন। ঈর্ষ্যায় দুর্য্যোধনের জন্ম হইল। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে—দুর্য্যোধন শকুনির ভাগিনেয়।

পাণ্ডবগণ কুন্তীর পুত্র, কিন্তু পাণ্ডুর ঔরসজাত পুত্র নহে। রাজসংসারে তাহারা জন্মে নাই—বিদেশে তাহাদের জন্ম। তাহারা শৈশবেই রাজসংসারে প্রবেশ করিল। বালক দুর্য্যোধন তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া গণ্য করিতে পারিল না। তাহারা দুর্য্যোধনের কাছে চিরদিন অনাত্মীয়ই হইয়া রহিল। বালক দুর্য্যোধনের কেবলি মনে হইত—রাজকুমারের সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্য ভোগের অধিকার তাহাদের একেবারেই নাই।

১০৫ ভাইয়ের মধ্যে ভীম অতিরিক্ত বলশালী হইয়া উঠিল—স্বতই শত ভ্রাতার হিংসার উদ্রেক্ হইতে লাগিল। শুধু তাই নয়, ভীম শত ভ্রাতার উপর যথেষ্ট উৎপীড়ন করিত—তাহাদিগকে নানাভাবে বিড়ম্বিত করিত। বাল্যকালে একা ভীমই দুর্য্যোধনের বিদ্বেষের পাত্র ছিল।

কৈশোরে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপের নিকট অস্ত্রশিক্ষাকালে দুর্য্যোধন লক্ষ্য করিল—অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্—গুরুর সমস্ত বিদ্যাই সে আয়ত্ত করে, তাহারা কেহই পারিয়া উঠে না। অথচ দুর্য্যোধন মনে করে তাহাদেরই বেতনভুক্ গুরুর নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া অর্জ্জুন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ফলে গুরুর প্রিয়পাত্র অর্জ্জুন হিংসার পাত্র হইয়া উঠিল। অস্ত্রপরীক্ষার ক্ষেত্রে অর্জ্জুন অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইল—সে ক্ষেত্রে কর্ণ আসিয়া জুটিল। কর্ণ অর্জ্জুনের সমকক্ষ, কালে প্রতিযোদ্ধা হইতে পারিবে। দুর্য্যোধন কর্ণকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া অঙ্গদেশের রাজত্ব দিল। কুন্তী কর্ণের প্রকৃত পরিচয় গোপনই রাখিলেন। কর্ণের সঙ্গে যে-দিন দুর্য্যোধনের মৈত্রী হইল, সেই দিনই বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইল। গুরুগণের তখন যে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তাঁহারা পালন করিলেন না। কর্ণকে দুর্য্যোধন রাজ্য দান করিল—তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত ছিল। দুর্য্যোধনের রাজ্যদানের অধিকারই তখন হয় নাই।

দ্রোণ গুরুদক্ষিণা চাহিলেন অদ্ভুত। দ্রুপদকে বাঁধিয়া আনিতে হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ পারিল না—অর্জ্জুন বাঁধিয়া আনিয়া

দিল। পাণ্ডবদের শৌর্য্য ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের কথা হইতে লাগিল। দুর্য্যোধনের রাজা হইবার বড়ই বাসনা। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে শাসন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভার দিতে পারিতেন। পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য না দিয়া দুর্য্যোধনের পরামর্শে পাণ্ডবদিগকে কৌশলে নির্ব্বাসিত করিলেন। নিজের পুত্রগণ অপেক্ষা কুন্তী-পুত্রগণ অধিকতর শৌর্য্য-শালী হইয়া উঠিয়াছে—এ বার্ত্তা ধৃতরাষ্ট্রের মনে হিংসার উদ্রেক করিল। দুর্য্যোধনই রাজ্য পায়, ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা ছিল। ফলে ধৃতরাষ্ট্রই পাণ্ডবদিগকে রাজ্যে বঞ্চিত করিল। ভীষ্মাদি কুরুবৃদ্ধগণ এত বড় অন্যায় সহ্য করিলেন—কোন বাধা দিলেন না। মুখে ন্যায় কথা মাঝে মাঝে বলিতেন—কাজে কিছুই করিলেন না। প্রকারান্তরে দুর্য্যোধনকে সকলেই সহায়তা করিলেন। দুর্য্যোধন ধনমানাদির দ্বারা সৈন্যগণ ও প্রজাগণকে বশীভূত করিল।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় দুর্য্যোধন ও অন্যান্য রাজারা অপমানিত হইল, অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিল। এক্ষেত্রে দুর্য্যোধন তাহার ও মিত্ররাজগণের অর্জ্জুনবিদ্বেষ জন্মানো স্বাভাবিক। ঐ সভায় কর্ণের চূড়ান্ত অপমান হয়। সূতপুত্র বলিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ পূর্ব্বেই কর্ণকে যথেষ্ট কটূক্তি করিয়াছিল—দ্রৌপদীও অপমান করিল। কর্ণের বিদ্বেষের সঙ্গে দুর্য্যোধনের বিদ্বেষ মিশিয়া গেল। এদিকে পাণ্ডব-গণ রাজ্যার্দ্ধ পাইল—শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের সংযোগ হইল। দুর্য্যোধন বলভদ্রের প্রিয় শিষ্য। বলভদ্রের ইচ্ছা ছিল—সুভদ্রার

সঙ্গে দুর্য্যোধনের বিবাহ হয়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিলেন। আত্মীয়তা নিবিড়তর হইল।

তারপর জরাসন্ধ বধ। জরাসন্ধবধে দুর্য্যোধন অবাক হইয়া গেল। পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয় করিল। দুর্য্যোধন কোন' প্রকার শত্রুতা করিতে সাহস করিল না। রাজসূয়যজ্ঞে আত্মীয় ভাবেই যোগদান করিতে বাধ্য হইল। রাজসূয়যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের রাজমর্য্যাদা দুর্য্যোধনের বিদ্বেষবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল।

রাজসূয়যজ্ঞের পরের ঘটনা আরও সাংঘাতিক।

ক্ষাত্রবলে বীরত্বের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত করার উপায় নাই। সত্তঃ সত্তঃ রাজসূয়যজ্ঞ হইয়া গিয়াছে, ভারতের সমস্ত রাজন্য যুধিষ্ঠিরের বশীভূত, যুদ্ধ করা ত চলেই না। মহত্ত্বের প্রতি শকুনির স্বাভাবিক বিদ্বেষ এইবার কর্ণ দুর্য্যোধনের বিদ্বেষে যোগ দান করিল—ফলে ত্র্যহস্পর্শ ঘটিল।

সেকালে রাজাদের মধ্যে রণে আহ্বান ও পণে আহ্বান দুই-ই সমান। এত বড় কুপ্রথা যখন রাজধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত আর যুধিষ্ঠির যখন ধর্ম্মরাজ—তখন দুর্য্যোধন এ সুযোগ ছাড়িতে পারিল না। দুর্য্যোধন পাপাত্মা সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার পাপকার্য্যে সহায়তা করিল তাৎকালিক রাজধর্ম্ম, রাজপ্রথা—এক কথায় সেকালের রাজসমাজ।

যুধিষ্ঠির মনে মনে জানিতেন—পণ রাখিয়া পাশাখেলা মহাপাপ—তবু তিনি রাজপ্রথা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। পাশা

খেলিতে বসিয়া তাঁহার মতিভ্রংশ হইয়াছিল—তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। কুরুবৃদ্ধগণ ও কুরুগণ নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন—কপট খেলা চলিতেছে। তাঁহারাও শক্তি সত্বেও এই পাপাচার বন্ধ করেন নাই অর্থাৎ যুধিষ্ঠির নিজে ও কুরুবৃদ্ধগণ সকলেই দুর্য্যোধনকেই সহায়তা করিলেন। পণ রাখিতে রাখিতে ক্রীড়ক যতক্ষণ নিঃসম্বল হইয়া না পড়িবে, ততক্ষণ তাহার অব্যাহতি নাই এইরূপ প্রথা কখনও রাজধর্ম্ম হইতে পারে না। মাঝখানে থামা বা থামান যে অসম্ভব তাহা মনে হয় না।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণে রাখিয়া প্রমাণ করিলেন—মহিষী হইলেও পত্নীও পণ্যদ্রব্য। দ্রৌপদীকে কৌরবরাও সেই ভাবেই দেখিল। তারপর কর্ণের কাপুরুষোচিত বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাবৃত্তিই দ্রৌপদীঘটিত জঘন্য নাট্যাঙ্কের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। পঞ্চপতির এক পত্নী বলিয়া স্বতই কৌরবদের দ্রৌপদীর প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব ছিল। দ্রৌপদীর অপমান হইল—ভীমার্জ্জুন সত্যের দোহাই দিয়া ও ভ্রাতৃ-নির্দেশ পাইলেন না বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলেন। মুখের কথার সত্যকে তখন এত বড় করিয়া দেখা হইত যে তাহার নামে ও তাহার দোহাই দিয়া সহস্র কর্ম্মাশ্রিত অসত্যকেও সহ্য করা হইত অর্থাৎ একটি সত্যের বেদীতে বহু সত্যের বলিদান হইয়া যাইত।

দ্রৌপদীর দারুণ অপমান হইল—গান্ধারী অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিলেন না—ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বাহ্লীকে সোমদত্ত কেহই বাধা দিলেন না—সকলেই ঠিক করিলেন—সত্যের মর্য্যাদা লজ্জিত হইতেছে

না। দ্রৌপদী বিপন্না হইয়া বীরগণের ও কুরুগণের শরণাগত হইল—নিজের নারীমর্য্যাদা রক্ষার জন্য করুণ কণ্ঠে আবেদন করিতে লাগিল—এটা যেন একটা সত্য নয়, এ সত্যকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। ভীষ্ম বলিলেন—ধর্ম্মের তত্ত্ব বড় জটিল কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এক বিদুর ও বিকর্ণ ছাড়া কেহই প্রতিবাদও করিল না।

নারীর মর্য্যাদারক্ষা, শরণাগত-রক্ষা যেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই নয়। পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়াটাই পরম ধর্ম্ম—নারীকে পণ্যদ্রব্য মনে করাই যেন পরম সত্য। মোটকথা, সেকালের প্রথা, সেকালের রাজধর্ম্মের আদর্শ, সেকালের সংস্কার,—সবই দুর্য্যোধনের কুক্রিয়ায় সহায়তা করিয়াছে। কুরুসভায় গুরুগণ এমন কি যুধিষ্ঠিরাদিও দুর্য্যোধনকে সহায়তাই করিয়াছেন।

পাণ্ডবগণ সত্যরক্ষার জন্য বনে গেলেন। কুরুবৃদ্ধগণ কুপিত হইয়া একটা কিছু করিলেন না। প্রজারা ক্ষুব্ধ হইল, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনে যাইতে চাহিল—বিদ্রোহী হইল না। মিত্র-রাজগণ কেহই প্রতিকার করিতে আসিলেন না। দুর্য্যোধন প্রচুর ধন ও মর্য্যাদা দিয়া সৈন্যগণকে—সেবা ও তোষামোদের দ্বারা রাজন্যগণকে ও প্রজাহিতকর কর্ম্মের দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিল। ক্রমে দুর্য্যোধন লোককান্ত রাজা হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধনের যত বিদ্বেষ পাণ্ডবদের প্রতি,—প্রজাগণকে সে সুখেই রাখিয়াছিল—সৈন্যসামন্ত-দিগকে বশীভূত রাখিয়াছিল—রাজন্যগণের সহিত তাহার ব্যবহার অনিন্দ্যই ছিল। সে সর্ব্বদা গুরুগণের উপাসনা করিত, ব্রাহ্মণগণকে

দান করিত—যাগযজ্ঞে প্রচুর অর্থব্যয় করিত, মিত্রগণকে দানমানাদির দ্বারা তুষ্ট রাখিত—নিজে ভৃত্যভাবে অতিথি অভ্যাগতগণের সেবা করিত। কোনটাই হয়ত তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে—সবই রাজনীতিগত কপট কৌশল মাত্র। তাহাতে ফল সে সমানই পাইয়াছিল।

পাণ্ডবগণ যখন বনবাসান্তে রাজ্যার্দ্ধ চাহিয়া পাঠাইল তখন তাহার রাজ্যের প্রতি মমতা জন্মিয়া গিয়াছে—কর্ণের সাহায্যে সে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে—প্রজাসাধারণকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। হাতে তুলিয়া রাজ্যার্দ্ধ সে আর দিতে পারিল না।

তাহার রাজ্যার্দ্ধ না দেওয়ার যুক্তি এই—

১। যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে অধিকার নাই। সে পাণ্ডুর ঔরসজাত পুত্র নহে।

২। পিতা অন্ধ বলিয়া পিতৃব্য রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রতিনিধির পুত্র রাজ্য পাইতে পারে না—জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে রাজ্য তাহারই প্রাপ্য।

৩। ভীমার্জ্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন রাজ্য পাইলেও রণরোধ হইবে না—তাহারা প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেই। রাজ্যার্দ্ধ দিয়া তাহাদের বলবৃদ্ধি করি কেন?

৪। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ যদি ভীমার্জ্জুন না-ও লয়—শ্রীকৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন লইবেই। কোন ক্ষত্রিয় এ অপমান সহ্য করিতে পারে না। বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণের সঙ্গে যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য, তখন

রাজ্য দিই কেন? পাঞ্চালগণ ত আগে হইতেই যুদ্ধের আয়োজন করিয়াই রাখিয়াছে।

৫। পাণ্ডবদের চেয়ে আমরা অধিক ক্ষমতাশালী। উহাদের বীর বলিতে ভীমার্জ্জুন ও সাত্যকি, সহায় বলিতে পাঞ্চাল, মৎস্য, চেদি ও মগধরাজ্য। আমাদের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুশর্ম্মা ইত্যাদি মহারথ আছে। আমরা একশত ভাই। ভারতের নিখিল রাজন্যবর্গ আমার দিকে। রাজ-কোষে প্রচুর অর্থ। জয় আমাদের অনিবার্য্য।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ধৃতরাষ্ট্র গোড়া হইতে দুর্য্যোধনকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, কুকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন—আজ তিনি রাজ্যার্দ্ধ দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন—তাহাতে ফল হইল না। গান্ধারী সম্বন্ধেও সেই কথা। ভীষ্ম রাজ্যার্দ্ধ দিতে বলিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন বেশ জানিত—ভীষ্মের কথা না শুনিলেও তিনি তাহাকে ত্যাগ করিবেন না। দ্রোণের পরম শত্রু দ্রুপদ—দ্রুপদের জামাতা পাণ্ডবগণ। অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু—অর্জ্জুনের প্রতিযোগী। দ্রোণ কুরুকুলের বৃত্তি ভোগ করেন। দ্রোণ যে যুদ্ধ করিবেন সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। বাহ্লীক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ভীষ্মের অনুগামী—কৃপ দ্রোণের অনুগামী।

কর্ণ যখন রাজ্যার্দ্ধ দিতে নিষেধ করিয়াছে—তখন দুর্য্যোধন আর কাহারও কথা শুনিতে রাজী নহে। কর্ণ পাণ্ডবগণকে বনে অসহায় অবস্থায় মারিয়া ফেলিবার জন্যও পরামর্শ দিয়াছিল। ভ্রাতৃগণ সকলেই রাজ্যার্দ্ধ দিতে অসম্মত। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভীতি সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিলেন—দুর্য্যোধন উহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া উড়াইয়া দিল। পাণ্ডবগণ দেবতার সহায়তা পাইবে ধৃতরাষ্ট্র এ ভয়ও দেখাইয়াছিলেন, দুর্য্যোধন হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সত্যই দেবতারা সহায়তা করিতে আসেন নাই। বরং দুর্য্যোধনপক্ষই দেবাদিদেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল।

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মমতাবশে পাণ্ডবগণের ক্ষতি করিবেন না,—এ ভয় যে দুর্য্যোধনের ছিল না, তাহা নহে—সেই সঙ্গে এ ধারণাও ছিল—পাণ্ডবরাই ভক্তিবশতঃ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ইত্যাদিকে বধ করিতে পারিবে না। দুর্য্যোধনের বিশ্বাস অমূলক নহে—যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে গুরুজনের বিরুদ্ধে নির্ম্মম ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অল্প বেগ পাইতে হয় নাই। পাণ্ডবদের দুইজন মহাবীর আত্মীয়কেও দুর্য্যোধন উপাসনা ও তোষামোদের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল—আমি শল্য ও কৃতবর্ম্মার নাম করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিলেন না—বরং তাঁহার দুর্জ্জয় নারায়ণী সেনা দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণও পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিল না।

পাণ্ডবদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ঋষিরা বিরক্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু কেহই অভিশাপ দেন নাই—ব্যাসদেবও নিজের তপঃ শক্তির প্রয়োগ করেন নাই। বরং দুর্ব্বাসা কিছু সহায়তাই করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কোনদিনই ভাল করিয়া বুঝিতে অবসর পায় নাই যে—সে দুর্ম্মতি, দুরাচার। সে ভাবিত যদি আমি মহাপাপিষ্ঠ হইব, তবে আমাকে সকলে ত্যাগ করে না কেন—ঋষিরা অভিশাপ দেয় না কেন—প্রজা বিদ্রোহী হয় না কেন—এত রাজন্য আমার বশীভূত কেন? তাই মনে হয় কুরুক্ষেত্রের জন্য দুর্য্যোধন একা দায়ী নয়—সেকালের প্রথা, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, ন্যায়নীতির আদর্শ সমস্তই দায়ী। দুর্য্যোধন অনেক ক্রূরশক্তির সমবায়-ফল।

যে বিরাট কাণ্ডের ফলে দেশ ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়া গেল—দেশের

দশান্তর উপস্থিত হইল—সমাজ রূপান্তরিত হইয়া গেল—প্রজা-সাধারণ উৎসন্ন হইল—লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনহানি হইল—ভারতে আর্য্যসভ্যতা চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল হইয়া গেল—অনার্য্য-গণের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল,—সে বিরাট কাণ্ড কখনও একজনের জিদে হইতে পারে না—ব্যক্তিবিশেষ কখনও সেজন্য দায়ী হইতে পারে না। তাই মনে হয়—কুরুক্ষেত্রের মূলে আছে সেকালের ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, প্রথা, নৈতিক আদর্শ ও সংস্কার। দুর্য্যোধন উপলক্ষ মাত্র। এ সত্যটি মহাভারতে নানাভাবেই আছে। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ব্যাসদেব নিজ মাতা ও পাণ্ডুমাতাকে যখন বনে যাইতে আদেশ করিতেছেন—প্রকারান্তরে এই কথাই বলিতেছেন—"দেশ পাপাচারে পূর্ণ,—কালকল্প অত্যন্ত ভীষণ, ধর্ম্মের গ্লানির অন্ত নাই। এখন সংসার ত্যাগ ক'রে বনে প্রস্থান করাই উচিত।" ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, কর্ণ, যুধিষ্ঠির ইঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী না করিয়া দৈবকে দায়ী করিয়াছেন। মহাভারতের বহু স্থলে বিধাতার বা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার কথা বলা হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে ও যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জ্জুনকে প্রবোধ দেওয়ার ছলে ব্যাসদেব এইরূপ কথাই বলিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষ যে দায়ী নয়, একথাটা স্পষ্ট করিয়াই বলা আছে। সর্ব্বোপরি গীতার বাণী আছে। দেশ যখন পাশ ফিরিয়া শোয়—তখন এমনটাই ঘটে। দুর্য্যোধন নিমিত্ত মাত্র।

দুর্য্যোধন কোন্ যুগে জন্মিয়াছিল? যে যুগে জরাসন্ধ ভীষণ অত্যাচারী সম্রাট—যে যুগে শিশুপালের শত অপরাধ পুঞ্জীভূত হইয়া

সহ্যাদ্রিকেও অতিক্রম করিয়াছিল,—যে যুগে কংস পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ভগিনীকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল—যে যুগে অন্ধক বৃষ্ণি-ভোজ-কুল সুরাসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছিল ও ব্যভিচারের পঙ্কে শূকরত্ব লাভ করিয়াছিল,—যে যুগে ঋষিপুত্র শাস্ত্র ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি সাধনের জন্য উদ্‌গ্রীব,—যে যুগে গুরু কৃতী শিষ্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি দক্ষিণা চায়, বাল্যবন্ধুকে ধরিয়া আনিতে শিষ্যগণকে উপদেশ দেয়,—যে যুগে ব্রাহ্মণপুত্র খড়্গহস্তে গভীর নিশীথে চোরের মত শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ক্ষত্রিয় শিশু বধ করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করে,—যে যুগে সপ্তরথী একত্র মিলিয়া একটি বালক বধ করে,—যে যুগে তোষামোদ ও অর্থে বশীভূত হইয়া জাত্যাভিমানী মহারাজ আপন নিরপরাধ অযথালাঞ্ছিত ভাগিনেয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে—আবার কপটতার দ্বারা স্বপক্ষেরই অনিষ্ট করে,—যে যুগে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহের প্রথা—যে যুগে স্বয়ংবরের পর সমস্ত সমবেত রাজন্য মিলিয়া ভাগ্যবান্ কৃতী বীরকে আক্রমণ করিয়া বীর্য্যলব্ধা কন্যা কাড়িয়া লয়—যে যুগে নারী জীবন্ত পণ্য মাত্র, তাহাকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখা চলে—যে যুগে স্বয়ং মহারাণী আপনার আশ্রিতা রমণীকে আপনার দুরাচার ভ্রাতার হস্তে অম্লান বদনে সমর্পণ করে,—যে যুগে রাজসভায় রাজশ্যালক আশ্রিতা নারীকে পদাঘাত করিলেও রাজা কোন প্রতিকার করে না,—যে যুগে আপন ভ্রাতৃবধূর কেশাকর্ষণ করিয়া রাজসভায় লাঞ্ছিত করা দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় না—যে যুগে ভাল পাশা খেলিতে জানিলেই বিনা শৌর্য্যে রাজ্য

জয় করিয়া লওয়া চলে, অথবা ভাল পাশা খেলিতে না জানিলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না—যে যুগে নিরপরাধ রাজার ধনসম্পত্তি ও গোধন অপর রাজা হরণ করিলে দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় না,—যে যুগে অভিশপ্ত করিবার জন্য রাজা ঋষিকে নিয়োগ করে—ঋষি জানিয়া শুনিয়া মহাপুরুষের সর্ব্বনাশ করিতে যাত্রা করে,—যে যুগের ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠগণ সভামধ্যে কুলবধূর অপমান সহ্য করে—শরণাগতা লাঞ্ছিতা নারীকে রক্ষা করে না,—যে যুগে ক্ষত্রিয় রাজা আপন শ্যালক বধূকে একাকিনী দেখিয়া রথে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করে—যে যুগে ধর্ম্মশীল পাণ্ডবপক্ষও অধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়া একটি গুরু বৈরীকেও বধ করিতে পারিল না—দুর্য্যোধন জন্মিয়াছিল সেই যুগে।

যুগের সমস্ত পাপধারা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল দুর্য্যোধনে। দুর্য্যোধনের চরিত্র বিচার করিতে হইলে—চরিত্রের আবেষ্টনী ও পটভূমিকার বিচার করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দুর্য্যোধন বধের জন্য নয়—ভূভারহরণের জন্য—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—ধর্ম্মের গ্লানি তখন দেশব্যাপী। এই পাপচক্রের নেমি ছিল দুর্য্যোধন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও উপলক্ষ মাত্র—তিনি নিজ হাতে কংস, শিশুপাল ও শাল্বকে বধ করিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু দেশব্যাপী অন্তর্দ্রোহ ও বিপ্লব বাধাইয়া দেন নাই। পাপের যাহা স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি সেই সনাতন নিয়মানুসারেই তাহার দণ্ড হইল।

সমাপ্ত